চমক ভরা
ধনতেরস
২১ থেকে ২৭ অক্টোবর
(প্রতিদিন দোকান খোলা)
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিষ্টার Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 13 October, 2019 ■ আগরতলা, ১৩ অক্টোবর, ২০১৯ ইং ■ ২৫ আশ্বিন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মোদী-শি বৈঠক

বাণিজ্য জটিলতা দূর করতে উচ্চস্তরের নীতির সিদ্ধান্ত

শনিবার তামিলনাড়ুর মামলাপুরুমে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিংপিং এর মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি- পিআইবি।

চেন্নাই/মহাবলিপুরম, ১২ অক্টোবর (হি.স.)।। ভারত ও চিন 'বুহান ভাবনা' এবং 'চেন্নাই সম্পর্কের' মাধ্যমে সামরিক সহযোগিতা এবং বাণিজ্য বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং চিনের রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং দ্বিতীয় অনানুষ্ঠানিক শীর্ষ সম্মেলনে প্রায় ছয় ঘন্টা আলোচনা করেছেন নিজেদের মধ্যে। এই সময়কালে, উভয় নেতা বিনা সাহায্যে আলোচনা করেন। শীর্ষ সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে দুই নেতা প্রায় ৯০ মিনিট ধরে আলোচনা করেন। শুক্রবার নৈশভোজ চলাকালীন মোদী এবং শি প্রায় আড়াই ঘন্টা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছেন।

বিদেশসচিব বিজয় গোখলে শনিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানিয়েছেন, দুই রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে আলোচনার সময় কাশ্মীর ইস্যু নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের চিন সফর সম্পর্কে শি জিংপিং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে অবিহিত করান।

বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে দুটি দেশ বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্কিত ইস্যুতে একটি উচ্চ পর্যায়ের নীতি নেওয়া। নীতি নেওয়ার জন্য যে কমিটি গঠন করা হবে তা নেতৃত্ব দেবেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ এবং চীনা উপ-প্রধানমন্ত্রী হু শান হুয়া। এই প্রক্রিয়া চীনের পক্ষে বাণিজ্য ভারসাম্যহীনতা অপসারণের জন্য ন্যূনতম ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এই প্রক্রিয়া পণ্য ও পরিষেবা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্কে ভারতের মতামত এবং উদ্বেগ বিবেচনা করবে।

চিনের রাষ্ট্রপতি তথ্য প্রযুক্তি ও ওষুধ খাতে ভারতীয় বিনিয়োগের পক্ষে এবং উৎপাদন খাতে সহযোগিতা বাড়ানোর উপর জোর দিয়েছেন। উভয় দেশই উৎপাদন খাতে বিনিয়োগ ও অংশীদারিত্ব বাড়িয়ে বিপুল সংখ্যক কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বাজারের সম্প্রসারণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এশিয়ার ১৬টি দেশের মধ্যে প্রস্তাবিত বিস্তৃত আঞ্চলিক ব্যবসায় অংশীদারি চুক্তি সম্পর্কে চিনকে নিজের কথা জানিয়েছে ভারত।

বিজয় গোখলে আরও জানিয়েছেন, সীমান্তে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার সংকল্প ব্যক্ত করে দুই দেশ প্রতিরক্ষা সহযোগিতা ও যোগাযোগ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যার অধীনে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং চিন সফর করবেন। দুই নেতা সীমান্ত সমস্যা সমাধানে বিশেষ প্রতিনিধি স্তরের আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। একই সঙ্গে, দু'দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসির লক্ষ্যে চাপ সৃষ্টির ছক তৈরি

নভেম্বরে তিপ্রাল্যান্ডের দাবিতে দিল্লিতে দরবার করবে আইপিএফটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ অক্টোবর।। লক্ষ্য এডিসি নির্বাচন। তাই জোট শরিক শাসক দলের ওপর চাপ সৃষ্টির ছক এঁকে নিয়েছেন এনসি দেববর্মারা। আইপিএফটি আগামী নভেম্বরে প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে তিপ্রাল্যান্ডের দাবি নিয়ে ডেপুটেশন দেবে। আজ দলের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ৭

দলপতি এনসি দেববর্মা জানিয়েছেন, তিনটি এজেন্ডায় আজ আইপিএফটি কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর কথায়, এডিসি নির্বাচন, তিপ্রাল্যান্ড এবং দলীয় তহবিল সংগ্রহের বিষয়ে এদিন বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। তাতে, আগামী নভেম্বরে প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে তিপ্রাল্যান্ডের দাবি নিয়ে ডেপুটেশন দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরায় আইপিএফটি তিপ্রাল্যান্ড ইস্যুতেই লড়াই জারি রেখেছে। তাই, আবারও ওই দাবি আদায়ে কেন্দ্রের দরবারে যাবে আইপিএফটি।

শনিবার আগরতলায় আইপিএফটির কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি- নিজস্ব।

এদিন তিনি জানান, এডিসি নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে আইপিএফটি। এবিষয়ে আজ বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনাও হয়েছে। তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় প্রতিটি নির্বাচনেও আইপিএফটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির সাথে জোট বেঁধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল আইপিএফটি। কিন্তু, এরপর থেকেই সমস্ত নির্বাচনেই বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াইয়ে নেমেছে বিজেপি-আইপিএফটি উভয় দল। ফলে, এডিসি নির্বাচনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বলে আমরা স্থির করেছি, দাবি এনসি দেববর্মার। অবশ্য, আসন রফা নিয়ে আজ এনসি দেববর্মা ঝেড়ে কাশেননি। তিনি বলেন, বিজেপির সাথে আসন রফা নিয়ে এখনও আলোচনা অনেক দূর বাকি রয়েছে। তাঁর কথায়, অধিকাংশ আসনেই আইপিএফটি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুষ্কৃতি হামলায় সিপিএম'র ১৪ কর্মী আহত, অভিযুক্ত শাসক দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ অক্টোবর।। দক্ষিণ জেলায় পৃথক স্থানে দুষ্কৃতি হামলায় সিপিএম'র ১৪ জন কর্মী আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে চারজন সিপিএম'র বিভাগীয় কমিটির সদস্য বলে জানা গেছে। বিভিন্ন হাসপাতালে তাদের চিকিৎসা চলছে। শনিবার বীরচন্দ্র মুনতে পার্টি কর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ফেরার পথে তারা আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানিয়েছে সিপিএম রাজ্য কমিটি। সিপিএম ওই হামলায় ঘটনায় শাসকদল বিজেপিকে দায়ী করেছে। এক বিবৃতিতে সিপিএম বলেছে, বিজেপি সমর্থকরা সিপিএম কর্মীদের উপর হামলা করেছে।

১৯৮৮ সালে কংগ্রেস টিইউজিএস সরকারের সময়ে বিলোনিয়া মহকুমার বীরচন্দ্র মনুতে সিপিআইএম পার্টি অফিস খুলতে গিয়ে এমনই একটি দিনে দুষ্কৃতিদের হাতে ১৩জন সিপিআইএম কর্মী নিহত হয়েছিলেন। তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বাড়ি ফেরার পথে সিফিএম কর্মীদের উপর হামলা হয়েছে বলে অভিযোগ হয়েছে। তাতে অজিত সরকার, গৌতম রিয়াং, গোবিন্দ ত্রিপুরা, উত্তম দে, রত্না দাস, ভানুমতি দাস, সমীর পাল, শ্যামল ত্রিপুরা, সুকুমার নমঃ, সুবোধ মজুমদার, বিশুরাম উচাই এবং সুব্রত দাস সহ আরও দুই জন আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানা গেছে। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার মতাইয়ে আজ সন্ধ্যায় সুব্রত দাস আক্রান্ত হন। তিনি থানায় মামলা করেছেন। তাঁর সাথে আরও দুই সিপিএম পার্টি কর্মী আক্রান্ত হয়েছে বলে জানা গেছে।

এদিকে, আহতদের দঃত্রিপুরার জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। অবশ্য, তাদের মধ্যে কয়েকজনকে প্রাথমিক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছুটি

কোজাগরি লক্ষ্মী পুজো উপলক্ষ্যে জাগরণ ও রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কর্স-এর সকল কর্মী বৃন্দের ছুটি। তাই, সোমবার জাগরণ প্রকাশিত হবে না।

সাতসকালে রাবার বাগানে ৫০০ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১২ অক্টোবর।। সাতসকালে রাবার বাগানে ৫০০ কেজি শুকনা গাজা উদ্ধার করেছে বিএসএফ। ওই গাজা উদ্ধারের ঘটনায় অবশ্য কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। ফলে, রাবার বাগানে বস্তাবন্দি গাঁজা কিভাবে এসেছে তা নিয়ে পুলিশ ও বিএসএফ দ্বন্দ্বে পড়েছে।

শনিবার সাত সকালে গোপন খবরের ভিত্তিতে সিপাহীজলা জেলায় কমলাসাগর থানাধীন কামথানা বিওপি-র ৭৪ নং বিএসএফ জওয়ানরা হরিহরদোলা সীমান্ত এলাকার একটি রাবার বাগান থেকে আনুমানিক পাঁচশো কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করেছে।সীমান্ত রক্ষীরা পরবর্তী সময়ে পুলিশকে খবর দেয়।যদিও শুকনো গাঁজার চারটি ড্রাম, পনেরটি বস্তায় গাঁজা গুলো মজুত করা ছিলো।প্রাথমিক ভাবে ধারণা করা হচ্ছে কোন পাচারকারীরা হরিহরদোলা রাবার বাগানে গাঁজা গুলো রেখেছিল। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্ত্রী হত্যার অভিযোগে ধৃত স্বামীকে তিন দিনের পুলিশ রিমান্ডে পাঠাল আদালত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১২ অক্টোবর।। স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগে ধৃত স্বামীকে তিন দিনের পুলিশ রিমান্ডে পাঠিয়েছে আদালত। গতকাল সিপাহীজলা জেলার বিশালগড় থানাধীন রঘুনাথপুর এলাকায় তরুণী গৃহবধূ পারমিতা ভট্টাচার্যকে খুনের অভিযোগে পুলিশ তাঁর স্বামী বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যকে গ্রেপ্তার করেছিল। তার বিরুদ্ধে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধি ৪৯৮এ, ৩০৪বি এবং ৩৪ ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। আজ তাকে পুলিশ বিশালগড় এসডিজেএম আদালতে সোপর্দ করে পুলিশ তিন দিনের রিমান্ডের আবেদন জানিয়েছিল। আদালত ওই আবেদন মঞ্জুর করেছে। এদিকে, ওই গৃহবধূর শ্বশুর বিনয় ভট্টাচার্য এবং শ্বাশুড়ি সবিতা ভট্টাচার্য পলাতক বলে পুলিশ জানিয়েছে।

প্রসঙ্গত, বিয়ের ঠিক তিন বছরের মাথায় স্বামী ও শ্বশুর-শাশুড়ির হাতে নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন এক তরুণী গৃহবধূ। শ্বাসরুদ্ধ করে তাকে মারা হয়েছে বলে অভিযোগ। মৃতার নাম পারমিতা ভট্টাচার্য। তাঁর বয়স ২৩ বছর। তাঁর বাবা সুভাষ ভট্টাচার্য পেশায় পুলিশ কর্মী। পরিবারের কনিষ্ঠা কন্যা ছিলেন পারমিতা। তার বাপের বাড়ি বিশালগড় থানার অন্তর্গত জাঙ্গালিয়া এলাকায়। গত তিনবছর আগে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা, অভিযুক্ত স্বামী, শ্বাশুড়ি ও দেবর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ অক্টোবর।। ত্রিপুরায় পণের দায়ে গৃহবধূ নির্যাতন অব্যাহত রয়েছে। এবারের ঘটনা সিপাহীজলা জেলার সোনামুড়ায়। এক গৃহবধূকে অগ্নিদগ্ধ করে হত্যার চেষ্টা করেন স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনরা। এমনটাই অভিযোগ করেছেন ওই গৃহবধূর বাপের বাড়ির সদস্যরা। বর্তমানে ওই গৃহবধূ জিবি হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। রাজ্যে বধূ নির্যাতনের ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় জনমনে নারীদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা ক্রমশ বাড়ছে।

অভিযোগ, সিপাহীজলা জেলার সোনামুড়ায় শুক্রবার রাতে এক গৃহবধূকে তাঁর স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনরা পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করেন। ওই গৃহবধূর নাম মোহনা আক্তার। তার স্বামীর মেটিয়ন মিঞা সোনামুড়ায় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে কর্মরত।

জানা যায়, তিন বছর আগে সামাজিক প্রথা মেনে নিয়ে মেলাঘরের মোহন আক্তারের বিয়ে হয়েছিল সোনামুড়ার মেটিয়ন মিঞার সঙ্গে। তাদের বর্তমানে একটি সন্তান রয়েছে। বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই গৃহবধূর উপর শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যায়। বিশেষ করে শাশুড়ি ও দেবর তার উপর অধিক পরিমাণে নির্যাতন চালাতো বলে অভিযোগ। এরই শেষ পরিণতি ঘটে শুক্রবার রাতে। তার গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন ওই গৃহবধূর মা।

এই ঘটনায় গৃহবধূর মা থানায় অভিযুক্তদের নামধান উল্লেখ করে মামলা দায়ের করেছেন। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণেরও দাবি জানিয়েছেন তিনি। এদিকে পুলিশ একটি মামলা গ্রহণ করেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, অগ্নিদগ্ধ গৃহবধূর শারীরিক অবস্থার কোনও উন্নতি হয়নি।

ধনদেবী লক্ষ্মীর আরাধনার প্রস্তুতি চলছে বাজারের অবস্থা নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ অক্টোবর।। ধনদেবী লক্ষ্মীর আরাধনার প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে। আগামীকাল কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা। সাধারণত, প্রত্যেক বাড়িতেই লক্ষ্মী পূজা হয়ে থাকে। ফলে, এই পূজা নিয়ে ব্যস্ততা একটু আলাদা হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতেও মা লক্ষ্মীর আরাধনায় কোন রকম কার্পণ্য হবে বলে মনে হচ্ছে না। অবশ্য, বাজারে চাহিদা নিয়ে ক্রেতা-বিক্রেতার মিশ্র মতামত উঠে এসেছে।

আজ আগরতলার অন্যতম প্রধান বাজার হিসেবে পরিচিত মহারাজগঞ্জ বাজারে ক্রেতাদের ভিড় অবাক করার মতই ছিল। কারণ, অন্যান্য বছর তুলনামূলক এই সময়ে ভিড় বেশি ছিল। বিশেষ করে মূর্তির বাজারে বিক্রেতাদের প্রচণ্ড ভিড় দেখা গিয়েছিল গত বছর। এ-বিষয়ে জনৈক মূর্তি বিক্রেতা বলেন, দ্রব্যমূল্যের বাজারেও লক্ষ্মী মূর্তির দাম বাড়ানো হয় নি। গত বছর যে দামে মূর্তি বিক্রি হয়েছে, একই দামে এবারও মূর্তি বিক্রি করা হচ্ছে। তবে, এবছর ক্রেতা অনেক কম। তার দাবি, গত বছর এই সময়ের মধ্যে মূর্তির চাহিদা অনেক বেশি ছিল। ফলে, এবছর মানুষে লক্ষ্মী পূজা কম করছেন কিনা তা বুঝতে পারছি না, ঠাট্টা করে বললেন তিনি।

শনিবার আগরতলায় মহারাজগঞ্জ বাজারে ফল কিনছেন জনৈক ক্রেতা। ছবি- নিজস্ব।

এদিকে মূর্তি কিনে বাড়ি ফেরার পথে জনৈক ক্রেতা বলেন, মূর্তির দাম গত বছরের সমানই রয়েছে। তবে, অন্যান্য বছরের তুলনায় ক্রেতার ভিড় অনেকটাই কম বলে মনে হচ্ছে। তাঁর দাবি, ফল-সবজির দাম সামান্য বেড়েছে। প্রায় একই মতামত জনৈক গৃহিণীরও। তাঁর কথায়, মূর্তি এবং ফলের দাম অনেক বেড়েছে। তিনি বলেন, মা লক্ষ্মীর ছোট্ট একটি প্রতিমা ৪০০ তাকে দিয়ে কিনতে হয়েছে। তাছাড়া, আঙ্গুর, আম ইত্যাদির দাম সাধারণের নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে।

এদিন জনৈক ফল বিক্রেতা বলেন, বাজারে জিনিসের চাহিদা রয়েছে। তবে, দাম কিছুটা বেড়ে রয়েছে। তিনি জানান, আপেল ১০০ টাকা, আঙ্গুর ৩০০ টাকা, আম ৩০০ টাকা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৬ ▫ সংখ্যা ৮ ▫ ১৩ অক্টোবর ২০১৯ ইং ▫ ২৫ আশ্বিন ▫ রবিবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

প্রতারণার রাজনীতি

ত্রিপুরায় কংগ্রেস কার্য্যত অভিভাবকহীন হইয়া পড়িয়াছে। মহারাজ তড়িৎ গতিতে আসিয়া আবার তড়িৎ গতিতেই বিদায় নিলেন। কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যপদ হইতেও ইস্তফা দিয়াছেন। মূল কারণ এনআরসি। প্রদ্যুৎ কিশোর এন আর সি চালুর জন্য সুপ্রীম কোর্টে মামলা করিয়াছেন। হাইকমান্ড এই মামলা প্রত্যাহারে চাপ দিলে তিনি ফোঁস করিয়া উঠেনও দলত্যাগ করেন। এই অবস্থায় ত্রিপুরায় কংগ্রেসের ভগ্নদশা কাটাইয়া উঠিতে দলের হাইকমান্ড কতখানি সক্রিয় ও সতর্ক তাহা বলা মুশকিল। তবে, ত্রিপুরার সাংগঠনিক দায়িত্বপ্রাপ্ত লুইজনো ফেলেরিও রাজ্য সফরে আসিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ইতিমধ্যেই বিজেপি হ ইতে আসা নেতা দলের পক্ষে বক্তব্য রাখিয়া চলিয়াছেন। অন্যদিকে, প্রদ্যুৎ কিশোরের অনুগত এক বর্ষিয়ান নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক দল না ছাড়িলেও দূরত্ব রাখিয়া চলিতেছেন। সুতরাং একথা স্পষ্ট যে, দুর্দিনেও নেতারা ঐক্যবদ্ধ না হইয়া নিজেদের গুটাইয়া নিয়াছেন। এই যখন কংগ্রেসের ছন্নছাড়া অবস্থা তখন প্রাচীন এই দল আন্দোলনমুখী হইয়াছে ইহা কম কথা নহে। বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুল প্রত্যাহারের দাবীতে সদর জেলা কংগ্রেস শুক্রবার রাজধানী শহর আগরতলায় বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করিয়াছে। গত লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী দিয়াছে। ভোট টানিয়াছে। সম্প্রতি বাধারঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনেও কংগ্রেস ভাল ভোট টানিয়াছে বলা যায়। এই আসনে কংগ্রেস ও সিপিএমের যুক্ত ভোট বিজেপির চাইতে অনেক বেশী। কংগ্রেস নেতারা অন্তত হইা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, রাজ্যে ক্রমেই বিরোধী হাওয়া তীব্র হইতেছে। সিপিএম দল তো রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তেই মিছিল মিটিং চালু করিয়া দিয়াছে। এই অবস্থায়, বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করিতে হইলে এখনই কংগ্রেসকে উঠিয়া দাঁড়াইতে হইবে। মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর উপজাতিদের মধ্যে নিজের প্রভাব বাড়াইয়াছিলেন ইহা সত্যি। এখন প্রদ্যুৎ বিহীন কংগ্রেস উপজাতি মহল্লায় সংগঠন বিস্তার করিতে পারিবে কিনা প্রশ্ন দেখা দিয়াছে। রাজ্যে এডিসি ভোটও আসিয়া পড়িতেছে। এই ভোট নিয়াও বিজেপি খুব সুবিধাজনক অবস্থায় আছে এমন বলিবার সুযোগ নাই। জোট শরিক আইপিএফটি এডিসিতে অন্তত ২০টি আসন চাহিয়াছে। কিন্তু না, বিজেপি একাই লড়াই করিবার সিদ্ধান্তে অনঢ় বলিয়া জানা গিয়াছে। এই অবস্থায় পাহাড়ের ভোটে সিপিএম কি সুবিধা করিতে পারিবে? প্রদ্যুৎহীন কংগ্রেসের তো পাহাড়ে বা উপজাতিদের মধ্যে তেমন প্রভাব প্রতিপত্তি নাই বলিলেই চলে। এই অবস্থায় ত্রিপুরায় এডিসি ভোটে কোন দল সুবিধা নিতে পারিবে তাহা নিয়া জোর বিতর্ক দেখা দিয়াছে।

ত্রিপুরায় একসময় এডিসি এলাকা তো ছিল বন্দুকধারীদের দখলে। উগ্রপন্থীদের দৌরাত্ম্য, হত্যা হামলা অপহরণের ঘটনায় ত্রিপুরায় তো জঙ্গলের রাজত্ব কায়েম হইয়াছিল। রক্তে ভাসিয়াছে ত্রিপুরা। বামফ্রন্ট আমলেই রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়। উগ্রপন্থী মুক্ত হয় ত্রিপুরা। সন্ত্রস্ত মানুষ স্বস্তি ফিরিয়া পান। এই ত্রিপুরায় এডিসিতে এক সময় বকলমে উগ্রপন্থীরাই রাজত্ব করিয়াছে। বন্দুকের মুখে ভোট করাইয়া উপজাতিভিত্তিক দল এডিসির ক্ষমতা দখল নিয়াছিল। কিন্তু রাজ্যের মানুষ সেখানে প্রতিবাদী হন। অদৃশ্য শক্তির মদতে চালিত রাজনৈতিক শক্তি শেষ পর্য্যন্ত ক্ষমতা হইতে বিদায় নিতে বাধ্য হয়। রাজ্যে উগ্রপন্থীদের বিষদাঁড় ভাঙ্গিয়া দিতে বাংলাদেশের হাসিনা সরকার কার্য্যকর ভূমিকা পালন করে। বামফ্রন্ট সরকারের আমলেই রাজ্যে উগ্রপন্থীর বাড়াবাড়ি শুরুই। আবার এই বাম সরকারের হাত ধরিয়া উগ্রপন্থার জল ঢালা হয়। এ রাজ্যে উগ্রপন্থীদের মদত দাতা হিসাবে ইতিহাসে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন সিপিএমের জাঁদরেল নেতা নৃপেন চক্রবর্তী। তিনি জোর গলায় বলিয়াছিলেন 'আমি যদি উপজাতি হইতাম তবে আমি উগ্রপন্থী হইতাম।' বর্ষিয়ান বাম নেতার এই মন্তব্যই প্রমাণ করিয়া দেয় উগ্রপন্থার জন্ম কাহার হাতে?

একথা ইতিহাস সত্যি যে, উপজাতিদের নিয়া এরাজ্যে নগ্ন রাজনীতি হইয়াছে। উপজাতি দরদের প্রতিযোগিতায় নামিয়াও অস্তিত্ব টিকাইতে পারে নাই বিভিন্ন উপজাতি দল। ত্রিপুরায় উপজাতি ভিত্তিক রাজনৈতিক দল কয়টি আছে তাহা হুট করিয়া বলা যাইবে না। আসলে, আঞ্চলিক স্পর্শকাতর দাবী দাওয়া নিয়াই উপজাতি দলগুলি উপজাতিদের টানিতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় উপজাতি অংশের মানুষও এখন সতর্ক হইয়াছেন। একটি অবাস্তব দাবীও উপজাতিদের টানিতে সহায়ক হইয়াছে। ত্রিপুরায় পৃথক রাজ্যের দাবী তুলিয়া আইপিএফটি লোক টানিয়াছিল তাহা তো স্বীকার করিতে হইবে। নেতারা ভাল করিয়া জানিতেন এই দাবী অবাস্তব। তবু, দলে লোক টানিতে এই অবাস্তব দাবীতেই সরব হন নেতারা। সরলমতি উপজাতি যুবকরা ঝাঁপাইয়া পড়েন। জঙ্গী আন্দোলন গড়িয়া তুলেন। বাম আমলে রেল সড়ক অবরোধ করা হইয়াছে পৃথক রাজ্যের দাবীতে এই জঙ্গী ও মারমুখী আন্দোলনে অনেক প্ররোচনা সত্বেও পুলিশ ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়াছে। মানুষের সঙ্গে এমন জলজ্যান্ত প্রতারণার মাধ্যমে যাহারা ক্ষমতায় বসিয়াছেন তাহাদের কি মানুষ ক্ষমা করিবে? উপজাতিরা কি নেতাদের মুখোশ খুলিয়া ফেলিবে না? আজ কঠিন প্রশ্নের মুখে রাজ্যের সাধারণ উপজাতি অংশের মানুষ। বারবার তাঁহারা প্রতারিত হইয়াছেন। উপজাতিদের মধ্যে আইপিএফটির বিশ্বাসযোগ্যতা তো একেবারে তলানীতে যাইতে বাধ্য। সেখানে কংগ্রেসের সাংগঠনিক পরিস্থিতি তো একেবারে তলানীতে। ক্ষমতায় বসিয়া বিজেপিও পাহাড়ে মজবুত সংগঠন গড়িয়া তুলিয়াছে এমনও বলা যাইবে না। তবে, মন্দের ভাল সিপিএম। পাহাড়ে সিপিএমের উপজাতি সংগঠন গণমুক্তি পরিষদ ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করিয়া দিয়াছে। এডিসির ক্ষমতায়ও আছে সিপিএম। পাহাড় দখলের সংগ্রামকে খুব খাটো করিয়া দেখিবার সুযোগ নাই। পাহাড় নিয়া ত্রিপুরায় বিস্তর রাজনীতি হইয়াছে। উপজাতিদের উন্নয়নে এযাবৎ যত পদক্ষেপ নেওয়া হইয়াছে তাহার অধিকাংশ রাজনীতির বেড়াজালে তছনছ হইয়াছে। ইহা আজ অনেক বেশী সত্যি যে, উপজাতিদের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থার পরিবেশ আনিয়া সত্যিকারের উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা নিতে না পারিলে রাজ্যে শান্তির গ্যারান্টি আবার প্রশ্নের মুখে দাঁড়াইবোন তো?

নতুন রহস্য! আয়কর হানার মধ্যেই আত্মঘাতী জি পরমেশ্বরের আপ্ত সহায়ক রমেশ

বেঙ্গালুরু, ১২ অক্টোবর (হি.স.): কর্ণাটক রাজনীতিতে নতুন রহস্য! আত্মঘাতী হলেন কর্ণাটকের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রবীণ কংগ্রেস নেতা জি পরমেশ্বরের আপ্ত সহায়ক রমেশউ শনিবার সকালে বেঙ্গালুরুর জ্ঞান ভারতী এলাকায় গাছ থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় রমেশের দেহউ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিতকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেনউ পুলিশ সূত্রের খবর, জি পরমেশ্বরের আপ্ত-সহায়ক রমেশের বাড়ি কুনিঙ্গালেউ

পুলিশ সূত্রের খবর, শনিবার সকালে বেঙ্গালুরুর জ্ঞান ভারতী এলাকায় একটি গাছে ঝুলতে দেখা যায় রমেশের দেহউ সূত্রের খবর, ঘনিষ্ঠ মহলে রমেশ জানিয়েছিলেন তিনি আত্মহত্যা করতে পারেন, কারণ আয়কর দফতরের মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছেনউ পুলিশ মামলা রুজু করে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশউ প্রসঙ্গত, গত বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার কর্ণাটকের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী জি পরমেশ্বরের বাসভবন-সহ বিভিন্ন ঠিকানায় তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে আয়কর দফতরউ আয়কর দফতরের অভিযানের মধ্যেই আত্মঘাতী হলেন জি পরমেশ্বরের আপ্তসহায়ক রমেশ

মধ্যপ্রদেশে ট্রাকের পেছনে জিপের ধাক্কা, নিহত পুলিশকর্মী

সাতনা(মধ্যপ্রদেশ), ১২ অক্টোবর (হি.স.) : দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের পেছনে বেপরোয়া বলেরো জিপের ধাক্কা। সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই ছিল জিপটি একেবারে দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে।

নাগোদ থানার তরফে জানানো হয়েছে, অজয়গড় থানা এলাকার হনুমানপুরা চৌকির পদস্থ এসআই ডিপি সিং শনিবার নিজের বলেরো গাড়িতে করে সাতনা থেকে পত্রার দিকে যাচ্ছিল।

ভারতীয় অর্থনীতিতে কি মহামন্দা আসন্ন

গৌরাঙ্গ রুদ্রপাল

ভারতের বর্তমান অর্থনীতি এক চরম সংকটের ঘূর্ণাবর্তে আবর্তিত হয়ে চলছে। মনে হচ্ছে স্বাধীনতার সত্তর বছর পর এই সংকট এক ভ য়াবহ আকার নিতে চলেছে। অবশ্য ভারতীয় অর্থনীতিতে পতনের সূচনাটা হয়েছিল আগেই। তবে ২০১৪ সালে প্রথমবারের মতো মোদিজী যখন ভারতের মসনদে বসেন তখন তাঁর তিনটি স্লোগান দেশবাসীর খুব নজর কেড়েছিল। এর (১৪)টি হল বিদেশে জমাকৃত সমস্ত কালোটাকা উদ্ধার করে তা তিনি প্রতি পরিবার পিছু (তার কথামত ১৫ লক্ষ টাকা করে) বিলিয়ে দেবেন, দুই বছরে অন্তত ২ কোটি করে চাকুরি দেবেন, তৃতীয় দেশের দুর্নীতির মূল উৎপাটন করবেন। কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় মোদিজী উল্লেখিত প্রতিশ্রুতির কোনটিই পুরোপুরি কার্যকরী করতে পারেননি। শুধু তাই নয়। বিদেশে গচ্ছিত কালোটাকা দূরে থাক, দেশের অভ্যন্তরে লুকানো কালো টাকা উদ্ধারের নামে ২০১৬ সালের ৮ই নভেম্বর ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বন্দীর ফলশ্রুতিতে শতাধিক লোকের জীবনহানি তো হলই, নতুন নোট ছাপানোর ব্যয় ও উদ্ধার না হওয়া টাকা মিলে অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হল। তার পরবর্তীতে অভিন্ন করবিধির নামে দেশে ডিজিটালে জিএসটি বিধি চালু করার ফলে বাজারে নগদ অর্থের যোগান কমে যাওয়ায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রচন্ড ক্ষতির মুখে পড়ে। ক্ষতি সামাল দিতে গিয়ে অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান শেষ পর্যন্ত লাটে ওঠে। এর ফলশ্রুতি হল গোটা দেশজুড়ে নূতন করে মানুষের কর্মচ্যুতি। আর এভাবে চলতে চলতে গত ৪৫ বছরের মধ্যে বর্তমানে ভারতের বেকারত্ব সর্বোচ্চ স্থানে চলে এসেছে। অন্যদিকে বিপুল সংখ্যায় এই হ্যাবনট মানুষদের সংখ্যা দিন দিন বেণে চললেও মুকেশ আম্বানির মতো কর্পোরেট সংস্থার তথা দেশীয় পুঁজিপতিদের মূলধন ও বিলিয়নারীদের সংখ্যা কিন্তু দেশে ক্রমে বেড়েই চলেছে। সরকারি পরিসংখ্যান মতেই ১ শতাংশ ধনী লোকের হাতে দেশের এখন অর্ধেকের বেশী সম্পদ পুঞ্জীভূত। এর থেকেই বোঝা যায় দেশের অর্থনীতিটা এখন কোথায় দাঁড়িয়ে।

আর শুধু নিম্ন আয়ী বা গরিব মানুষদের হাতেই যে এখন টাকা নেই তা তো নয়। অর্থনীতির চাপ পড়েছে মধ্যবিত্ত বা কিছুটা বিলাসী মানুষের জীবনেও। পারসন্যাল কার কিনে টাকা নষ্ট না করে তারা ভবিষ্যতের চিন্তায় এখন হাতের টাকা হাতেই রেখে দিচ্ছেন। তাই প্রায় এক বছর ধরেই এই ধরনের কার বিক্রির সংখ্যা দেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় কমে গেছে। দ্বিচক্র বা চার চাকার গাড়ী ছাড়াও চলতি বছরে যাত্রীবাহী গাড়ি ও মালবাহী গাড়ি বিক্রির সংখ্যাও অনেক কমে গেছে। ফলে মালিক পক্ষকে বর্তমানে বাধ্য হয়েই উৎপাদন বন্ধ রাখতে হচ্ছে। তাই চলছে ব্যাপকহারে কর্মী ছাঁটাই। দেশের ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের একটা বড় অংশ এই গাড়ি উৎপাদন শিল্প। তাই এর ক্ষতির প্রভাব পড়ছে গোটা দেশের অর্থনীতির উপর। এমতাবস্থায় ভারতের বর্তমান অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন যে তত্ত্বের অবতারণা করেছেন (অর্থাৎ মানুষ এখন ব্যষ্টিত কারে না চড়ে উলাওবে বা মেট্রোতে বেশী চড়ে), তা এখন সর্বসাধারণ্যে হাসির খোরাক যোগাচ্ছে।

ইতিমধ্যেই সরকারি কোষাগারের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়ায় অর্থমন্ত্রী কেন্দ্রীয় রিজার্ভ ব্যাংক থেকে প্রথম ধাপে ১ লক্ষ ৭৬ হাজার কোটি ও দ্বিতীয় ধাপে আরও ৫০ হাজার কোটি ও এলআইসি থেকেও বেশ কয়েক হাজার কোটি টাকা ধার করেছেন। কিন্তু এভাবে ধার দেনা করে দেশ কয়দিন চলবে? পরিস্থিতি দৃষ্টে মনে হচ্ছে এভাবে চলতে থাকলে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড দূরে থাক, নিকট ভবিষ্যতে কর্মচারীদের বেতন আটকে যাবে না তো? সাধারণ মানুষ তো বটেই, রিজার্ভ ব্যাংকের প্রাক্তন গভর্নর রঘুরাজন থেকে শুরু করে দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং এমন কি বিজেপি দলের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী যশোবন্ত সিনহা ও বর্তমান অর্থমন্ত্রীর গৃহিত পদক্ষেপ নিয়ে চিন্তিত। তাঁরা কোন মতেই আশ্বস্ত হতে পারছেন না যে, দুর্বল ব্যাংকগুলির সংযুক্তিকরণ, আবাসন শিল্প থেকে শুরু করে বিভিন্ন শিল্প সামগ্রী উৎপাদনে নিয়োজিত কর্পোরেট সংস্থাগুলির ব্যাংক ঋণ সুদের হার কমিয়ে, বিমান ও রেল পরিষেবার মতো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলিকে বেসরকারি সংস্থার হাতে ঠেলে দিয়ে বর্তমান অর্থমন্ত্রী কীভাবে বর্তমান পরিস্থিতির সামাল দেবেন। অবশ্য রেপোরেট কমিয়ে আমেরিকা, চিন ও আরব দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি গ্রাস করে রপ্তানি বাড়ানোর মতো পদক্ষেপগুলি অর্থনীতিতে গতি আনতে কতটা সহায়ক হবে তা জানা যাবে ভবিষ্যতে। তবে এত কিছুর পরও দেশের জিডিপির বৃদ্ধি (বর্তমান ৫ শতাংশ থেকে) সহসাই আশানুরূপস্তরে (৭এর অধিক) উন্নীত হবে এমন কোন লক্ষণই কিন্তু বিশেষজ্ঞরা এখনো দেখতে পাচ্ছেন না।

এমতাবস্থায় ভারতের বর্তমান আর্থিক নিম্নগতি নিয়ে আন্তর্জাতিক অর্থ ভান্ডারের (আই এমএফ) নয়া মহিলা প্রধান ক্রিস্টালিনা জর্জিভারের বক্তব্য দেশের মধ্যে অর্থনীতির বিষয়ে নূতন করে আতংকের জন্ম দিয়েছে। তাঁর অভিমত অনুযায়ী ভারতের বর্তমান অর্থনীতির বিপর্যয় এড়াতে কেন্দ্রীয় সরকার তথা অর্থমন্ত্রী যত বোট্‌কা বা দাওয়াইয়ের ব্যবস্থায় করুকনা কেন তা সাময়িক অল্পস্বল্প ফল দিলেও শেষ পর্যন্ত অর্থনীতির মহামন্দাকে কোনভাবেই আটকানো সম্ভব হবে না। কারণ এর পেছনে ভারতের বর্তমান পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামো ছাড়াও বৈশ্বিক প্রভাবও রয়েছে। অর্থাৎ গোটা বিশ্বজুড়েই বর্তমানে একটা আর্থিক মন্দা চলছে যা ১৯৩০, ১৯৬০, ১৯৯০ পেরিয়ে এবার অর্থাৎ ১৯১৯ বা ১৯২০ সালে প্রকট হতে চলেছে।সেবার অর্থাৎ ১৯৯০ সালে যখন আমেরিকার সবচেয়ে বড় ফ্যাডারেল ব্যাংকের পতনের মধ্য দি য়ে বি শ্ব জুড়ে অর্থনীতির মহামনদার সূচনা হয়েছিল তখন কিন্তু এবারের মতো ভারতের অর্থনীতি এতটা মন্দার মুখে পড়েনি। তার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে The great depresion of 1990 বইটির (যেটি পৃথিবীতে তখন best sallf হয়েছিল) লেখক তথা আমেরিকা প্রবাসী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভারতীয় অর্থনীতিবিদ ডক্টর রবি বাট্রা তৎকালীন ভারত সরকারের আমন্ত্রণে এসে বলেছিলেন সেই যাত্রায় অর্থনৈতিক মন্দার সেভাবে ভারতকে প্রভাবিত না করার অনেক কারণের মধ্যে অন্যতম কারণ হল ভারতের অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। তবে তাঁর ভবিষ্যৎ বাণী ছিল সেযাত্রায় বেঁচে গেলেও ভবিষ্যতে যে আবারও মন্দার প্রভাব পড়বে না তার গ্যারান্টি নেই। সেই জন্যে তখন তিনি কিছু কার্যকরী পদক্ষেপেরও সুপারিশ করেছিলেন। সেই মতো সরকার কতটা পদক্ষেপ দিয়েছে তা তারাই বলতে পারবেন।

যাই হোক। চলতি বছরে ডলারের তুলনায় ভারতীয় মুদ্রা 'টাকার' মূল্যের যেভাবে দিন দিন পতন হচ্ছে, পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বেকারত্ব ও জিনিসপত্রের দাম, কমছে আমানতকারীদের ব্যাংকের সুদের হার, দেশজুড়ে উন্নয়নমূলক সমস্ত কর্মসূচীগুলিরও গতি যাচ্ছে কমে তাতে করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দেশে একটা সার্বিক মন্দার লক্ষণ ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এইরূপ পরিস্থিতিতে উল্লেখিত সমস্যা থেকে উত্তরণের প্রশ্নে ভারতবর্ষ যেহেতু মূলত কৃষিপ্রধান দেশ ও এদেশে অর্ধেকের বেশী মানুষ এখনও কৃষির সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত রয়েছে। সর্বাগ্রে তাই এই বিশাল অংশের মানুষের অর্থনৈতিক মান উন্নয়নের জন্যে বাস্তবমুখী কর্ম পরিকল্পনার দরকার। সেইজন্যে দরকার কৃষিকে শিল্পের মর্যাদা দিয়ে কৃষিভিত্তিক ও কৃষি সহায়ক শিল্পের ব্যাপক প্রসার। সে সঙ্গে দরকার স্থানীয় কাঁচামাল ভিত্তিক কুটির শিল্পের সার্বিক সম্প্রসারণ ও স্থানীয় লোকদের ১০০ শতাংশ কর্মসংস্থানের নিশ্চিত গ্যারান্টি প্রদান। আর তা করতে গেলে প্রগতিশীল সমাজতন্ত্রের ধাঁচে সুসগুলীত অর্থনৈতিক কাঠামো Balanced ecnomic System অনুযায়ী কৃষিতে সর্বাধিক ৪০ শতাংশ, কৃষি ভিত্তিক ও কৃষি সহায়ক শিল্পে ৪০ শতাংশ, অকৃষি শিল্পে ১০ শ তাংশ, প্রশাসন ও সমাজসেবামূলক কাজে ১০ শতাংশ এভাবে গোটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সাজাতে হবে। এভাবে সমাজের ১০০ শতাংশ মানুষের কর্ম বিনিয়োগ হলে সবার হাতে কম বেশী পয়সা আসবে, অর্থের রুলিং বাড়বে, সে সঙ্গে বাড়বে মানুষের ক্রয়ক্ষমতাও। তা না করে মানুষকে বেকার তথা কর্ম বিমুখ রেখে দান ক্ষয়রাতি করে রাজনৈতিক বক্তৃতার ফুলঝুড়ি ছড়ালেই আসন্ন মহামন্দা থেকে পরিত্রাণ সম্ভব নয়।

নিরাপদ ভারত গড়তে কড়া আইন ও আশঙ্কা

অপূর্ব দাস

প্রথমে লোকসভায় এবং এক সপ্তাহ পরে রাজ্যসভায় পাশ হয়ে গেল বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ (সংশোধনী) বিল, সংক্ষেপে ইউএপিএ। দুই কক্ষে পাশ হল কার্যত বিনা বাধায়। এই বিলের প্রভাব যে সুদুরপ্রসারী হবে তা সকলেই স্বীকার করেছেন। সদর্থক ও নেতিবাচক দু'দিকই রয়েছে এই আইনের প্রয়োগ ঘিরে। দ্বিতীয়বাবা ক্ষমতায় এসে মোদি সরকার সংসদের প্রথম অধিবেশনেই ঝড়ের গতিকে হার মানিয়ে এ পর্যন্ত রেকর্ড সংখ্যক বিলপাশ করিয়েছে। সরকারই দাবি করেছে, ১৯৫২ সালের রেকর্ড ভেঙে এবার ৩০টিরও বেশি বিল পাশ হয়েছে। তৃণমূল সাংসদ দেখেশুনে মন্তব্য করেন, সরকার তো পিৎজা ডেলিভারির মতো বিল পাশ করাচ্ছে। লোকসভার দু'বারের সাংসদ অধ্যক্ষ ওম বিড়লা বলেছেন, আইনসভার দায়িত্ব কাজ করে দেখানোর। এখানে সরকারও বিরোধীপক্ষে ভেদাভেদ নেই। সবাই নিরপেক্ষ। এবারের অধিবেশনের যে কয়েকটি বিতর্কিত বিল পাশ হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল ইউএপিএস। ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ)-র হাত শক্ত করতে এই সংশোধিত বিল আনেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ৮ জুলাই পেশ করেন। ২৪ জুলাই লোকসভায় ২৮৭ভোটে পাশ হয়। রাজ্যসভায় দু'দিন বিতর্ক শেষে ২ আগস্ট পক্ষে ১৪৭ ও বিপক্ষে ৪২ ভোটে পাশ হয়ে যায়। বিলের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে তাঁর যুক্তি এতদিন সন্ত্রাসী কার্যকলাপে কোনও সংগঠন জড়িত থাকলে বা তার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হত। তার জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্য পুলিশের ডিজির অনুমতি দরকার হত। আগে সংগঠনের নাম বদলে, ব্যক্তি নাম ভাঁড়িয়ে আইনের ফাঁক গলে পালাত। এখন সরাসরি ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা যাবে ডিজির বিনা অনুমতিতে । স্পত্তিত্ত বাজেয়াপ্ত করতে পারবে আইএনআইয়ের ডিজির অনুমতিতে। ধৃত ব্যক্তি গ্রেফতারের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিবের কাছে বা তিন সদস্যের কমিটির কাছে আবেদন জানাতে পারবে এবং ৪৫ দিনের মধ্যে তার জবাবা পেয়ে যাবে। পছন্দ না হলে আদালতেও যেতে পারবে। এইসব রক্ষাকবচের কথা উল্লেখ করা হলেও, বিরোধী পক্ষ অভিযোগ করে বলেন, সরকার বিরোধীদের কণ্ঠস্বর চাপা দিতে এই দানবীয় আইন বলবত করতে চাইছে। ব্যক্তিবিশেষকে নিশানা করে সরকার বিরোধী সমালোচকদের দেশদ্রোহী ও জাতীয় বিরোধীর সমালোচকদের দেশদ্রোহী ও জাতীয় বিরোধীর তকমা সেঁটে দিতে চায়। সংখ্যালঘু মুসলিমদের ধরপাকড় করা নিয়েও আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।

তাৎপর্যপূর্ণ হল এই বিল ঘিরে সংসদের দুটি কক্ষেই বিরোধিতার সুর ছিল অপেক্ষাকৃত অনেকটাই নরম। সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভোটে লোকসভায় সরকার পক্ষ অনায়াসে কার্যসিদ্ধি করলেও রাজ্যসভায় যেখানে বিল পাশ করানো নিয়ে তাদের বাধা দেওয়ার শক্তি ছিল সেখানেই ভাঙা কোমর নিয়ে সোজা হয়ে তার দাঁড়ানোর সাহস দেখাতে পারেনি। ভোটভুটির সময় দেখা গেছে কংগ্রেস সহ অধিকাংশ দল সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছে। তৃণমূল, বাম ও ডিএমকে ছাড়া কেউ বিরোধিতার পর ধরেনি। মোদি সমালোচকরা বলেছে, বহু রাজনৈতিক নেতার বিরুদ্ধে যে সব দুর্নীতির অবিযোগ ধামাচাপা রয়েছে সরকার তার ঝাঁপি খুলে সিবিআই, ইডির জুজু, দেখাতে শুরু করায় ফোঁসফোঁসনি সব বন্ধ হয়ে গেছে। তৃণমূলের ডেরক ও'ব্রায়েন বিরোধীদের একজোট করার চেষ্টা করেও সফল হতে পারেননি। ভোটের বেলায় তিনি দেখেন তাঁর পাশে বাম ও ডিএমকে ছাড়া কেউ নেই।

১৯৬৭ সালে সন্ত্রাস দমনে ইউপিএ আইন চালু করা হয়েছিল। গত পাঁচ দশকের অভিজ্ঞতা খুব সুখের নয়। আইনের শাসনের পরিবর্তে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে পার্টি লাইনেই এই আইনের অপব্যবহার হতে দেখা গেছে। সন্ত্রাস প্রতিরোধ করার কাছে যথাযথভাবে কাজে লাগানোর চেয়ে বিরোধীপক্ষকে ভয় দেখানো হয়েছে। তার প্রমাণও রয়েছে। কংগ্রেস জমানার আইনের এটা সংশোধিত রূপ। অতীতেও টাডা ও পোটা আইনের ব্যবহারের ক্ষেত্রে সন্ত্রাসবাদীদের চেয়েও বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিকে অবদমনের ক্ষেত্রে বেশি কাজে লাগানোর অভিযোগ রয়েছে। অমিত শাহ সংসদে বিলের যৌক্তিকতার কথা উল্লেখ করে বলেছেন, সন্ত্রাস দমনে আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই পদক্ষেপ, নেওয়া জরুরি। দেশ ও মানুষের নিরাপত্তার স্বার্থেই এটা প্রয়োজন। বিভিন্ন দেশ সন্ত্রাস দমনে এই ধরনের আই প্রবর্তন করেছে। ভারতও সেই পথই ধরেছে।

বিতর্ক অংশ নিয়ে কংগ্রেসের পি চিদম্বরম প্রশ্ন, করেন, ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার নিক্তি কি হবে? পাকিস্তানি জঙ্গি নেতা হাফিজ সউদের সঙ্গে সমাজকর্মী গৌতম নভলখা কি একই গোত্রের? মহারাষ্ট্রের ভীম-কোরেগাঁও মামালায় ধৃতদের মধ্যে দু'জন ছাড়া কেউ প্রধানমন্ত্রী হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়িত নয়। অভিযোগ দায়ের না করেই গ্রেফতার করতে এই আইনের ফায়দা নেবে না সরকার তার নিশ্চিয়তা কোথায়? কাশ্মীরের পিডিপি সাংসদ মহম্মদ ফায়াজ বলেন, সশস্ত্র জঙ্গিরা কারও বাড়িতে জোর করে খাদ্য ও আশ্রয়ের জন্য ঢুকলে গৃহস্থকে গ্রেফতার করা হতে পারে। তার দাম কার? কোন ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হবে? সিপিএম সাংসদ ই করিম এই আইনের সাহায্যে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালানো সহজ হবে। ডিএমকে ও তৃণমূল সাংসদরা বলেন, একজনের কাছে মাওবাদী প্রচারপত্র বা বই পাওয়া গেলেই তাঁকে সন্ত্রাসী বলে দেগে দেওয়া যেতে পারে না। এটা সংবিধানবিরোধী। স্বাধীন চিন্তা বা বলার অধিকার সংকুচিত হয়ে যাবে যা বজায় রাখা গণতন্ত্রের পরিপূরক।

অমিত শাহ বিরোধী পক্ষের প্রতিবাদ কার্যত ধূলিস্যাৎ করে দিয়ে বলেন, কংগ্রেস এক সময় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে ১৯ মাস বিরোধী পক্ষকে জেলে ভরে রেখেছিল। সন্ত্রাস দমন আইন প্রথম এনেছিল কে? বিনা বিচারে আটকের মতো টাডা ও পোটা আইন এনেছিল কংগ্রেস। ২০০৮ -এ ইউপিএ সরকার এই আইনকে দানবীয় চেহারা দেয়। এই সরকার সেই আইনে শুধু একটা বদল করতে চেয়েচে ন্যায্য কারণে। চিদম্বরম ও দিগ্বিজয় সিংদের বেআব্রু করে দে তিনি। বলেন, এখন তাদের মুখে এর বিরোধিতা করা মানায় না। আমরা শহুরে নকশাল ও সন্ত্রাসে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে চাই। লোকসভায় বিরোধীদের দিকে ভোটাভুটির চ্যালেঞ্জ করে তিনি অধ্যক্ষকে বলেন কে সন্ত্রাসের পক্ষে আর কে বিপক্ষে এখনই প্রমাণ হোক। সোনিয়া গান্ধি দলবল নিয়ে ওয়াকআউট করেন। রাজ্যসভায় বিল পাশে কংগ্রেস ডিগবাজি খায় ভোটাভুটির সময়ে। এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে চিদম্বরম বলেন, জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত বিষয়ে কংগ্রেস কোনও বিরোধীতা করতে চায় না। তাহলে ভুল বার্তা যেত। রাহুল গান্ধির আর মুখরক্ষার অবকাশ রইল না। যদিও রাজ্যসভায় কংগ্রেস বিরোধীতা করলেও হালে পানি পেত না। কারণ বিজেপি ঘুঁটি সাজিয়ে আসবে নেমেছিল অঙ্ক কষে।

দেশের স্বার্থে সন্ত্রাসকে কখনও প্রশ্রয় দেওয়া চলে না

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

সব দাবি মেনে নেয়ার পরও বুয়েটে আন্দোলনের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ১২।। বুয়েটের ছাত্র আবরার ফাহাদ হত্যাকান্ডের প্রেক্ষিত আন্দোলনের মুখে বুয়েট কতৃর্প আন্দোলনকারী শিার্থীদের সব দাবি মেনে নিলেও আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।প্রধানমন্ত্রী বলেন,সাধারণ ছাত্রদের ১০ দফা দাবিইতো মেনে নিয়েছেন ভিসি। তারপরেও তারা কেন আন্দোলন করবে, আন্দোলনের কি যৌক্তিকতা থাকতে পারে।শিাঙ্গনে অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখার জন্য কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে অন্যায়কারী যে কারো বিরুদ্ধেই কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা উল্লেখ করেন তিনি।সরকার প্রধান বলেন, 'আমাদের কথা স্পষ্ট, শিা প্রতিষ্ঠানে শিার পরিবেশ রাখতে হবে। কোন অন্যায় অবিচার আমরা সহ্য করি নাই, ভবিষ্যতেও করবো না। অপরাধী যেই হোক তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শনিবার সকালে রাজধানীর খামারবাড়িস্থ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে মহিলা শ্রমিক লীগের কাউন্সিল-২০১৯'র উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন।উল্লেখ্য, বুয়েটের তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক্স প্রকৌশল বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র আবরার ফাহাদকে গত রোববার রাতে শেরে বাংলা আবাসিক হলে একদল ছাত্র পিটিয়ে হত্যার প্রেক্ষিত শুক্রবার সন্ধ্যায় উপাচার্য অধ্যাপক সাইফুল ইসলাম শিার্থীদের ১০ দফা দাবি মেনে নেন। এরমধ্যে বুয়েট ক্যাম্পাসে ছাত্র-শিক সাংগঠনিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করা এবং হত্যাকান্ডে অভিযুক্ত ১৯ ছাত্রকে বুয়েট থেকে সাময়িক বহিষ্কারের দাবি রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন,খুনীকে খুনী হিসেবেই তাঁর সরকার দেখে।তিনি বলেন, তিনি এক মিনিটও দেরী করেননি। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ এই ধরনের অন্যায় কখনোই মেনে নেয়া যায় না।প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা কিন্তু পিছিয়ে থাকিনি, কোন দল করে সেটা দেখিনি। খুনীকে খুনী হিসেবে, অপরাধীকে অপরাধী হিসেবে, অন্যাকারীকে অন্যায়কারী হিসেবেই দেখেছি।'

হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেফতারে তাঁর সরকারের পদপে তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'খবরটা পাওয়ার সাথে সাথে আমি কারো আন্দোলন বা নির্দেশের অপো করিনি। আমি পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছি- ওদেরকে গ্রেফতার করো এবং ভিডিও ফুটেজ থেকে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করো।' এই তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে আন্দোলনকারী শিার্থীদের বাধার মুখে সাধারণ তদন্তে বিঘ সৃষ্টির উল্লেখ করে সরকার প্রধান বলেন,পুলিশের ভিডিও ফুটেজ সংগ্রহের সময় তারা (আন্দোলনকারী শিার্থী) কেন বাধা দিয়েছিল আমি জানি না।পুলিশের আইজিপি এসে তাঁকে (প্রধানমন্ত্রী) বিষয়টি জানানোর পর ছাত্রদের দাবি মতে, ভিডিও ফুটেজের কপি সরবরাহ করে সেটি সেখান থেকে তড়িঘড়ি নিয়ে গিয়ে আসামী চিহ্নিত করার কার্যক্রম শুরুর নির্দেশনাও তিনি প্রদান করেন বলে জানান।

তিনি বলেন,সেখানেও ফুটেজ আনতে পুলিশকে বাধা প্রদান না করলে আরো আগেই অপরাধী চিহ্নিত করা যেত, অনেকেই পালাতে পারতো না। পুলিশের পদপে নিয়ে এখানে সন্দিহান হওয়ার কিছু ছিল না উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী যারা খুনের সঙ্গে জড়িত তারাই এই বাঁধার সৃষ্টি করেছে কিনা- সে বিষয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেন।প্রধানমন্ত্রী বলেন, অনেকণ তাঁদের (ফুটেজ সংগ্রহে আসা পুলিশ) আটকে রাখা হয়। আর এর মাধ্যমে আসামীদের পালিয়ে যাওয়ার একটি সুযোগই করে দেয়া হয় কিনা- সেটা আন্দোলনকারীরা বলতে পারবে।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন।মহিলা শ্রমিক লীগের সভাপতি রওশান জাহান সাথী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং দলের সাধারণ সম্পাদক বেগম শামসুন্নাহার ভূইয়া এমপি সংগঠনের সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন।দলের কার্যকরী সভাপতি এবং সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক সুরাইয়া আক্তার স্বাগত বক্তৃতা করেন এবং দলের সহ-সভাপতি সুলতানা আনোয়ার শোক প্রস্তাব পাঠ করেন।অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের জ্যেষ্ঠ নেতৃবৃন্দ, জাতীয় শ্রমিক লীগ এবং আওয়ামী লীগের বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের জ্যেষ্ঠ নেতৃবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ এবং বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মহিলা শ্রমিক লীগের কাউন্সিলর এবং ডেলিগেটবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এরআগে প্রধানমন্ত্রী বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে মহিলা শ্রমিক লীগের কাউন্সিলের উদ্বোধন করেন এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। সভাপতি রওশান জাহান সাথী দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এ সময় জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হয়।অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদ, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবসহ '৭৫-এর ১৫ আগস্টের সকল শহীদ এবং বিভিন্ন গণআন্দোলনে আত্মাহুতি দানকারী আওয়ামী লীগ, মহিলা শ্রমিক লীগসহ সকল সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। উল্লেখ্য, ২০০৪ সালের ২৯ মার্চ বাংলাদেশ মহিলা শ্রমিক লীগ আত্মপ্রকাশ করে এবং এবার সংগঠনটির দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

জিয়া, খালেদা জিয়া এবং এরশাদ আমলে একের পর এক ছাত্র হত্যার ঘটনা ঘটলেও একটিরও বিচার হয়নি, কেবল আওয়ামী লীগই বিচার করেছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বুয়েটে ছাত্রদলের টগর ও মুকী গ্রুপের সংঘর্ষে সাবেকুন্নাহর সনি নিহত হলো তখন কে প্রতিবাদ করেছে। বুয়েটের অ্যালুমনাই এসোসিয়েশন তারাও নামে নাই, তাদেরও তো কথা বলতে বা কোন প্রতিবাদ করতে দেখিনি। তিনি বলেন, হ্যাঁ আওয়ামী লীগ মতায় থাকলে সবার কথা বলার অধিকার আছে, বলতে পারে। অন্তত সেই সুযোগটা আছে। কিন্তু যখন জিয়াউর রহমান মতায় ছিল-জাতির পিতা খুনীদের পুরস্কৃত করেছে, যুদ্ধাপরাধী এবং সাত খুনের আসামীকে ছেড়ে দিয়েছে- তার কে প্রতিবাদ করেছে। তখন মানবাধিকারের চিন্তা কোথায় ছিল। তখন ন্যায়-নীতিবোধ কোথায় ছিল? তাদের কাছে আমার জিজ্ঞাসা।

শিাঙ্গনে পরিবেশ বজায় রাখার জন্য এ সময় সকলের প্রতি আহবান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সেখানে লেখাপড়া শিা হবে, পৃথিবীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার মত উপযুক্ত নাগরিক তৈরি হবে, দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এই দেশকে জাতির পিতা স্বাধীন করে দিয়ে গেছেন। আমরা একে উন্নত সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলতে চাই। মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী জাতি হিসেবে বিশ্বে মাথা উঁচু করে চলতে চাই।

শেখ হাসিনা বলেন, 'একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পর সমগ্র বিশ্বে বাংলাদেশ যে মর্যাদা পেয়েছিল এটুকু বলতে পারি গত ১০ বছরের শাসনে সে সম্মান আমরা ফিরিয়ে আনতে পেরেছি।' তাঁর সরকারের সময়ে দেশে নারীর মতায়নের চিত্র তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, শুধু চাকরিরক্ষেত্রেই নয়, আমরা চাই ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প কারখানা গড়ে তোলায় নারীরা চলমান বিশ্বের প্রতিযোগিতায় নিজেদেরকে যেন মেলে ধরতে পারে- বর্তমান সরকার তার সুযোগ করে দিচ্ছে।

বাংলাদেশের উন্নয়ন এবং বিকাশ আজ বিশ্ববাসীর নজর কাড়তে সম হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'খেলাধূলায় ও আমাদের মেয়েরা কম যাচ্ছে না। ১৫ বছর বয়েসিদের আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা, ক্রিকেটসহ বিভিন্ন খেলাধূলায় তারা ভাল করছে। ক্ষেত্র বিশেষে দেখা যাচ্ছে খেলাধূলা ও এবং লেখাপড়ায় আমাদের ছেলেদের থেকে মেয়েরাই এগিয়ে রয়েছে।শেখ হাসিনা বলেন,সমাজকে পাল্টে ফেলে নারী-পুরুষের সমান অধিকার আমরা নিশ্চিত করতে পেরেছি। আর সুযোগ পেলে আমাদের নারীরা যে তাদের দতার প্রমাণ রাখতে পারে সেটা আজকে প্রমাণিত সত্য।

সেনা, নৌ, বিমান বাহিনী, জাতিসংঘ শান্তি রা মিশন সহ পেশাগত বিভিন্নক্ষেত্রে নারীদের সাফল্যের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, 'আমাদের অবস্থানটা যে জায়গায় জাতির পিতা নিতে চেয়েছিলেন সেটা আমরা করতে পেরেছি।' প্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী রাসুল মুহাম্মদ (সা:) স্ত্রী বিবি খাদিজার (রা:) প্রসঙ্গ টেনে সরকার প্রধান বলেন,' বিবি খাদিজা ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন এবং এজন্য উঠের পিঠে চড়ে বিভিন্ন দেশে যেতেন। কাজেই নারীদের ধর্মের নামে ঘরে আটকে রাখার কোন যৌক্তিকতা নেই।'

প্রধানমন্ত্রী এ দিন প্রতিবেশি দেশ ভারতের একটি অঞ্চলের পানিয় জলের অভাব পূরণে সীমান্তবর্তী ফেনী নদী থেকে সামান্য পরিমাণ ১ দশমিক ৮২ কিউসেক পানি ভারতকে প্রদানের এবং আমদানি করা এলপিজি থেকে বাল্ক এলপিজি ত্রিপুরায় রপ্তানী করে রপ্তানী পণ্যের পরিমান বৃদ্ধি সংক্রান্ত বাংলাদেশ-ভারত চুক্তির প্রোপট ও যৌক্তিকতা তুলে ধরে এর অহেতুক সমালোচকদের কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, অতীতের জিয়া, খালেদা এবং এরশাদ সরকার মুখে সমালোচনা আর তলে তলে অতি ভারত তোষণ নীতি চালিয়ে গেছে।তিনি বলেন,ভারতের থেকে যদি কেউ ন্যায্য হিস্যা আদায় আদায় করতে পারে তবে তা আওয়ামী লীগ সরকারই করেছে।এ বিষয়ে তিনি গঙ্গার পানি চুক্তি, স্থল সীমানা চুক্তি করে উৎসবমুখর পরিবেশে এবং শান্তিপূর্ণভাবে ছিটমহল বিনিময় এবং সমুদ্রসীমায় আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর সরকারের সাফল্য তুলে ধরেন। শেখ হাসিনা তাঁর সাম্প্রতিক ভারত সফরে দুই দেশের মধ্যকার চুক্তি সম্পর্কে বলেন,লাভ-তির হিসেব করলে এখানে বাংলাদেশেরই লাভ বেশি। কাজেই মানুষের মাঝে একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য জেনে শুনেই জ্ঞান পাপীরা কথা বলে যাচ্ছেন।যারা বিগত নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তাঁদের উদ্দেশে আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন, ২০০৮ সালেও বিএনপি ৩২টি আসন পেয়েছিল। আর '৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী ভোটার বিহীন নির্বাচন করেছিল বলে খালেদা জিয়া দেড় মাসও মতায় থাকতে পারেনি। কাজেই বিগত নির্বাচনে তারা যে ভোট কারচুপির অভিযোগ করেন সেটা সত্য হলে তারাওতো আন্দোলন করে আওয়ামী লীগকে মতা থেকে হঠিয়ে দিত। যেটা তারা পারেননি।তিনি বলেন,তারা পারবে কিভাবে, তারাতো নির্বাচনটাকে একটা বাণিজ্য হিসেবে নিয়ে প্রতিটি আসন তিনজনের কাছে বিক্রি করেছে। কেউ লন্ডন থেকে টাকা খেয়েছে, কেউ গুলশান অফিস আবার কেউ পল্টন অফিস থেকে টাকা খেয়েছে।যারা অবৈধ সামরিক সরকারের মন্ত্রী ছিলেন এবং সকল সময় অনির্বাচিত সরকরের তাবেদার এবং তাদের দয়ায় সরকারে ছিলেন,দুর্নীতির দায়ে সাজা ভোগ করেছেন, তারা আবার নির্বচিন নিয়ে কথা বলেন কিভাবে' প্রশ্ন তোলেন তিনি।

পরিশেষে- নারী অধিকার রা করা এবং সমাজে নারীদের আপনস্থান তৈরি করে নেয়া, সেটা নারীদেরই করতে হবে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন,রবীন্দ্রনাথ যে বলে গিয়েছিলেন-নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দেবে অধিকার, হে বিধাতা। সে কথা আমরা আর বলতে চাই না।

বাংলাদেশের মানুষ অসহায়-বিপন্ন : জাসদ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ১২।। অসৎ রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও পুলিশ-প্রশাসনের অসৎ কর্মকর্তাদের অশুভ যোগসাজশে গড়ে ওঠা 'অপরাধী সিন্ডিকেট' বন্ধ করার দাবি জানিয়েছে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ।

শনিবার বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে শহীদ কর্নেল তাহের মিলনায়তনে 'সুশাসনের জন্য রাজনৈতিক চুক্তি বিষয়ে জাসদের প্রস্তাব ও দুর্নীতি বিরোধী শুদ্ধি অভিযানের সমর্থনে এবং সমসাময়িক বিষয়ে সংবাদ সম্মেলন করে জাসদ।লিখিত বক্তব্যে জাসদের সাধারণ সম্পাদক শিরীন আখতার বলেন, আপনারা জানেন জনগণের সমর্থনে ও সরকারের বলিষ্ঠ পদেপে দেশে জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাস-সহিংসতা- অন্তর্ঘাত-নাশকতা-আগুনসন্ত্রাস-অশান্তির রাজনীতি কোণঠাসা হয়েছে। দেশ শান্তি-স্থিতিশীলতা-উন্নয়ন-উৎপাদনের পথে অনেক এগিয়ে গিয়েছে। কিন্তু দেশ ও জাতির অর্জিত এ অগ্রগতি-অগ্রযাত্রার সাফল্য ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে দুর্নীতিবাজ-লুটেরা-মতার অপব্যবহারকারী গোষ্ঠি। দেশে দুর্নীতি-লুটপাট-দলবাজি- দখলবাজি-মতার অপব্যবহার, গুণ্ডামি, অত্যাচার, নির্যাতন, নারী ও শিশু নির্যাতন, ধর্ষণসহ সামাজিক অনাচার-অবিচার আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।তিনি বলেন, দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে বহেত্রই এই চিহ্নিত অপরাধীদের সাথে অসৎ রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও পুলিশ-প্রশাসনের অসৎ কর্মকর্তাদের অশুভ যোগসাজশে অপরাধী সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছে। ক্যাসিনো ঘটনার সূত্র ধরে অপরাধী সিন্ডিকেটের কাজ-কারবারের সামান্য কিছুটা জনসম্মুখে প্রকাশিত হয়েছে। এই অপরাধী সিন্ডিকেট সরকারের গায়ে কালিমালিপ্ত করছে, সরকারকে বিব্রতকর পরিস্থিতির মধ্যে ফেলছে।

দেশের সাধারণ মানুষ পুলিশের কাছে সেবার পরিবর্তে হয়রানি ও বৈষম্যের শিকার হচ্ছে দাবি করে শিরিন আখতার বলেন,লুটপাট ও দুর্নীতির পাশাপাশি দেশের সাধারণ জনগণ সরকারি অফিস-আদালতে, হাসপাতালে তাদের স্বীকৃত নাগরিক অধিকার ও নাগরিক সেবা পাবার বদলে অপমান-অসম্মান-হয়রানির শিকার হচ্ছে। অপরাধের শিকার সাধারণ মানুষ পুলিশ ও প্রশাসনের কাছে ন্যায়বিচার ও প্রতিকার পাবার পরিবর্তে অপমান, অসম্মান, হয়রানি, বৈষম্য, বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। সাধারণ মানুষ অসহায়-বিপন্ন বোধ করছে।বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিাঙ্গনগুলোতেও রাজনৈতিক মদদপুষ্ট হয়ে প্রশাসনিক আশ্রয়-প্রশ্রয়ে অত্যাচারী ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী গড়ে উঠেছে। এদের অত্যাচার-নির্যাতনে বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিা প্রতিষ্ঠানসমূহের হল হোস্টেলে ভীতি ও আতংকের রাজত্ব কায়েম হয়েছে। বুয়েটে পৈশাচিকভাবে আবরার হত্যা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভীতি-আতংকের করুণ পরিস্থিতি উন্মোচন করেছে। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিসহ প্রশাসন চরমভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। সংবাদ সম্মেলনের প্রশ্নোত্তর পর্বে জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু বলেন,দুর্নীতিবাজরা দলের কলঙ্ক। দুর্নীতিবাজদের গায়ে যে জার্সিই থাকুক না কেন তাদের কঠোরভাবে দমন করতে হবে। তিনি বলেন, চিহ্নিত অপরাধী, অসৎ রাজনৈতিক নেতৃত্ব, পুলিশ-প্রশাসনের অসৎ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ত্রিমুখী শুদ্ধি অভিযান চালাতে হবে। সুশাসনের জন্য আন্দোলন ও শুদ্ধি অভিযানের টার্গেটই হবে অপরাধী সিন্ডিকেট ভেঙ্গে দেওয়া।

দুর্নীতি-লুটপাট বন্ধ করে সুশাসন নিশ্চিত করতে বেশকিছু পরামর্শ তুলে ধরা হয় জাসদের প থেকে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে-মুখ না দেখে-দল না দেখে শুদ্ধি অভিযান ও দুর্নীতিবিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখা,মাঠ পর্যায়সহ সকল স্তরে পুলিশ ও জনপ্রশাসনকে সাধারণ মানুষের ন্যায়বিচার ও প্রতিকার পাওয়ার সাংবিধানিক অধিকার ও নাগরিক সেবা প্রদানের ব্যাপারে জন্য সংবেদনশীল করতে হবে। পুলিশসহ জনপ্রশাসনের নিরপে ও কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিত করতে হবে,অসৎ রাজনীতিক-পুলিশ ও জনপ্রশাসনের অসৎ কর্মকর্তা-দুর্নীতিবাজ-লুটেরাদের যোগসাজশে গড়ে উঠা অপরাধী সিন্ডিকেট ধ্বংস করে দিতে হবে। এই সিন্ডিকেট ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য মাঠ পর্যায় থেকে উচ্চ পর্যায় পর্যন্ত পুলিশ ও জনপ্রশাসনে ব্যাপক রদবদল করতে হবে,কোনো অপরাধীই যেন রাজনৈতিক-প্রশাসনিক আশ্রয়-প্রশ্রয় না পায় তা নিশ্চিত করতে হবে; দুর্নীতিবাজ-লুটেরাদের অবৈধভাবে অর্জিত সকল অর্থ-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করতে হবে,বেদখলকৃত নদী-খাল-জলাভূমিসহ সরকারি জমি পুনরুদ্ধারের অভিযান কঠোরভাবে অব্যাহত রাখতে হবে। সরকারি জমিতে স্থাপিত রাজনৈতিক দল বা অন্য কোনো সংগঠনের অফিস/স্থাপনা উচ্ছেদ করতে হবে,সকল শিা প্রতিষ্ঠান এবং হল-হোস্টেল থেকে ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী বিতাড়ন ও টর্চার সেল ধ্বংস করতে হবে। গেস্টরুম ও গণরুমের নির্যাতন বন্ধ করতে হবে। বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতিগ্রস্ত ভিসিসহ প্রশাসনে বদল আনতে হবে,দুদককে আরো শক্তিশালী করতে হবে। ন্যায়পাল নিয়োগ করতে হবে; সরকারি উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নে, অর্থ বরাদ্দে, ব্যয়ে যেন দুর্নীতি-অপচয়ের কোনো ফাঁক-ফোকর-সুযোগ না থাকে তার জন্য সতর্ক থাকতে হবে। সরকারি টেন্ডারে অংশগ্রহণসহ ব্যবসায়-বাণিজ্যকে প্রতিযোগিতামূলক করারক্ষেত্রে সকল বাধা দূর করতে হবে।

জাসদের কার্যকরী সভাপতি রবিউল আলম, স্থায়ী কমিটির সদস্য হাবিবুর রহমান শওকত, নুরুল আখতার, সহ-সভাপতি আফরোজা হক রীনা, ফজলুর রহমান বাবুল, সফি উদ্দিন মোল্লা, শহীদুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুর রহমান চুন্নু, নইমুল আহসান জুয়েল, শওকত রায়হান সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ত্রিপুরাবাসী আমাদের দেশের শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছিল, খাদ্য দিয়েছিল, বাসস্থান দিয়েছিল : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ১২।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ভারতের সঙ্গে করা সাম্প্রতিক চুক্তি নিয়ে 'জ্ঞানপাপীরা' মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে।

শনিবার ঢাকার ফার্মগেইটের কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে মহিলা শ্রমিক লীগের সম্মেলনে তিনি একথা বলার পাশাপাশি তার জবাব দিতে দলীয় নেতা-কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক সফরে স্বারিত চুক্তিতে ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য ফেনী নদীর পানি প্রত্যাহার এবং এলপিজি রপ্তানির সুযোগ দেওয়া নিয়ে দেশে সমালোচনা চলছে।প্রধানমন্ত্রী বলেন,মানুষের মাঝে একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্য জেনে-শুনে জ্ঞানপাপীরা কথা বলে যাচ্ছে।

ত্রিপুরা রাজ্যকে ফেনী নদীর পানি প্রত্যাহার করতে দেওয়ার ব্যাখ্যাও নেতাকর্মীদের দেন তিনি।ভারতের একটা জায়গা সাবরং। সেখানে থাকা মানুষের পান করা পানির অভাব। এত দীর্ঘ নদীটা যার অধিকাংশ বর্ডার এলাকায়। সেখানকার নদী মানে নদীতে সমান অংশীদার। ভারত এবং বাংলাদেশের। সেখান থেকে তারা একটু খাবার পানি নেবে। সেইটা নিয়েই 'নদী বেচে দিলাম', 'নদী বেচে দিলাম' ইত্যাদি ইত্যাদি খুব আন্দোলন স্লোগান বক্তৃতা। একটা মানুষ যদি পান করার জন্য পানি চায়, ও তো দুশমন হলেও মানুষ দেয়। মাত্র ১.৮২ কিউসেক পানি নেবে তারা। সেটার জন্য এত কান্নাকাটি করার কী আছে?"

এলপিজি রপ্তানি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন,চিৎকার করছে 'গ্যাস বিক্রি', 'গ্যাস বিক্রি'। এলপিজি হচ্ছে

সিলিন্ডার গ্যাস। সেটা আমাদের দেশের কিন্তু না। বিদেশ থেকে আমদানি করি। এখানে সিলিন্ডারে ভরা হয়। তারপরে সেটা সকল জায়গায় আমরা দিয়ে দিই, যাতে গ্যাসে সবাই রান্না করতে পারে। সেখান থেকে কিছু গ্যাস যাবে আমাদের ত্রিপুরায়।এটা তো আমরা আমদানি করে বোতলজাত করে রপ্তানি করছি।

আরেকটা রপ্তানিপণ্য বাড়ছে। বাংলাদেশের যেসব ব্যবসায়ীরা (রপ্তানি) করবে, লাভবান তারাই হবে। আমাদের কোনো তি হবে না।এটা নিয়ে একটা চিৎকার এবং স্লোগান এবং অনেক কিছু হয়ে যাচ্ছে। কাজেই যাব কোথায়,বলেন প্রধানমন্ত্রী।বিপরীতে ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানির কথাও বলেন তিনি।সেখান থেকে আমরা ১৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করছি। তাদের প্রাকৃতিক গ্যাসে উৎপাদিত বিদ্যুৎ আমরা নিয়ে আসছি। বিনিময়ে আমরা এলপিজি তাদের দিচ্ছি। লাভ-লোকসান হিসাব করলে বাংলাদেশেরই লাভ বেশি।

ত্রিপুরাকে সহায়তা করার পেছনে ঐতিহাসিক কারণও দেখান শেখ হাসিনা।১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন এ ত্রিপুরাবাসী আমাদের দেশের শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছিল, খাদ্য দিয়েছিল, বাসস্থান দিয়েছিল।বিরোধীদের কথার জবাব জনগণের সামনে তুলে ধরার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন,আপনারা যখন কথা বলবেন, অনেক সময় প্রশ্নের সম্মুখীন হতে পারেন।

সংগঠন করতে গেলে অনেকেই বিরুদ্ধে কথা বলে। কথায় কথায় তারা বলে কি ভোট দিয়ে সরকার আসে নাই।জনগণের ভোটে যদি নির্বাচিত না হতাম.. আজকে যদি জনগণ আমাদের ভোট না দিত, তাহলে তো বিরোধী দল আন্দোলন করে আমাদের নামাতে পারত। এ পর্যন্ত তারা কিছুই তো করতে পারল না।

১৯৯৬ সালে ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের কথা তুলে ধরে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, ভোটারবিহীন ভোট করেছিল। জনগণ ভোট দেন নাই। সারাদেশে সেনাবাহিনী নামিয়ে এবং সমস্ত এজেন্সি দিয়ে ফলাফল ঘোষণা করে তৃতীয়বারের প্রধানমন্ত্রী!সেই তৃতীয়বারের প্রধানমন্ত্রী কতদিন মতায় ছিল? দেড় মাস। দুই মাসও থাকতে পারেনি। কেন পারে নাই। ভোট চুরি করেছিল বলে জনগণ টেনে নামিয়েছিল আন্দোলন করে।

ফেনী নদীর পানি প্রত্যাহারের চুক্তি নিয়ে বিএনপির সমালোচনার জবাবে শেখ হাসিনা বলেন,যারা এত কাঁদছেন, তাদের জিজ্ঞেস করি গঙ্গার পানি আনার কথা। খালেদা জিয়া দিল্লি গিয়ে ভুলে গেল। কেউ তো আনলো না। তিস্তায় ব্যারাক দিল ভারতকে শি দেবে। এখন শি দেওয়ার পরিবর্তে ভি চাইতে হচ্ছে। এই নীতি ছিল এরশাদের।জিয়াউর রহমান হাঁটু গেঁড়ে বসে থাকত, তার মতা নিরঙ্কুশ করতে। কোনো কথা বলতো না। যা কথা বলত, হুবহু তাই শুনে আসত। শেখ হাসিনা বলেন,আমরা গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা এনেছি। আমরা পানি চুক্তি করতে সম হয়েছি। স্থল সীমানা চুক্তি আমরা করেছি, সমুদ্রসীমায় আমাদের অধিকার আমরা রা করতে পেরেছি।

দাবি পূরণ নিয়ে বুয়েট প্রশাসনের বিজ্ঞপ্তি, আন্দোলন অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ১২।। শিার্থীদের সঙ্গে উপাচার্যের বৈঠকের পর বুয়েটে রাজনৈতিক সংগঠন নিষিদ্ধ, আবরার ফাহাদ হত্যার মামলার এজহারভুক্ত ১৯ জনকে সাময়িক বহিষ্কার, হলের সিট অবৈধভাবে দখল করে থাকাদের হল ছাড়ার নির্দেশ দিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

তবে পাঁচ দফা দাবিতে শিার্থীরা আন্দোলন অব্যাহত রেখেছে। শনিবার সকাল থেকেই ক্যাম্পাসে মিছিল-সমাবেশ চালিয়ে যাচ্ছে তারা।আবরার ফাহাদ হত্যাকাণ্ডের পর আন্দোলনের পঞ্চম দিনে শুক্রবার ১০ দফা দাবিতে আন্দোলনরত শিার্থীদের সঙ্গে বসেছিলেন বুয়েটের উপাচার্য অধ্যাপক সাইফুল ইসলাম।উপাচার্য অনেকগুলো দাবি মেনে নিলেও ১৪ অক্টোবর ভর্তি পরীা নেওয়ার বিষয়ে আন্দোলনকারীদের সমঝোতায় আনতে পারেননি। এরপর শিার্থীরা তাৎণিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য পাঁচ দফা দাবি তুলে ধরে।শিার্থীদের অনমনীয় অবস্থানের মধ্যে শনিবার বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বিজ্ঞপ্তিগুলো জারি করে, যাতে শিার্থীদের অনেক দাবি পূরণের বিষয় রয়েছে।

আবরারের পরিবারকে মামলা পরিচালনার আর্থিক সহযোগিতা এবং র্যা গের নামে শিার্থী নির্যাতনের ঘটনা জানানোর জন্য ওয়েব পোর্টাল তৈরির কথা জানানো হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে।বুয়েটের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক মো. সাইদুর রহমান স্বারিত পাঁচটি পৃথক বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়।শুক্রবার উপাচার্যের সঙ্গে বৈঠকের পর পাঁচটি শর্ত দিয়েছিলেন আন্দোলনকারীরা,শনিবারের বিক্ষোভ থেকেও একই দাবি জানাচ্ছেন তারা।

আবরার ফাহাদ হত্যাকাণ্ডে জড়িত সবাইকে এখনই সাময়িক বহিষ্কার করতে হবে। যাদের বিরুদ্ধে চার্জশিট হবে, তাদের স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হবে মর্মে বুয়েট প্রশাসন থেকে নোটিস জারি করতে হবে।,আবরার হত্যা মামলার সব খরচ বুয়েট প্রশাসন বহন করবে এবং তার পরিবারকে তিপূরণ দিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপ বাধ্য থাকবে, সেটাও নোটিসে লেখা থাকবে,বুয়েটে সাংগঠনিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করে সকল হল থেকে অবৈধ ছাত্র উৎখাত করতে হবে। অবৈধভাবে হলের সিট দখলকারীদের উৎখাত করতে হবে। সাংগঠনিক ছাত্র সংগঠনগুলোর অফিস রুম সিলগালা করতে হবে। সাংগঠনিক ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধের পর ভবিষ্যতে কেউ যদি এ রকম সাংগঠনিক কার্যক্রমে জড়িত হয় কিংবা কোনো রকম ছাত্র নির্যাতনে জড়িত হয়, তাহল

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

পিত্তথলিতে পাথর ?

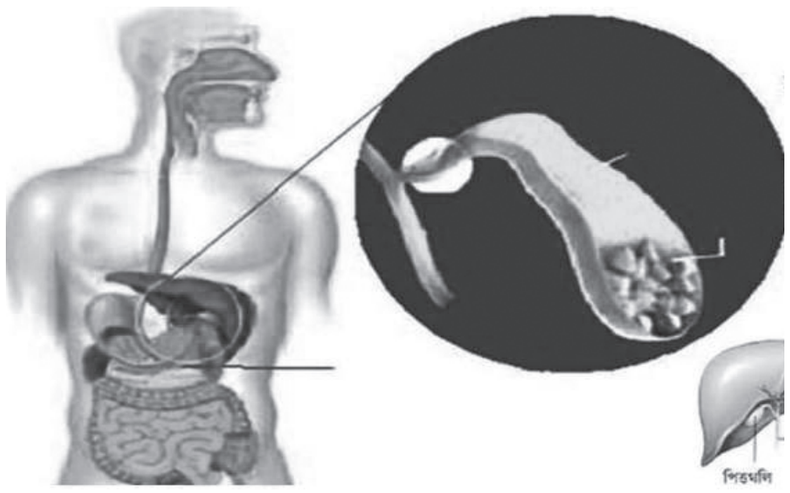

পিত্তথলির পাথর আসলে ছোট ছোট বালুর দানার মতো থেকে শুরু করে মটরের দানা বা তার চেয়েও বড় শক্ত দানাদার বস্তু, যা বিভিন্ন রঙের ও বিভিন্ন আকৃতির হতে পারে। এটা নির্ভর করে কী পদার্থ দিয়ে পাথরটা তৈরি তার ওপর। কোলেস্টেরল, বিলিরুবিন বা ক্যালসিয়াম ইত্যাদি পদার্থের সংমিশ্রণে তৈরি এই পাথরগুলো পিত্তরসের সঙ্গে মেশানো অবস্থায় থাকে এবং হালকা বাদামি, ময়লাটে সাদা বা কুচকুচে কালো রঙেরও হতে পারে। পেটের ডানদিকে যকৃতের পেছনে ও তলার দিকে থাকে পিত্তথলি। পিত্তরস তৈরি করাই এর কাজ। খাবার হজমে, বিশেষ করে চর্বিজাতীয় খাবার হজম করতে পিত্তরস দরকার হয়। নানা কারণে এই পিত্তথলিতে বিভিন্ন পদার্থ অতিরিক্ত জমে গিয়ে পাথরের সৃষ্টি করে। যাদের বেশি হয়: স্থূল ও ওজনাধিক্য ব্যক্তিদের পিত্তথলিতে পাথর বেশি হতে দেখা যায়। পুরুষদের তুলনায় নারীদের এই প্রবণতা বেশি।এ ছাড়া চল্লিশোর্ধ বয়স, জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি খাবার অভ্যাস, অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত খাদ্য গ্রহণ ইত্যাদি এই ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। যেভাবে বুঝবেন: পিত্তথলির অবস্থানটা পেটের কোথায় তা আগেই বলা হয়েছে। পিত্তথলিতে পাথর হলে এতে প্রদাহ হয়, যাকে কোলেসিস্টাইটিস বলা হয়। তখন ওপর পেটের ডানদিকে তীব্র ব্যথা হতে পারে। মিনিট খানেক হতে ঘণ্টা খানেক স্থায়ী হতে পারে এই ব্যথা। ব্যথা পেটের পেছন দিকে, কাঁধে, পেটের মাঝ বরাবর এমনকি বুকের ভেতরও ছড়িয়ে পড়তে পারে ধীরে ধীরে। সেই সঙ্গে বমি ভাব বা বমি, হালকা জ্বর ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিতে পারে।অনেক সময় পাথর পিত্তথলি থেকে বোরোতে গিয়ে পিত্তনালিতে আটকে যায় এবং তখন বিলিরুবিনের বিপাক ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার দরুন জন্ডিসও হতে পারে। রোগ নির্ণয়ের জন্য এই উপসর্গের পাশাপাশি পেটের আলট্রাসনোগ্রামই যথেষ্ট। পাথরের অবস্থান জানতে বা প্রয়োজনে বের করতে ইআরসিপি জাতীয় পরীক্ষা করা যেতে পারে। তবে পেটের আলসার, যকৃতের কোনো সমস্যা বা এমনকি হৃদেরাগেও কাছাকাছি ধরনের ব্যথা হতে পারে বলে সেগুলোর অবস্থাও নির্ণয় করে নেওয়া দরকার হয়।

লাল সিং চাড্ডা”র জন্য টম হ্যাঙ্কসের কাছে টিপস নিতে ছুটলেন আমির

মহানগর ওয়েবডেস্ক: আমির খান আপাতত ব্যস্ত তাঁর আগামী সিনেমা ”লাল সিং চাড্ডা” নিয়ে। আগামী বছরেই মুক্তি পাবে এই কমেডি-ড্রামা ব্যানারের সিনেমাটি। যেটি হলিউডের বিখ্যাত সিনেমা ”ফরেস্ট গাম্প”-এর অফিসিয়াল রিমেক। এই সিনেমাতেই মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছিল টম হ্যাঙ্কসকে। যার জন্য অস্কার পেয়েছিল ”ফরেস্ট গাম্প” সিনেমাটি। আপাতত পুরোদমে চলছে এই সিনেমার শ্যুটিং। এরই মাঝে সুখবর শোনালেন আমির।”লাল সিং চাড্ডা”র জন্য টম হ্যাঙ্কস-এর কাছে যাচ্ছেন আমির। ”ফরেস্ট গাম্প”-এর অফিসিয়াল রিমেক হওয়াতে টম হ্যাঙ্কস-এর থেকে কিছু টিপস নিতেই হলিউড যাত্রা আমিরের। প্রযোজনা সংস্থাও চাইছেন টম হ্যাঙ্কস যাতে ভারতে এসে আমিরের ”লাল সিং চাড্ডা”-তে অভিনয়ের দিকটা দেখেন। ”ফরেস্ট গাম্প” সিনেমাতে টম হ্যাঙ্কসের চরিত্রেই অভিনয় করবেন আমির খান। যার জন্য পুরোদস্তুর ট্রেনিং নিচ্ছেন আমির। বাণিজ্যিক ভাবে ও চিত্রনাট্যের দিক দিয়ে ”ফরেস্ট গাম্প” সিনেমাটি বলিউডে একটি অন্য মাত্রার সিনেমা হিসাবে উঠে আসবে দর্শকদের কাছে। ”লাল সিং চাড্ডা”-তে একজন শিখের চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে আমিরকে। এই সিনেমার জন্য আমির ২০ কেজি ওজন কমিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। যার জন্য দীর্ঘ ছয় মাস ধরে বিশেষ ডায়েটে আছেন আমির।শুধুমাত্র রুটি-সব্জি ও কিছু প্রোটিন খেতেই দেখা যাচ্ছে আমিরকে। এই সিনেমাতেই আমিরের প্রেমিকার চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে করিনা কাপুর খানকে। ”থ্রি ইডিয়টস” ও ”তালাস” সিনেমার পর ফের একসঙ্গে অভিনয় করতে দেখা যাবে আমির ও করিনাকে। আগামী বছরের ডিসেম্বর মাসে বড়দিনে মুক্তি পাবে ”লাল সিং চাড্ডা”। পরিচালনার আসনে আছেন ”সিক্রেট সুপারস্টার”-এর পরিচালক।

গ্রীষ্মে শরীর শীতল রাখবে অ্যালোভেরা পাঞ্চ

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশের ভেষজশাস্ত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে থাকা উদ্ভিদের নাম অ্যালোভেরা। পুষ্টিবিদদের মতে, অ্যালোভেরা এন্টিটক্সিডেন্টে ভরপুর। বিশেষ করে গ্রীষ্মে এই উদ্ভিদের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ এই মৌসুমেই শরীরে সংক্রমণের সম্ভাবনা বেশি তাছাড়া শরীর শীতল রাখতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে এ উদ্ভিদ।

অ্যালোভেরা বা ঘৃতকুমারী একটি বহুজীবী ভেষজ উদ্ভিদ এবং দেখতে অনেকটা আনারস গাছেরমতো। এর পাতাগুলোপুরু, দুই পাশে কাঁটা এবং ভেতরে পিচ্ছিল শাঁস (জেল) থাকে।

আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় বহুলভাবে ব্যবহৃত হয় উদ্ভিতটি। ত্বকের ফুসকুড়ি, পোড়া ও খুশকি দূর করতে অ্যালোভেরা জেল লাগানো হয়। এছাড়াও জুস তৈরিতে, খাদ্যের পুষ্টিবর্ধন উৎপাদান হিসেবে ও ঘরবাড়ি সাজ সজ্জায় ব্যবহৃত হয় এ উদ্ভিদ।

এর জেল পান করলে পরিপাকক্রিয়া সহজ হয় এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়। শরীরের শক্তি যোগানসহ ওজনকে ঠিক রাখতে সাহায্য করে তা।

সুতরাং গ্রীষ্মকালে খেলাধুঁো, মর্নিং ওয়ার্ক বা শরীরিক কসরতের সময় দেহকে ঠান্ডা রাখতে ও ক্লান্তি দূর করতে পান করতে পারেন বিভিন্ন ভেষজ সবজি মিশ্রিত এক গ্লাস অ্যালোভেরা পাঞ্চ (পাঁচমিশালি) । ঘরে বসে নিজে নিজে অ্যালোভেরা পাঞ্চ তৈরির সুবিধার্থে বাংলানিউজের পাঠকদের জন্য দেওয়া হলো তা প্রস্তুতের একটি কার্যকর রেসিপি।

উপাদান

শসা ১ টি লেবু ১ টিকমলা ১ টিসতেজ মিন্ট (পুদিনা)ডাব নারিকেলের জল ২৫০ মিলিমিটারঅ্যালোভেরা জুস ১৫০ মিলিলিটার মধু ৫ মিলিলিটার

প্রস্তুত পদ্ধতি১. ছোট ছোট টুকরায় শসা, কমলা, লেবু ও পুদিনা একত্র করে এর মধ্যে লেবুর রস ঢেলেদিন।

২. আলাদা একটি পাত্রে ডাবের জল, অ্যালোভেরা জুস ও মধুর মিশ্রণ তৈরি করুন।

৩. মিশ্রণটির সঙ্গে শসা, কমলালেবু ও পুদিনা একত্র করে ভালোভাবে ব্লেন্ড করে গ্লাসে পরিবেশন করুন।

কিডনি ভালো রাখতে যে খাবার ভুলেও খবেন না

কিডনি রোগ একটি নীরব ঘাতক।এ ধরনের রোগের চিকিতসাও বেশ ব্যয়বহুল। তাই আগে থেকেই কিডনির যত্ন নেয়া উচিত। তাই কিডনি ভালো রাখাতে হলে খাওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে।কিডনিকে ভালো রাখতে চাইলে প্রতিটি খাবারে পটাসিয়ামের মাত্রা জানা জরুরি।অনেক কিডনি রোগাক্রান্ত না জেনেই পেয়ারা খায়। পেয়ারায় ১২ পটাসিয়াম। পটাসিয়াম কিডনি রোগিদের জন্য খুব খারাপ। অসুস্থ কিডনি অনেক সময় রক্ত থেকে পটাশিয়াম নিষ্কাশন ঠিকমতো করতে পারে না। এতে রক্তে পটাশিয়ামের পরিমাণ বেড়ে যায়।মাঝেমধ্যে রক্তে ইলেকট্রোলাইট পরীক্ষা করা হলে বিষয়টা ধরা পড়ে। যাদের এই প্রবণতা আছে তাদের উচ্চ পটাশিয়ামযুক্ত ফলমূল এড়িয়ে চলাই ভালো। একই ভাবে কলায় প্রচুর পটাসিয়াম থাকে।চাল কুমড়োর ক্ষেত্রে প্রজোয্য। খেজুরের গুড়ের ক্ষেত্রেও বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। বেশি পটাশিয়াম আছে কলা, কমলা, ডাব, তরমুজ, টমেটো, কিশমিশ, অ্যাভোকেডো ইত্যাদি ফলে।

বিরাটের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত অনুষ্কা

বিরাট কোহলি দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় প্রোটিয়াদের বোলারদের নিয়ে ছেলেখেলা করেন। টেস্ট কেরিয়ারে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ স্কোর করার পাশাপাশি একাধিক রেকর্ড ভাঙেন ভারত অধিনায়ক। বিরাট সাফল্যে উচ্ছ্বসিত ভারতীয় ক্রিকেটের ফার্স লেডি অনুষ্কা শর্মা।মহারাষ্ট্র ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বিরাটের ডাবল সেঞ্চুরির পর সোশাল মিডিয়ার বিরাট প্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটান অনুষ্কা। ইনস্টাগ্রামে বিরাটের ডাবল সেঞ্চুরির সেলিব্রেশনের ছবির সঙ্গে লাভ সাইনের ইমোজি পোস্ট করে বিরাটপত্নী। বলিউড অভিনেত্রীর এই বিরাট প্রেমের প্রশংসা করেন বরুণ ধাওয়ান ও অর্জুন কাপুর। এদিন টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর সপ্তম ডাবল সেঞ্চুরি করে টপকে যান সচিন তেন্ডুলকর ও বীরেন্দ্র সেহওয়াগকে। বিরাটের আগে ভারতীয়দের মধ্যে টেস্ট ক্রিকেটে সর্বাধিক ছ”টি ডাবল সেঞ্চুরি ছিল সচিন ও সেহওয়াগের। কিন্তু এদিন দু”জনকে ছাপিয়ে প্রথমবার ভারতীয় হিসেবে সপ্তম দ্বিশতরানের মালিক হন কোহলি। পাশাপাশি এদিন টেস্ট ক্রিকেটে সাত হাজার রানের মাইলস্টোন পৌঁছন কোহলি।একই সঙ্গে টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে রিকি পন্টিংয়ের সর্বাধিক সেঞ্চুরিকে ছুঁয়ে ফেলেন বিরাট। সেই সঙ্গে অধিনায়ক হিসেবে ব্যাট হাতে ভাঙেন স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের অনন্য নজির। অধিনায়ক হিসেবে নবম ১৫০ বা তার বেশি রানের ইনিংস খেলে অজি কিংবদন্তিকে টপকে যান বিরাট।শুধু তাই নয়, পঞ্চম ভারতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে টেস্ট ক্রিকেটে ২৫০ রানের বিরাট ইনিংস খেলার নজির গড়েন কোহলি।

রঙ না করেই পাকা চুল কালো করবেন যেভাবে

চুলে হালকা পাকা ধরেছে? কিন্তু বয়সটা তো এখনও চুল পাকার মতো হয়নি। তা হলে উপায় ? এখন তো নানা ধরনের হেয়ার কালার পাওয়া যায়। প্রয়োজনে ব্যবহার করতেই পারেন।

যারা হেয়ার কালার ব্যবহার করতে চান না, তাদের কি পাকা চুল নিয়েই এগিয়ে যেতে হবে বাকি জীবনটা। একেবারেই নয়। বাড়িতেই তৈরি করে নিন এক মিশ্রণ, যা নিয়মিত পান করলে পেতে পারেন উপকার।

সর্বভারতীয় এক সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত এক খবর অনুযায়ী, এই ‘মিরাক্কেল ড্রিঙ্ক’ দিনে তিন থেকে চারবারএক চা চামচ করে খাওয়ার আগে খেতে হবে, মাস তিনেকেরজন্য। তা হলেই নাকি কেল্লা ফতে।

প্রতিবেদনেই বলা হয়েছে, কীভাবে তৈরি করতে হবে চুল কালো রাখার সেই মিরাকেল ড্রিঙ্ক’—

উপকরণ

৫ টি পাতিলেবু, ৫ টি রসুন কোয়া (ছাড়ানো), ১ কাপ মধু, ১ কাপ ফ্ল্যাক্স সিডের তেল।

পদ্ধতি

সব কিছু এক সঙ্গে ব্লেন্ডারে দিয়ে দিন। লেবুর ছাল না ছাড়ালেও অসুবিধা নেই। মিশ্রণটি ঘন হয়ে এলে তা একটি কাচের জারে ঢেলে রাখুন।

প্রতিবেদন অনুযায়ী , যারা এই মিশ্রণ ব্যবহার করেছেন, তারা উপকার পেয়েছেন। তাদের মতে, শুধু কালো চুলই নয়, মিশ্রণ খাওয়ার ফলে তাদের দৃষ্টিশক্তিও ভাল হয়েছে বলে জানাগিয়েছে।

চুলের সমস্যা থেকে রেহাই দেবে বালা !

চুলের সমস্যা? চিন্তা নেই, হেয়ার মাস্ক এবং প্যাক সাহায্য করবে নতুন চুল গজাতে। ঠিক এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছে বালা। আশায় আছে নতুন চুল হবেই। সম্প্রতি অমর কৌশিকের ”বালা”-র ট্রেলারে এমনই ছবি ফুটে উঠেছে। দেখা যায়, ভূমির সঙ্গে একেবারে তর্কাতর্কিতে লেগে পড়ে বালা। কারণ, বালার চায় সুন্দর, সুশীল এবং ফর্সা পাত্রী। আর এটা একেবারেই মানতে নারাজ ভূমি।অন্যদিকে আয়ুষ্মান খুরানা অর্থাত বালা নতুন চুল গজানোর জন্য নানা পদ্ধতি প্রয়োগ করে চলেছে। কখনও স্প্রে, আবার পাউডার, পরচুল এবং গোবরও লাগাতে ছাড়ছে না সে। কিন্তু কোনও কিছুই কাজে লাগছে না। তবে বালার এই হাল হল কী ভাবে?ট্রেলারে দেখা যায়, ছোট থেকে মাথায় বেশ ভাল চুলই ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে তা পড়তে থাকে। এদিকে বালা এক টিকটক স্টার সুন্দরী ইয়ামি গৌতমের প্রেমে পড়েছে। চুপি চুপি ইয়ামির ভিডিয়ো দেখে নিজেকে সান্ত্বনা দেন। ইয়ামিকে পটাতে পরচুলও পরে ফেলে বালা। আর এরপরেই জমিয়ে প্রেম করে দুজনে।কিন্তু শেষমেষ কী আদৌও বালার প্রেম কাহিনি বা নতুন চুল আসবে, তা জানা যাবে ৭ নভেম্বর। ছবিতে মুখ্য চরিত্রে দেখা যাবে আয়ুষ্মান খুরানা, ভূমি পেডনেকর, ইয়ামি গৌতম, জাভেদ জ্যাফরি, সৌরভ শুক্লা, অভিষেক ব্যানার্জি এবং অনান্য তারকাদের।

রাইমা সেনের প্রারম্ভিক জীবন

রাইমা সেন অভিনেত্রী মুনমুন সেনের কন্যা এবং বিখ্যাত অভিনেত্রী সুচিত্রা সেনের নাতনি। তার বোন রিয়া সেনও বলিউডের চলচ্চিত্র শিল্পে জড়িত আছেন।তাদের বাবা ভারত দেববর্মা ত্রিপুরার রাজ পরিবারের একজন সদস্য। তার মাতামহী ইলা দেবী কোচ বিহারের রাজকুমারী ছিলেন, যার ছোট বোন গায়ত্রী দেবী জয়পুরের মহারানী ছিলেন।তার পিতামহী ইন্দিরা ছিলেন বড়োদার মহারাজা সায়াজিরো গায়কোয়াড় এর একমাত্র কন্যা।রাইমার মাতামহ আদিনাথ সেন ছিলেন কলকাতার একজন প্রখ্যাত ব্যবসায়ী, যার বাবা ছিলেন দীননাথ সেন - যিনি প্রাক্তন আইন মন্ত্রী আশোক কুমার সেনের আত্মীয়, যিনি ত্রিপুরার মহারাজার মন্ত্রী ছিলেন।পর্দায় তাদের দুই বোনের নামই তার মায়ের পারিবারিক নামানুসারে, যদিও কাগজ-কলমে তাদের বংশ নাম দেববর্মা।

জন্ম নিয়ন্ত্রণে ইঞ্জেকশন নিচ্ছেন ? মারাত্মক বিপদ বাড়াচ্ছেন অজান্তেই,

ওরাল কন্ট্রাসেপ্টিভ পিল অথবা কন্ডোম ব্যবহার করছেন না? তার বদলে জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য বেছে নিচ্ছেন ইঞ্জেকশন? উত্তর যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে বিপদ আছে, এমনটাই বলছে সাম্প্রতিক গবেষণা।কেপটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় বলা হচ্ছে, বাজার চলতি জন্ম নিয়ন্ত্রণের ইঞ্জেকশন এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা প্রায় ৪০ শতাংশ বাড়িয়ে দিতে পারে। গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে এন্ড্রোক্রিন রিভিউস জার্নালে। গবেষকদের দাবি, ডেপট মেড্রোজইপোজেস্টরন অ্যাসিটেট ব ডিএম পিএ-এর মতো জন্ম নিয়ন্ত্রণের ইঞ্জেকশন দেহে প্রোজেস্টিন হরমোন বাড়িয়ে দেয়। এতে ওভারি থেকে ডিম্বাণু ক্ষরণে বাধা সৃস্টি হয়। পাশাপাশি, সারভিক্সে মিউকাস বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে শুক্রাণুডিম্বাণুকে নিষিক্ত করতে পারেনা। এছাড়াও এর আরও মারাত্মক ক্ষতিকারক দিকও রয়েছে।জন্মনিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত একটি ওষুধ হল এমপিএ। এটি মানব দেহে স্ট্রেস হরমোন কর্টিজলের মতো কাজ করে। এর ফলেকোষ খুব সহজেই এইচআইভি আক্রান্ত হতে পারে। ২০১৬ সালে দুনিয়ার এইচআইভি আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ছিল ৩৬.৭ মিলিয়ন। ২০১৫ সালে ভারত, ডিএমপিএ-র মতো ইঞ্জেকশন ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে দেয়। শুধু তাইনয়, জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা মিশনও ওই ইঞ্জেকশন বিনা খরচে দেওয়া শুরু করে। ফলে ভারতের সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ছাড়পত্র পাওয়া এমন ওষুধ নিয়ে আশঙ্কা বেড়েছে কয়েক গুণ।

৩০০ কোটির ঘরে ”ওয়ার”

৩০০ কোটির ঘরে ঢুকতে চলেছে ”ওয়ার”। টাইগার শ্রফ-হৃতিক রোশনের এই ফিল্ম দারুণ ব্যবসা করছে। দুই অভিনেতার ফিল্ম রেকর্ড ভাঙতে চলেছে। ফিল্ম সমালোচক ও বাজার বিশেষজ্ঞ তরণ আদর্শ জানাচ্ছেন, ”ওয়ার” তার আধিপত্য বজায় রেখেছে। দেওয়ালি পর্যন্ত বক্স অফিসে থাকবে তারই রমরমা। দ্রুত ৩০০ কোটির দিকে এগিয়ে চলেছে ”ওয়ার”। শুক্রবার ৭ কোটি ১০ লাখের ব্যবসা করেছে ”ওয়ার”। মোট ২৩৫ কোটি কোটি ৬০ লাখ টাকার। তামিল, তেলুগু মিলিয়ে ২৪৫ কোটির ব্যবসা করেছে ফিল্মটি। আন্তর্জাতিক বাজারেও ভালো ব্যবসা করেছে ”ওয়ার”। মোট ৬৪ কোটি ৪৭ লাখ টাকার।

মানসিক অবসাদের গেরোয় বিপাশার স্বামী করণ !

বাঙালি-কন্যা বিপাশা বসুর সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছেন। বলিউডের বাঙালি অভিনেত্রীর সঙ্গে সাতপাকে বাঁধা পড়ার পর বর্তমানে ”কসৌটি জিন্দগি কি” পার্ট টু-এর শ্যুটিংয়ে ব্যস্ত বিপাশা বসুর স্বামী করণ সিং গ্রোভার। কিন্তু মানসিক হতাশায় ভুগছিলেন করণ?সম্প্রতি অবসাদ এবং মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে মুখ খুললেন করণ সিং গ্রোভার। তিনি বলেন, বর্তমানে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে সবার ভাবনা চিন্তা করা উচিত।

বাস্তবের কাহিনি বলল প্রিয়ঙ্কা-ফারহানের ”দ্য স্কাই ইজ পিঙ্ক”

পরিচালক সোনালী বসু বেশ কয়েকবছর আগে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় হারিয়েছিলেন নিজের সন্তানকে। ছেলে ঈশানের তখন মাত্র ১৬ বছর বয়স। বড় ছেলে ঈশানকে হারানোর ৯ বছর পর ”দ্য স্কাই ইজ পিঙ্ক” এ আরও এক বাস্তব ছবি তুলে ধরেছেন পরিচালক। ফারহান আখতার, প্রিয়ঙ্কা চোপড়া , জায়রা ওয়াসিম অভিনীত এই ছবি গল্প বলেছে ”মনের”, ”দাম্পত্যের”,.. আর ”দাম্পত্য” নামক শরীরে যে ”মন ” থাকে তার..।ও অমিতাভের সঙ্গে তাঁর বাবা হরিবংশের এককালে ঝগড়া হয়েছিল চরম! স্টারের জন্মদিনে ফিরে দেখা স্মৃতির পাতাগ্ন১চিত্রনাট্যএই ঘটনা শুরু আয়শার (জায়রা) কাহিনি দিয়ে। যার কণ্ঠস্বর দিয়েই উঠে আসে তাঁর বাবা মায়ের প্রেম কাহিনি থেকে দাম্পত্য জীবন। মা অদিতিক (প্রিয়ঙ্কা) আর বাবা নীরেনকে আয়শা ”মুজি ” আর” প্যান্ডা ”বলে ডাকে। আর পরিবারে রয়েছে আয়েশার ভাই। হাসি, খুশি এই পরিবারের মধ্যে অদিতি আর নীরেনের প্রাণ ভ্রমরা দুই ছেলে মেয়ে। তবে সেই পরিবারেই সংকটের মেঘ দেখা দেয় মেয়ের সেভার কম্বাইন্ড ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি ঘিরে। যে রোগে তাঁদের প্রথম সন্তান তানিয়াও মারা যায়। কঠিন ব্যধি সুখের সংসারে উঁকি মারতেই দাম্পত্য প্রেমেও বড় ধাক্কা লাগে। কোথাও গিয়ে পারস্পরিক ”প্রেম” দায়িত্ববোধের দড়িতে নিজেকে ফাঁস দিতে থাকে। আর এই সুখ-আর সংকটের মধ্যেই দানা বাঁধে ছোট ছোট কিছু অনুভূতি। যে অনুভূতির গল্প বলেছে ”দ্যা স্কাই ইজ পিঙ্ক” ।অভিনয়এই ছবিতে শুধু গল্পই নয়, অভিনয়ও একটি সম্পদ। শুধু ফারহান কিম্বা প্রিয়ঙ্কার স্টারডমই নয়, তাঁদের অভিনয় দক্ষতার ”অউরা” যেন ঠিকরে বেরিয়েছে এই ছবি জুড়ে। আলাদাভাবে বলতে হয় জায়রার কথা। বলিউডে সম্ভবত ”দ্যা স্টাই ইজ পিঙ্ক” ই তাঁর শেষ ছবি।

শনিবার বীরচন্দ্র মনুতে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন সিপিএম কর্মীদের। ছবি- নিজস্ব।

হাইলাকান্দির নিতাইনগরে পুলিশের ওপর দলবদ্ধ হামলার দায়ে আটক ১৫ সংকটাপন্ন ওসিকে পাঠানো হল গুয়াহাটি

হাইলাকান্দি (অসম), ১২ অক্টোবর (হি.স.) : শুক্রবার বিকেলে হাইলাকান্দি জেলার আলগাপুর থানার অন্তর্গত নিতাইনগরে পুলিশের ওপর প্রাণঘাতী হামলাজনিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে জোরদার ধরপাকড় শুরু হয়েছে। এখন পর্যন্ত ১৫ জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে পুলিশ। ভয়ংকর ওই ঘটনায় গুরুতর জখম হাইলাকান্দির ওসি হেমন্তকুমার নাথকে উন্নত চিকিৎসার জন্য শিচলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে গুয়াহাটির জিএনআরসি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। সেখানে তাঁর চিকিৎসা শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে।

শুক্রবার হাইলাকান্দির নিতাইনগর গ্রামে এক মহিষ চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। এতে পুলিশকর্মী-সহ প্রায় কুড়িজন আহত হয়েছেন। পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে গিয়ে ওসি এবং ভিএসপি-সহ কয়েকজন পুলিশ কর্মী গুরুতর জখম হওয়ার ঘটনা ঘটে। আহতদের মধ্যে ওসি দাসের অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় তাঁকে গুয়াহাটির জিএনআরসি-তে প্রেরণ করা হয়েছে। বাকিদের হাইলাকান্দির এসকে রায় সিভিল হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে।

এদিকে শনিবার থেকে নিতাইনগরে পুলিশ ব্যাপক ধরপাকড় আরম্ভ করেছে। ঘটনা সম্পর্কে হাইলাকান্দির পুলিশ সুপার প্রবীন্দ্রকুমার নাথ বলেন, পুলিশ ঘটনার জোরদার তদন্ত আরম্ভ করেছে। আজ সকাল থেকে হাইলাকান্দি পুলিশের বিশাল দল নিতাইনগর গ্রামে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে। এসপি নাথ আরও বলেন, পুলিশ নিজে থেকেই এই ঘটনার ব্যাপারে মামলা দায়ের করে তদন্ত চালাচ্ছে। শিলচরের সোনাই এলাকার চার ব্যক্তি কাদের অনুমতি নিয়ে এই গ্রামে এসে চুরি যাওয়া মহিষের তল্লাশিতে নেমেছিল সে-ব্যাপারেও পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে বলে জানান তিনি। পাশাপাশি চুরি যাওয়া মহিষের মালিক-সহ পুলিশ কর্মীদের কারা, কেন মারধর করেছে এ-নিয়েও এদিন থেকে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে, জানিয়েছেন এসপি নাথ।

এদিকে মহিষ চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে নিতাইনগর গ্রামে সংঘটিত ভয়াবহ ঘটনার পর সমগ্র নিতাইনগরে ব্যাপক পুলিশি অভিযান শুরু হয়েছে। গ্রামে টহল দিচ্ছে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী। ফলে পুলিশের গ্রেফতারির ভয়ে বহু গ্রামবাসী ঘরছাড়া হয়ে আছেন। আজ সকাল থেকেই নিতাইনগর গ্রামে উপস্থিত থেকে পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রেখেছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বরুণ পুরকায়স্থ এবং ডিএসপি নয়নমণি বর্মন-সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা।

অন্যদিকে চুরিকৃত মহিষ উদ্ধার করতে হাইলাকান্দির নিতাইনগর গ্রামে আগত মহিষের মালিক শরিফ উদ্দিন লস্কর, কনস্টেবল জমিল উদ্দিন লস্কর এবং তাদের সঙ্গী ফিরোজ আহমেদ লস্কর-সহ তাদের গাড়িচালককে হাইলাকান্দি পুলিশ থানায় জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে।

এদিকে মহিষ চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে যার সঙ্গে সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছিল সেই রফিক উদ্দিন লস্কর আজ হাইলাকান্দি থানায় এক লিখিত এফআইআর দায়ের করেছেন। এতে তিনি লিখেছেন, শুক্রবার বিকেলে ছয়জন লোক তার ছেলে সাবির উদ্দিন লস্করকে অপহরণের চেষ্টা চালিয়েছিল। তাদের মধ্যে একজনকে গ্রামের মানুষ ধরে পুলিশকে সমজে দেন। বাকিরা গাড়ি নিয়ে পালাবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু গ্রামের মানুষ তাদের ধরে ফেলেন বলে তিনি পুলিশকে জানিয়েছেন। নিতাইনগর কাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন মহল থেকে পুলিশের উপর হামলার নিন্দা জানানোর পাশাপাশি দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের আওয়াজ উঠেছে। বিজেপির হাইলাকান্দি জেলা সভাপতি সুব্রত নাথ, অসম গণ পরিষদ-এর হাইলাকান্দি জেলা সভাপতি আফতাব উদ্দিন লস্কর এবং কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির সম্পাদক জহির উদ্দিন লস্কর-সহ বিভিন্ন সংস্থা সংগঠনের প্রতিনিধিরা দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

বোদ্ধ গয়া বিস্ফোরণ কাণ্ডে জড়িত কেমিক্যাল আলি গ্রেফতার

রায়পুর(ছত্তিশগড়), ১২ অক্টোবর (হি.স.) : হায়দরাবাদ বিমানবন্দর থেকে নিষিদ্ধ সংগঠন সিমির এক জঙ্গিকে গ্রেফতার করেছে ছত্তিশগড় পুলিশ। ধৃতের নাম আজাহারউদ্দিন। ওরফে কেমিক্যাল আলি। ছয় বছর আগে ২০১৩ সালে বোদ্ধ গয়া এবং পাটনা বিস্ফোরণ কাণ্ড জড়িত ছিল কেমিক্যাল আলি। এতদিন পর্যন্ত সৌদি আরবে আত্মগোপন করার পর শুক্রবার বিমানে করে হায়দরাবাদ বিমানবন্দরে আসে আলি। সেখানেই তাকে গ্রেফতার করে ছত্তিশগড় পুলিশের বিশেষ দল এবং সন্ত্রাস দমন শাখার আধিকারিকেরা। শনিবার রাজ্য প্রশাসনের তরফে এমনই জানানো হয়েছে।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে সিনিয়র পুলিশ সুপার আরিফ সেখ জানিয়েছেন, বিগত ছয় বছর ধরে ফেরার ছিল বৌদ্ধ গয়এ বিস্ফোরণ কাণ্ডের অন্যতম চক্রী কেমিক্যাল আলি। এতদিন পর্যন্ত সৌদি আরবে গাঁ ঢাকা দিয়েছিল সে। সেখানে গাড়ির চালক এবং সুপার মার্কেটের সেলসম্যান হিসেবে কাজ করছিল। গোপন সূত্র থেকে খবর পেয়ে হায়দরাবাদ বিমানবন্দরে আগে থেকে ফাঁদ পেতে ছিল ছত্তিশগড় পুলিশ এবং সন্ত্রাসদমন শাখার আধিকারিকেরা। বিমান থেকে নামা মাত্র গ্রেফতার করা হয় ওই জঙ্গিকে। এই অভিযানের নেতৃত্ব দেন ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনারেল এবং সিনিয়র পুলিশ সুপার আরিফ এইচ সেখ। ধৃতের কাছ থেকে একটি পাসপোর্ট, দুইটি ড্রাইভিং লাইসেন্স, ভোটার কার্ড বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। কেমিক্যাল আলি স্লিপার্স সেলের সদস্য।

উল্লেখ করা যেতে পারে ২০১৩ সালে ৩০ মিনিটের মধ্যে ৯টি বিস্ফোরণ হয় বৌদ্ধ গয়ায়। এমনই বৌদ্ধ বৃক্ষের সামনে সিলিন্ডার বোমা রেখেছিল জঙ্গিরা। কিন্তু সৌভাগ্যবসত সেই বোমা ফাটেনি। ২০১৩ সালের অক্টোবর পাটনা নরেন্দ্র মোদীর আসার আগে বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে পাটনা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফের বন্দুকবাজ হানায় কমপক্ষে মৃত ৪

নিউ ইয়র্ক, ১২ অক্টোবর (হি.স.) : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফের বন্দুকবাজ হানায় কমপক্ষে ৪ জন প্রাণ হারিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। গুরুতর জখম আরও অন্তত ৪ জন। শনিবার সকালে নিউ ইয়র্কের একটি প্রাইভেট সোশ্যাল ক্লাবে ঘটনাটি ঘটেছে। এদিন স্থানীয় সময় সকাল ৭টা নাগাদ ব্রোকলিনের ইউটিকা অ্যাভিনিউর একটি ক্লাবে এলোপাথাড়ি গুলি চালানোর ঘটনা ঘটে। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে গুলি চালায় অজ্ঞাত পরিচয় আততায়ীরা। ঘটনাস্থলেই ৪ ব্যক্তির মৃত্যু হয়। এক মহিলা-সহ গুরুতর জখম অবস্থায় ৩ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কিংস কাউন্টি হাসপাতালে তাঁদের চিকিৎসা চলছে।

প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত দু'জনকে আটক করেছে পুলিশ। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। কী কারণে ওই ক্লাবে গুলি চলল, সে বিষয়ে এখনও কিছু জানা যায়নি। পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে।

কাঠমান্ডুতে বাস খাদে পড়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৪

কাঠমান্ডু, ১২ অক্টোবর (হি.স.) : অতিরিক্ত যাত্রী বোঝাই একটি বাস খাদে পড়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১৪। এই ঘটনায় আহত হয়েছে ১০৮ জন। নিহত আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে।

শনিবার নেপালের মধ্য প্রদেশের এক পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় বাসটি খাদে পড়ে গেলে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নেপালের মধ্য প্রদেশের জেলা প্রশাসক গোমা দেবী চেমজংক ঘটনায় মর্মাহত। বাসটির সকল যাত্রীই হিন্দুদের দাসিন উৎসব পালন করতে সিন্ধুপুলক থেকে কাঠমান্ডুর দিকে যাচ্ছিল। যাওয়ার পথে বাসটি পাহাড় থেকে পিছলে পঞ্চাশ মিটার নিচে খাদে পড়ে যায়। এ বিষয়ে মধ্য প্রদেশের জেলা প্রশাসক গোমা দেবী চেমজংকে বলেন, ঘটনাস্থলেই ছযজন মারা গিয়েছেন এবং আরও পাঁচজনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মারা যায়। এ ঘটনায় আহত ১০৮ জনের মধ্যে ৩৯ জনকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কী কারণে দুর্ঘটনা ঘটেছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেও জানান তিনি। উল্লেখ্য, এদিন দুপুরে এই দুর্ঘটনা ঘটে। বাসটি অতিসিন্ধুপাল চক নামক এলাকা থেকে রাজধানী কাঠমান্ডুর দিকে যাচ্ছিল। বাসে যেসব যাত্রী ছিলেন তারা সবাই হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের উৎসব দশাইন পালনের জন্য কাঠমাণ্ডুতে যাচ্ছিলেন। অতিরিক্ত যাত্রীবোঝাই করার কারণে এ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে এক বিবৃতি দিয়েছে নেপালের প্রশাসনিক কর্তারা।

শনিবার অল ত্রিপুরা অফিসার্স সোসাইটি আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

মোদী সরকারের স্বচ্ছ নীতির জন্যই আরটিআই প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পেয়েছে, বার্তা অমিত শাহের

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর (হি.স.): পাবলিক ডোমেনে সক্রিয়ভাবে তথ্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে নরেন্দ্র মোদী সরকার, আর তাই তথ্য জানার অধিকার (আরটিআই)-এর প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পেয়েছেঊ শনিবার এমনই দাবি করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহঊ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথায়, বিশ্বের সমস্ত দেশের তুলনায় নিম্ন স্তর পর্যন্ত তথ্য পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সফলতা পেয়েছে ভারতঊ শনিবার বিজ্ঞান ভবনে আয়োজিত সেন্ট্রাল ইনফরমেশন কমিশন (সিআইসি)-র ১৪ তম বার্ষিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, 'বিগত ১৪ বছরে আরটিআই আইনের সৌজন্যেই জনতা ও প্রশাসনের মধ্যেকার ব্যবধান দূর হয়েছে এবং প্রশাসন ও ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছেঊ' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'তথ্য জানার অধিকার যখন কার্যকর হয়েছিল তখন প্রচুর আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিলঊ অপব্যবহারের সম্ভাবনা প্রকাশ করা হয়েছিল, কিন্তু আজ আমরা বলতে পারি অপব্যবহার খুব কম হয়েছে এবং সদ্ব্যবহার খুব বেশি হয়েছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এদিন বলেছেন, 'মোদী সরকার ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে একটি নতুন স্বচ্ছ যুগের সূচনা করেছেঊ সৌভাগ্য যোজনার আওতায় জনগণ সহজেই ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে দেখতে পারবেন, তাঁদের ঘরে কবে বিদ্যুৎ সংযোগ হবেঊ স্বচ্ছ ভারতের আওতায় কত শৌচালয় নির্মিত হয়েছে তার জন্য আরটিআই-এর প্রয়োজন নেইঊ ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে পঞ্চায়েত প্রধান দেখতে পারবেন তাঁর গ্রামে কত শৌচালয় কতদিনের মধ্যে তৈরি হতে চলেছেঊ'

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এদিন আরও বলেছেন, গোটা বিশ্বের সরকার তথ্য জানার অধিকার আইন কার্যকর করেও বন্ধ করে দিয়েছে, কিন্তু ভারতে এমন হয়নিঊ ভারতই হল বিশ্বের মধ্যে প্রথম দেশ, নিম্ন স্তরেও তথ্য পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সফলতা পেয়েছেঊ কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন থেকে শুরু করে প্রতিটি রাজ্যে আরটিআই-এর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছেঊ পাঁচ লক্ষেরও বেশি আরটিআই আধিকারিক ও কর্মী কাজ করে চলেছেনঊ

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথায়, আবটিআই আবেদনের প্রয়োজনীয়তা কমানোর জন্য সর্বাধিক তথ্য পাবলিক ডোমেনে দেওয়ার অবকাঠামো তৈরি করছে মোদী সরকারঊ তথ্য জানার অধিকার আইনকে অর্থবহ করে তোলার জন্য জনগণের মধ্যে দায়িত্ববোধকে জাগ্রত করাও অত্যন্ত জরুরিঊ অকারণে এই অধিকারের ব্যবহার করা উচিত নয়, স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা আনতেই ব্যবহার করা উচিতঊ অমিত শাহ এদিন বলেছেন, 'কেদারনাথে ধামে নতুন স্বরূপ নির্মাণ হচ্ছেঊ সেখানে উপত্যকায় সব মরশুমের জন্য রাস্তা তৈরি হচ্ছেঊ আপনারা অবাক হবেন, কিন্তু ড্রোন দিয়ে অনলাইনেই সম্পূর্ণ নজরদারি চলছেঊ পরিস্থিতি এমন হওয়া উচিত যে, আরটিআই প্রয়োগের প্রয়োজনই না পরে, তবে সরকার এগিয়ে এসে তথ্য দেবে, এমন ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

বিদেশে চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণা, গ্রেফতার তিন নাইজেরীয় সহ চার

হায়দরাবাদ(তেলেঙ্গানা), ১২ অক্টোবর (হি.স.) : বিদেশে চাকরি দেওয়ার নাম করে প্রতারণা। গ্রেফতার তিন নাইজেরীয় ও এক ভারতীয়। শনিবার চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদে।

হায়দরাবাদ পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ২৯ আগস্ট এক ব্যক্তি পুলিশের কাছে অভিযোগ করে যে বিদেশে চাকরি দেওয়ার নাম করে তার কাছ থেকে নথি যাচাইয়ের নাম করে ৪৭ লক্ষ টাকা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোন চাকরি তিনি পাননি। এই অভিযোগের উপর ভিত্তি করে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করেন পুলিশের সাইবার ক্রাইম বিভাগের আধিকারিকেরা। শনিবার এই মামলার সঙ্গে জড়িত চার প্রতারককে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের মধ্যে তিন নাজেরীয় ও এক ভারতীয়। এই তিন নাজেরীয় হলেন, ডিওনগু মহম্মদ(৩৫), মুসা হালিমত(২৯), নোডুর আলিয়ন(৩২), হোলিত ঝিমোমি(৩৫)। এখনও অধরা আরও দুই। প্রাথমিক তদন্তের পর জানা গিয়েছে এই প্রতারণার মূলচক্রী ডিওনগু মহম্মদ। ধৃতদের কাছ থেকে ১১ লক্ষ নগদ টাকা, ২১টি মোবাইল ফোন, চারটি পাসপোর্ট, একটি ল্যাপটপ, পেন ড্রাইভ, ছয়টি ডেবিট কার্ড, ১০টি সিম কার্ড বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

কংগ্রেসের ইস্তেহার থেকে নেতিবাচক নীতি প্রদর্শিত হয়েছে : মনোহর লাল খট্টর

করনাল(হরিয়ানা), ১২ অক্টোবর (হি.স.) : কংগ্রেসের ইস্তেহার থেকে নেতিবাচক নীতি প্রদর্শিত হয়েছে। শনিবার ধরোডার জনসভা থেকে এমনই দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর।

মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর জানিয়েছেন, বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির লক্ষ্য ৭৫টি আসন। ৭৫ পার করার দায়িত্ব জনগণের। নির্বাচনের আগেই আত্মসমর্পণ করে বসেছে বিরোধীরা। মা শিক্ষিত হলে সেই পরিবার সঠিক পথে চলতে পারে। তেমনি পঞ্চায়েতও আমাদের মা। এটি পরিচালনা করার জন্য একটি সুগঠিত পঞ্চায়েত প্রয়োজন। একটি সুনির্বাচিত পঞ্চায়েত আমাদের পক্ষে আশীর্বাদ, তবে কংগ্রেস এই বিধি পরিবর্তন করার জন্য তার ইস্তেহারে বলেছে, এটি তাদের খারাপ উদ্দেশ্যে পরিচয়। বিজেপি দালালি শেষ করেছে। টিকিটের দালালি করা ধরেছি। এর মধ্যে চারটি এখনও জেলের ভিতরে রয়েছে। বিরোধীরা এখন ধরাশায়ী হয়ে পড়েছে। কংগ্রেস সভাপতি পদ থেকে রাহুল গান্ধীর পদত্যাগ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কংগ্রেস গান্ধী পরিবার ছাড়া আর কিছু দেখেনি তাই আবার সোনিয়া গান্ধীকে সভানেত্রীর আসনে বসিয়েছে।

রাজ্যের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে তিনি বলেন, সর্বত্র সমান ভাবে উন্নয়ন হয়েছে। কৃষকের উন্নয়ন হয়েছে। জমির উর্বরতার বাড়ানোর কাজ চলছে।

বিজেপি প্রার্থী হরবিন্দার কল্যাণ জানিয়েছেন, একজন সৎ মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমাকে কাজ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি বিজেপি দলকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। মুখ্যমন্ত্রী ধরোডার বিধানসভা কেন্দ্রের উন্নতি করেছেন।

চিনের প্রেসিডেন্টকে অভিনব উপহার দিলেন নরেন্দ্র মোদী

মহাবলীপুরম, ১২ অক্টোবর (হি.স.): চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিংপিংকে অভিনব উপহার দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার শি জিংপিংয়ের হাতে হাতে বোনা সিল্কের একটি চাদর উপহার হিসেবে তুলে দেন মোদী । তাতে আঁকা রয়েছে শির মুখমণ্ডল। অভূতপূর্ব উপহার পেয়ে উচ্ছ্বসিত হলেন শি জিংপিং ।

চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের দুই দিনের ভারত সফরে তাঁর সঙ্গে ঘরোয়া বৈঠক হয় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর । আজ বৈঠক শেষে শি জিংপিংকে একটি হাতে বোনা সিল্কের একটি চাদর উপহার দেন মোদী । লাল রঙের ওই স্বচ্ছ সিল্কের চাদরে সোনালি সুতোর কাজ। চাদরের মাঝখানে নিঁখুত কাজে ফুঁটে উঠেছে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিংপিংয়ের মুখমণ্ডল। কোয়েম্বাটুরের শিরুমুগাইপুদুরের তাঁতিপাড়ার শিল্পীরা এই ছবি তৈরি করেছেন। সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে, চিনা প্রেসিডেন্টের গোটা ছবি সম্পন্ন করতে তামিল তাঁত-শিল্পীদের সময় লেগেছিল পাঁচ দিন।

চিনা প্রেসিডেন্টের আপ্যয়নে কোনও ত্রুটি যাতে না হয়, তা নিশ্চিত করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। ফলস্বরূপ, মমাল্লপুরমে "চিনা প্রেসিডেন্ট খুব ভালো সময় কাটিয়েছেন" বলে গতকালই জানিয়েছিলেন বিদেশ সচিব বিজয় গোখলে। শনিবার সকালে ফের আলোচনা হয় দুই রাষ্ট্রনেতার। এরপর চলে মোদী-জিনপিংয়ের উপস্থিতিতে দুই দেশের প্রতিনিধি স্তরের বৈঠক। বৈঠক শেষে পড়শি রাষ্ট্রনেতাকে কূটনৈতিক বার্তাবহ এক অভিনব উপহার দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বিহারে বন্যা দুর্গতদের পাশে এসইউসিআইএর কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

অসমে চার আসনের উপনির্বাচন : মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দের প্রচারসূচি প্রকাশ, রাতাবাড়িতে রবিবার

গুয়াহাটি, ১২ অক্টোবর (হি.স.) : আসন্ন ২১ অক্টোবর অসমের চার আসনে অনুষ্ঠেয় উপনির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের প্রচারসূচি প্রকাশ করেছে বিজেপির প্রদেশ দফতর। প্রকাশিত প্রচার-সফরসূচি অনুযায়ী আগামী ১৪ অক্টোবর সকাল নয়টা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত তফশিলি জাতি সংরক্ষিত ১ নম্বর রাতাবাড়ি কেন্দ্রের তিনটি জনসমাবেশে নির্বাচনী ভাষণ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী।

জানা গেছে, এদিন সকাল নয়টায় হেলিকপ্টারে গুয়াহাটি থেকে যাত্রা করে সোজা যাবেন শনবিলের আনন্দপুর। পৌঁছবেন ১০:৫০ মিনিটে। ১১টায় আনন্দপুরে বিশাল বিজেপির নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দিয়ে রওয়ানা হবেন রামকৃষ্ণনগরের উদ্দেশে। আড়াইটেয় রামকৃষ্ণনগরের কার্যক্রম শেষ করে দুল্লভছড়ার উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে গিয়ে পৌঁছবেন প্রায় পৌনে পাঁচটা নাগাদ। সেখানে দলীয় সমাবেশে ভাষণ দিয়ে ফের গুয়াহাটি চলে আসবেন সন্ধ্যা ছয়টা নাগাদ।

পরেরদিন ১৫ তারিখ অনুরূপ নির্বাচনী কার্যক্রম তাঁর রয়েছে বরপেটা জেলার ৪৪ নম্বর জনিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের প্রচারে। এদিন বেলা ১১টায় গুয়াহাটি থেকে হেলিকপ্টারে রওয়ানা হয়ে যাবেন জনিয়ার কলগাছিয়ায়। ১২টায় সেখানে নির্বাচনী সমাবেশে ভাষণের পর দুটোয় যাবেন বড়ভিটায়। জনিয়ায়ও আয়োজিত তিনটি দলীয় সমাবেশে ভাষণ দিয়ে সাড়ে চারটে নাগাদ ফিরে আসবেন গুয়াহাটি।

মুখ্যমন্ত্রী সনোয়ালের ১৬ তারিখের নির্বাচনী সফরসূচি রয়েছে শোণিতপুর জেলার ৭৪ নম্বর রাঙাপাড়া বিধানসভা আসনের তিন স্থানে। এদিন সকাল ৯:৪৫ মিনিটে গুয়াহাটি

ছয়ের পাতায়

উজান অসমের শংকর চা বাগানের কর্মচারীকে নিঃশর্তে মুক্তির দাবিতে উত্তাল তিনসুকিয়া

তিনসুকিয়া (অসম), ১২ অক্টোবর (হি.স.) : উজান অসমের ধলা থানার অন্তর্গত শংকর চা বাগানের কর্মচারী গৌরাঙ্গচন্দ্র দেবকে বিনাশর্তে মুক্তির দাবিতে উত্তাল হয়ে উঠেছে জেলা সদর তিনসুকিয়া এবং সংশ্লিষ্ট বাগান এলাকা। তিনসুকিয়ায় তাঁর পরিচিত মহল এবং শংকর চা বাগানের শ্রমিক ও কর্মচারীরা শনিবার ভোর থেকে গৌরাঙ্গচন্দ্রকে উদ্ধার করতে পুলিশ প্রশাসনের যুদ্ধকালীন তৎপরতার পাশাপাশি শীঘ্র তাঁকে নিঃশর্তে মুক্তি দিতে অপহরণকারীদের কাছে দাবি জানাতে পৃথক পৃথক স্থানে এককাট্টা হয়ে প্রতিবাদ সংগঠিত করছেন। অপহৃত গৌরাঙ্গ দেবকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করতে গতকাল রাত থেকে পুলিশ অভিযান চালিয়েছে বলে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করছেন জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকরা। তবু গৌরাঙ্গবাবুকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার না করা পর্যন্ত তাঁরা অবস্থান কর্মসূচি অব্যাহত রাখবেন, জানিয়ে দিয়েছেন দাবিদাররা। প্রসঙ্গত, জনপ্রিয় বাবু গৌরাঙ্গ দেবকে অপহরণ করা হয়েছে, ঘটনাটি দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়লে রাতেই হাতে হাতে দা, কুড়ুল, লাঠি নিয়ে দলে দলে শ্রমিকরা বাগানের প্রশাসনিক চত্বর উত্তাল করে তুলেন। পরিস্থিতি সামাল দেয় পুলিশ।

প্রসঙ্গত, শুক্রবার সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে ছয়টা নাগাদ তিনসুকিয়া জেলার অন্তর্গত ধলা থানার তালাপ পুলিশ ফাঁড়ি এলাকায় অবস্থিত জনৈক সুধীরকুমার লোহিয়া মালিকানাধীন শংকর চা বাগানের ফ্যাক্টরি কর্মচারী তথা হেট ফিটারম্যান গৌরাঙ্গচন্দ্র দেব (৫৫)-কে আগ্নেয়াস্ত্রধারী চার দুর্বৃত্ত অপহরণ করে নিয়ে গেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গতকাল সন্ধ্যায় দুটি মটর বাইকে চার যুবক বাগানের মূল প্রবেশদ্বারে আসে। প্রবেশদ্বারের বাইরে দুজন বাইকে বসেছিল। অপর দুই আগন্তুক হাতে বন্দুক নিয়ে ফ্যাক্টরিতে গিয়ে ঢুকে অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার সহিউল হক আলিকে বলে 'আমরা আলফা স্বধীন-এর ক্যাডার, আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।' তাদের নির্দেশ শুনে তাঁকে কাপড় পরে আসতে ঘরে যেতে হবে বলে সহিউল কেটে পড়েন। সহিউলের আসতে দেরি হচ্ছে দেখে আগন্তুকরা সেখানে উপস্থিত হেড ফিটার গৌরাঙ্গ দেবকে নিয়ে নির্বিঘ্নে কেটে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুর্বৃত্তদের পরনে ছিল অসম পুলিশ কমান্ডোর আদলে কালো পোশাক।

একজন ফিটারম্যানকে আলফা স্বাধীন কেন অপহরণ করেছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। তিনসুকিয়ার পুলিশ সুপার শিলাদিত্য চেতিয়া জানান, বাগানের মালিক বা প্রধান ম্যানেজারকে আলফা স্বাধীনের অপরহণ করার পরিকল্পনা ছিল বলে সন্দেহ করছেন তাঁরা। এর পিছনে অর্থের লেনদেন সংক্রান্ত কোনও কারণ রয়েছে কিনা তা তদন্ত সাপেক্ষ। তবে গৌরাঙ্গবাবুকে অক্ষত উদ্ধার করতে গতকাল রাত থেকে সেনা ও সশস্ত্র রাজ্য পুলিশ চিরুনি তালাশি শুরু করেছে। এছাড়া তিনসুকিয়া জেলার সব থানা এবং সংলগ্ন অরুণাচল প্রদেশ সীমান্তে নাকাবন্দি গড়ে তোলা হয়েছে।

এদিকে, তাঁর স্বামীকে বিনাশর্তে মুক্তি দিতে অপহরণকারীদের কাছে কাতর আবেদন জানিয়েছেন পত্নী। খবর পেয়ে আজ ভোরে একমাত্র মেয়ে ডিব্রুগড় থেকে এসেছেন। তিনি ডিব্রুগড়ে পড়াশুনা করেন।

পাঠাল আদালত

● প্রথম পাতার পর

বিশালগড় রঘুনাথপুর এলাকার বিনয় ভট্টাচার্যের ছেলে বিশ্বজিত ভট্টাচার্যের সঙ্গে সামাজিক রীতি মেনে হিন্দু শাস্ত্র মতে বিয়ে হয়েছিল পারমিতার। বিয়ের একবছর সুখেই কেটেছে তাদের দাম্পত্য জীবন। এরপর পারমিতার জীবনে নেমে আসে ঘোর অন্ধকার। স্বামী বিশ্বজিত ভট্টাচার্য পেশায় ওষুধ ব্যবসায়ী। অভিযোগ ইদানিং পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়েছিলেন তিনি।

মৃতার বাবা সুভাষ ভট্টাচার্য বলেন, প্রতিদিন আকণ্ঠ মদ্যপান করে রাতে তার মেয়েকে মারধরের পাশাপাশি অমানবিক নির্যাতন করতেন বিশ্বজিৎ। তার দাবি, বিয়ের সময় মেয়ের শ্বশুর বাড়ির হাতে তুলে দিয়েছিলেন নগদ অর্থ ও স্বর্ণালঙ্কার সহ ছয় লক্ষ টাকার নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী। তারপরও বিভিন্ন সময়ে বাপের বাড়ি থেকে টাকা আনার জন্য পারমিতাকে চাপ দিত বিশ্বজিত, অভিযোগ করেন তিনি। কোন সময় অক্ষমতা দেখালে পারমিতার উপর নির্যাতনের মাত্রা আরও তীব্র হত, ক্ষোভের সুরে বলেন তিনি। তার কথায়, এভাবেই কেটেছে তার মেয়ের জীবনের শেষ দুটি বছর। কিন্তু, বৃহস্পতিবার রাতটি ছিল পারমিতার জীবনের শেষ রাত। স্বামী ও শ্বশুর-শাশুড়ির হাতে নৃশংসভাবে খুন হল সে, কান্নায় ভেঙে পরে বলেন তিনি।

সুভাষবাবু অভিযোগ করেন, শ্বাসরুদ্ধ করে মারার পর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে পারমিতাকে। রাত সাড়ে এগারটায় ঘটেছে ঘটনা। খবর পেয়ে বাড়ির সকলে ছুটে যান হাসপাতালে। গিয়ে দেখেন মেয়ের নিথর দেহ পড়ে রয়েছে ট্রলিতে। কান্নায় ভেঙে পড়েন সবাই। খবর পেয়ে বিশালগড় হাসপাতালে ছুটে আসে পুলিশ। হাসপাতাল থেকেই স্বামী বিশ্বজিতকে আটক করে নিয়ে যায় বিশালগড় মহিলা থানার পুলিশ। শুক্রবার সকালে মৃতার বাবা সুভাষ ভট্টাচার্য, স্বামী বিশ্বজিত ভট্টাচার্য এবং শাশুড়ি সবিতা ভট্টাচার্যের নামে থানায় মামলা দায়ের করেন। অভিযুক্তদের ফাঁসির দাবি জানিয়েছেন পারমিতার বাপের বাড়ির লোকজন সহ জাঙ্গালিয়া এলাকাবাসী।

মিশ্র প্রতিক্রিয়া

● প্রথম পাতার পর

কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। অন্যান্য ফলের দামও বেড়েছে।

এদিকে বাজি বিক্রি নিয়েও ব্যবসায়ীদের মিশ্র প্রতিক্রিয়া উঠে এসেছে। এক বাজি বিক্রেতার কথায়, প্রত্যেক ধরনের বাজির দাম ১০ টাকা করে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবুও বিক্রি ভালই হচ্ছে। কিন্তু অন্য আরেক পাইকারি বিক্রেতার কথায়, এবছর বাজি বিক্রি কম হচ্ছে। অবশ্য, ব্যবসায়ীদের ধারণা আগামীকাল সকালে বাজারে ক্রেতাদের প্রচণ্ড ভিড় দেখা যাবে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

শুকনো গাঁজা উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

পুলিশের অনুমান, নেশাকারবারির সাথে যুক্ত পাচারকারীরা পাচারের উদ্দেশ্যে ওই রাবার বাগানে গাঁজা লুকিয়ে রেখেছিল।যদিও মজুত কৃত গাঁজার পাচার চক্রের কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ।গাঁজা গুলোর বাজার মূল্য আনুমানিক পঞ্চাশ লক্ষ টাকা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় প্রতিনিয়ত কোথাও না কোথায় নেশাদ্রব্য উদ্ধার করছে পুলিশ। কঠোর ভাবে নেশা বিরোধী অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ, সাফল্যও এসেছে অনেক। তবুও কিভাবে সাহস পাচ্ছে নেশা কারবারিরা, সেই প্রশ্নের কোন উত্তর আজও মিলেনি। কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টনীতে থেকেও গাঁজা, এসকফ, ইয়াবা টেবলেট প্রতিনিয়ত উদ্ধার করছে পুলিশ।

নীতির সিদ্ধান্ত

● প্রথম পাতার পর

যোগাযোগ বাড়ানো এবং আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর জন্য নতুন পদক্ষেপের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। উভয় নেতা অনানুষ্ঠানিক আলোচনায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট এবং এই প্রক্রিয়াটি আরও চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এমন ধরণের বৈঠকে যোগ দিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চিন সফরে যাবেন।

নরেন্দ্র মোদী এবং শি জিংপিং দুইজনেই মনে করেন বুহান বৈঠক পর পেরিয়ে যাওয়া আড়াই বছরে দুই দেশের সম্পর্ক আরও বেশি উন্নত হয়েছে। দুই নেতা বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদ এবং ধর্মীয় উগ্রবাদ হুমকির বিষয়ে আলোচনা করেছেন। সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে কূটনৈতিক সম্পর্কের ৭০তম বছর উপলক্ষ্যে উভয় দেশেই ধারাবাহিক কর্মসূচি আয়োজন করা হবে। তামিলনাড়ু এবং চিনের ফুজিয়ান প্রদেশের মধ্যকার যোগাযোগকে দক্ষিণ ভারত ও চীনের মধ্যে প্রাচীন সম্পর্ক পুনর্নবীকরণের জন্য আরও বাড়ানো হবে।

রাতাবাড়িতে রবিবার

পাচের পাতার পর

থেকে হেলিকপ্টারে রওয়ানা হয়ে রাঙাপাড়া গিয়ে পৌঁছবেন ১০:৪৫ মিনিটে। এর পর তিনটি বেলা সাড়ে তিনটে পর্যন্ত সমাবেশে ভাষণ দিযে ফের চলে আসবেন গুয়াহাটি।

শেষ নির্বাচনী সফর ১৭ অক্টোবর। এদিন উজান অসমের ১০৬ নম্বর সোনারি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত এলাকায় দলীয় তিনটি সমাবেশে নির্বাচনী ভাষণ দেবেন সর্বানন্দ সনোয়াল। বিজেপির প্রদেশ সদর দফতর সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকাল ০৯:১৫ মিনিটে গুয়াহাটি থেকে হেলিকপ্টারে যাবেন সোজা সোনারি। সেখানে পর পর তিনটি সমাবেশে ভাষণ দিয়ে সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে পাঁচটা নাগাদ গুয়াহাটি ফিরে আসবেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল।

তদন্তে পুলিশ

আটের পাতার পর

হয়েছে। বাকিদের উদ্ধারে অভিযান চলছে।

দুর্ঘটনার বিবৃতি দিয়ে কাঠমাণ্ডু জেলা আধিকারিক দেবী চেমজং জানান, 'দুর্ঘটনাস্থলেই ৬জন ও হাসপাতালে নেওয়ার পথে ৫জন মারা যান। দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত শুরু হয়েছে। আহতদের যত দ্রুত উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায় সেদিকে তৎপর রয়েছে সরকার।'

অমিত শাহ

আটের পাতার পর

স্থাপন করতে পারি। তিনি জানিয়েছেন আমাদের সাহিত্যে আমাদের গানে মানবাধিকার সম্পর্কে একটি বিস্তৃত ধারণা রয়েছে। গান্ধীর প্রিয় গান "বৈষ্ণব জান তেনে কহিতে" এই রূপটি প্রকাশ করেছে।

অনুষ্ঠানে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি এইচ এল দত্তু জানিয়েছেন, গত কয়েক বছর ধরে মানবাধিকার কমিশন পুরানো মামলা নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করেছে। এখন ২০১৬ এর আগে কোনও মামলা তার কাছে বিচারাধীন নেই। গত বছরে এ জাতীয় ৮৮ টি মামলা হয়েছে যেখানে মানবাধিকার কমিশন ঘটনাস্থলে তদন্ত কমিটি প্রেরণ করেছে।

আন্দোলন অব্যাহত

তিনের পাতার পর

ভবিষ্যতে এরকম ঘটনা প্রকাশের জন্য বিআইআইএস অ্যাকাউন্টে একটি কমন প্ল্যাটফর্ম থাকতে হবে। বিষয়টি মনিটরিংয়ের মাধ্যমে শাস্তি বিধানের জন্য একটি কমিটি থাকতে হবে। বিষয়টি নোটিসের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে,প্রত্যেক হলের সকল ফোরের দুই পাশে সিসি ক্যামেরা যুক্ত করতে হবে এবং এই সিসিটিভি ফুটেজ সার্বণিক মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা করা হবে- এই মর্মে নোটিস আসতে হবে।

শিার্থীরা বলছেন, এগুলোর বাস্তবায়ন হলে তবেই তারা ক্যাম্পাসে ভর্তি পরীার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হয়েছে বলে ধরে নেবেন।তবে এই পাঁচটি শর্তের অধিকাংশই পূরণের কথা জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে রয়েছে।

আবদুল হামিদ

তিনের পাতার পর

উল্লেখ করে তাঁর অবর্তমানে হাওর অঞ্চলকে বাঁচাতে জনগণের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন।

রাষ্ট্রপতি স্থানীয় নির্বাচিত নেতৃবৃন্দ, এমপি, উপজেলা চেয়ারম্যান, ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাধারণ মানুষের সাথে ভাল আচরণ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, এতে টাকা লাগে না।

বহুবারের নির্বাচিত এমপি আবদুল হামিদ স্থানীয় নেতৃবৃন্দের উদ্দেশে বলেন,সবার সাথে রূঢ় হবেন না। যারা আপনাদের নির্বাচিত করেছেন তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবেন। সুখে-দুখে সবসময় তাদের পাশে দাঁড়ান।জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জিল্লুর রহমান, সরকারি আইনজীবী (পিপি) শাহ আজিজুল হকও অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সচিব এবং স্থানীয় প্রশাসনের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

জিয়াগঞ্জের হত্যাকান্ডে বন্ধুর পর এবার আটক নিহত শিক্ষকের বাবা

জিয়াগঞ্জ, ১২ অক্টোবর (হি.স.) : মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জের হত্যাকান্ডে বন্ধুর পর এবার আটক নিহত শিক্ষকের বাবা ঊ জানা গিয়েছে সম্পত্তির কারণে দীর্ঘদিন ধরেই বাবার সঙ্গে টানাপোড়েন চলছিল বন্ধুপ্রকাশ পালের। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মৃতর বন্ধু সৌভিক বনিকের সঙ্গেই আটক করা হয়েছে বন্ধুপ্রকাশের বাবাকে অমর পালকেও। এই ঘটনায় পুলিশ আরও দুজনকে আটক করেছিল তাদের জিজ্ঞাসাবাদের পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ঊ

মঙ্গলবার বিজযা দশমীর দিন বেলা ১১টা নাগাদ জিয়াগঞ্জ শহরের লেবুবাগানে বাড়ির ভেতর থেকে ঢুকে খুন করা হয় প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক বন্ধুপ্রকাশ পাল, তাঁর সন্তানসম্ভবা স্ত্রী বিউটি মণ্ডল পাল ও তাঁদের ৬ বছরের ছেলে বন্ধুঅঙ্গন পালকে। বাড়ির শোওয়ার ঘরের খাটের উপর দেহ মেলে প্রকাশবাবুর। মেঝেতে পড়েছিল তাঁর ছেলের রক্তাক্ত দেহ। পাশের ঘর থেকে মেলে বন্ধুপ্রকাশবাবুর স্ত্রী বিউটির ক্ষতবিক্ষত দেহ। এই ঘটনায় তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে বাবা-ছেলের সম্পর্ক। জানা গিয়েছে সম্পত্তির কারণে দীর্ঘদিন ধরেই বাবার সঙ্গে টানাপোড়েন চলছিল বন্ধুপ্রকাশ পালের। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মৃতর বন্ধু সৌভিক বনিকের সঙ্গেই আটক করা হয়েছে বন্ধুপ্রকাশের বাবাকে অমর পালকেও। ঘটনায় ঋণ তত্বের পাশাপাশিই উঠে এসেছে পারিবারিক কলহ। বাবা-ছেলের সম্পর্ক ভাল ছিল না বলেই দাবি করেছেন শিক্ষকের মায়ের। শুক্রবারই জেলার এসপি শ্রী মুকেশ জানিয়েছিলেন, খুনের কারণ এখনও স্পষ্ট না হলেও বেশ কিছু সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছেন তাঁরা। আততায়ীদের যাঁরা সে দিন ছুটে পালাতে দেখেছিলেন এ রকম কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলেছেন তাঁরা। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মৃত বিউটি পালের লেখা একটি নোট ও ডায়রি উদ্ধার করেছে, সেখানে স্বামীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের টানাপড়েনের ইঙ্গিত মিলেছে বলেও জানিয়েছিলেন তিনি। সাগরদিঘি, যেখানে বন্ধুপ্রকাশের আদিবাড়ি, সেখানে জমিজায়গা নিয়ে কিছু সমস্যার কথাও পুলিশের নজরে এসেছে। জানা গেছে, বাবার দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান ছিলেন প্রকাশবাবু। সেক্ষেত্রে প্রথম পক্ষের ভাই বোনদের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ ছিল কি না তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

শুক্রবার বেশি রাতে এডিজি সাউথ বেঙ্গল সঞ্জয় সিং, ডিআইজি বাস্তব বৈদ্য, মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপার শ্রী মুকেশ, অতিরিক্ত পুলিস সুপার তন্ময় সরকার সহ অন্যান্য পুলিস আধিকারিকরা লেবুবাগানে যান। আশেপাশের লোকেদের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা। পরে মুর্শিদাবাদ পুলিশ সুপার শ্রী মুকেশ বলেন, "সন্দেহের ভিত্তিত এ দিন রাতে চারজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হয়। পরে তাদের মধ্যে দু'জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়। বাকি দু'জনের জিজ্ঞাসাবাদ এখনও চলছে। খুব দ্রুত তদন্তের জাল গুটিয়ে আনতে পারব বলেই আমাদের আশা।"

জিয়াগঞ্জের হত্যাকান্ডে শোরগোল পড়ে যায় গোটা রাজ্যজুড়ে। বন্ধুপ্রকাশবাবু রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবকের কর্মী ঊ এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে সিবিআই তদন্তের দাবি জানান বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। যদিও এর সঙ্গে রাজনীতির যোগ কার্যত উড়িয়ে দিয়েছেন জেলার পুলিশকর্তারা।

গান্ধীজীর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, আর কে সিনহা

মুঙ্গের (বিহার), ১২ অক্টোবর (হি.স.): মহাত্মা গান্ধীর ১৫০ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে 'বাপুর রামরাজ এবং মোদীর সুরাজ' আহ্বাণের সঙ্গে সঙ্গে বিহারের চম্পারণের বেতিয়া থেকে পদযাত্রা শুরু করেছেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ তথা হিন্দুস্থান সমাচার সংবাদ সংস্থার চেয়ারম্যান রবীন্দ্র কিশোর সিনহাঊ বিহারের মুঙ্গেরে এসে পৌঁছল সেই পদযাত্রাঊ মুঙ্গের পৌঁছনোর পর অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন সাংসদ আর কে সিনহাঊ গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কাজ করে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, এ বিষয়ে জনগণকে অবগত করেন তিনিঊ পাশাপাশি গান্ধীজীর আদর্শকে অবলম্বন করে দেশের উন্নয়নে নিজেদের ভূমিকা রাখার জন্যও জনগণের কাছে আবেদন জানিয়েছেন সাংসদ আর কে সিনহাঊ

শনিবার মুঙ্গের-এর সার্কিট হাউসে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন সাংসদ আর কে সিনহাঊ সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় সুস্থ ভারত নির্মাণের জন্য কৃষকদের এগিয়ে আসার আহ্বাণ জানিয়ে, রাসায়নিক মুক্ত কৃষিকাজ গ্রহণ করে জৈব বিপ্লব আনার কথা বলেন সাংসদ আর কে সিনহাঊ তাঁর কথায়, রাসায়নিক চাষ থেকে দূরে থাকতে হবে এবং ভবিষ্যতের প্রজন্মকে রোগমুক্ত রাখতে জৈব চাষ ব্যবহার করা উচিতঊ এছাড়াও প্লাস্টিক বর্জনের জন্যও আবেদন করেছেন আর কে সিনহাঊ

রাজ্যসভার সাংসদ আর কে সিনহা এদিন বলেছেন, 'মেয়েদের বাঁচাতে হবে, তাঁদের রক্ষা করতে হবে এবং শিক্ষিত করে তুলতে হবেঊ পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জল সংরক্ষণের জন্যও সমাজের প্রতিটি মানুষকে এগিয়ে আসতে হবেঊ আরও এক ধাপ এগিয়ে বৃক্ষরোপণ ও জল সংরক্ষণের দায়িত্বও স্থির করতে হবেঊ' সাংসদ আর কে সিনহা আরও বলেছেন, 'শিক্ষা, স্বচ্ছতা, স্বাস্থ্য, স্বনির্ভরতা এবং বেটি বাঁচাও-এর মতো কাজ এখন সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হয়েছেঊ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সুদূরপ্রসারী ফলাফলের লক্ষ্যে অভিযান শুরু করে দিয়েছেনঊ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের অগ্রগতি ও উন্নয়নের জন্য যে কাজ শুরু করেছেন, তা আধুনিক ভারত নির্মাণের ইতিহাস হবেঊ গান্ধীজীর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

দুস্কৃতিদের গুলিতে হত মুদিখানার মালিক, উত্তেজনা

রাণাঘাট, ১২ অক্টোবর (হি.স.) : শুক্রবার রাতে নিজের দোকানে স্ত্রীর সামনেই খুন হলেন মুদিখানার মালিক। ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার রানাঘাট থানার কলাইঘাটে। মৃতের নাম হরলাল দেবনাথ(৫৫)। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে স্থানীয় বিজেপি ও তৃণমূল নেতৃত্বের মধ্যে।

স্থানীয়দের মতে, শুক্রবার রাতে হরলাল ও তাঁর স্ত্রী চন্দনা দুজনেই নিজেদের মুদিখানার দোকানে ছিলেন। সেই সময়ে দুই যুবক দোকানে এসে বাদাম চায়। সেই সময়ে হরলাল দোকানের বাইরে ছিলেন। যুবকের কথা মতো বাদাম দেওয়ার সময়েই হঠাত দোকানের সামনে থেকে বিকট আওয়াজ পান। আওয়াজ শুনেই তিনি দোকানের বাইরে বেরিয়ে আসেন। তখনই তিনি দেখেন গুলিবিদ্ধ অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছেন হরলাল। কেউ আসার আগেই এলাকা ছেড়ে চম্পট দেয় দুই দুষ্কৃতি। গুলিবিদ্ধ হরলালকে প্রথমে রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে কল্যাণী জেএনএম হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিতকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

আইপিএফটি

● প্রথম পাতার পর

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রস্তুত। এক্ষেত্রে বিজেপির সাথে আসন রফা কিভাবে হবে সে বিষয়ে ঘোষণা দেওয়ার এখনও সময় আসেনি।

তাঁর কথায় মনে হয়েছে, এডিসি নির্বাচনে আসন রফা নিয়ে বিজেপির সাথে এখনও দর কষাকষি চলছে। এক্ষেত্রে বিজেপির উপর চাপ বাড়াতেই তিপ্রাল্যান্ড ইস্যুতে আবারও উপজাতি ভাবাবেগে সুরসুরি দিতে চাইছে আইপিএফটি। সম্ভবত, ওই চাপের কৌশল হিসেবেই নভেম্বরে প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে তিপ্রাল্যান্ড ইস্যুতে ডেপুটেশন দেবে আইপিএফটি।

অভিযুক্ত শাসক দল

● প্রথম পাতার পর

চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সিপিএম আজ অভিযোগ করেছে শাসকদল বিজেপির সমর্থকরা গত তিন দিন ধর করে বিরোধীদের হামলা হুজ্জুতি চালিয়েছে। এরই প্রতিফলন আজ প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। সিপিএম অভিযোগ করেছে, বিজেপি সমর্থকরাই সিপিএম পার্টি কর্মীদের উপর হামলা চালিয়েছে।

সমুদ্র সৈকতে স্বচ্ছতা : মমল্লাপুরমে জঞ্জাল সাফ করলেন প্রধানমন্ত্রী

মমল্লাপুরম, ১২ অক্টোবর (হি.স.): স্বচ্ছ ভারতের লক্ষ্যে কখনও ঝাড়ু হাতে রাস্তায় নেমেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঊ কখনও আবার স্বচ্ছতার জন্য দেশবাসীর কাছে বিশেষ আর্জিও রেখেছেনঊ এবার সমুদ্র সৈকতেও স্বচ্ছতায় অংশ নিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঊ শনিবার সকালে তামিলনাড়ুর উপকূলবর্তী শ

অশ্বিনের ৪ উইকেট, ২৭৫ রানেই শেষ প্রোটিয়াদের প্রথম ইনিংস

বোলিংয়ের পর ব্যাটিংয়েও নড়বড়ে দক্ষিণ আফ্রিকা। ভারতের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি এদিন প্রোটিয়ারা। ২৭৫ রানেই শেষ প্রথম ইনিংস। ৪ উইকেট নিলেন আজিঙ্কা রাহানে।ভারত ৫ উইকেটে ৬০১ রানে প্রথম ইনিংস ডিক্লেয়ার দেওয়ার পর শুক্রবারই দাঁত বসানো শুরু করেছিলেন ভারতীয় বোলাররা। দিনের শেষে দক্ষিণ আফ্রিকার স্কোর ছিল ৩ উইকেটে ৩৬ রান। শনিবার সকালে ব্যাট করতে নেমে নিজেদের ভাগ্য কিছুমাত্র বদলাতে পারল না প্রোটিয়া বাহিনী। উমেশ যাদবের গতির সামনে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটিং তাসের ঘরের মতো ভেঙে পরতে শুরু করে। এলগার, মার্করম, ডি ব্রুয়েনকে তুলে নিয়ে টপ অর্ডারটা ভেঙে দেন তিনি।অন্য এন্ডে বল হাতে বিপক্ষকে ছিন্নভিন্ন করছিলেন মহম্মদ শামি। তিনি তুলে নেন বাভুমা ও নরতের উইকেট।এদিকে এদিন ডুপ্লেসি ও ডিকক জুটিতে একটা লড়াই করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সেটাো কার্যকরী হতে দেননি রবিচন্দ্রন অশ্বিন। তিনি এই জুটিতে ভাঙন ধরান পাশাপাশি তুলে নেন দু''টি উইকেটই। মাত্র ২৭৫ রানেই গুটিয়ে গেল দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংস। পুনে টেস্টেও জেতার দিকে এগোচ্ছে বিরাট কোহলির ভারত। ভারতের পাহাড় প্রমান ৬০১ রানের জবাবে প্রোটিয়া বাহিনীর প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে গেল ২৭৫ রানেই। তিন উইকেটে ৩৬ রান পুঁজি করে দক্ষিণ আফ্রিকা তৃতীয় দিনের খেলা শুরু করেছিল। কিন্তু রবিচন্দ্রন অশ্বিনের ঘুর্ণীর সামনে দাঁড়াতেই পারলেন না দক্ষিণ আফ্রিকান ব্যাটসম্যানরা। অধিনায়ক ফাফ দুপ্লেসি ৬৪ রানের লড়াকু ইনিংস খেললেও অশ্বিনের শিকার হন তিনি। ক্যুইনটন ডি কক ৩১ রানে প্যাভিলিয়নে ফেরেন। শেষদিকে ভেরমন ফিলান্ডার ৪৪ রান ও কেশব মেহরাজ ৭২ রান যোগ না করলে দুশোর কম রানে শেষ হতো প্রোটিয়াদের প্রথম ইনিংস। উমেশ যাদব তিন, মহম্মদ শামি দুই ও জাদেজা এক উইকেট নিয়েছেন। কিন্তু সকলকে ছাপিয়ে গিয়েছেন অশ্বিন, তিনি ৬৯ রান দিয়ে ৪ উইকেট তুলে দক্ষিণ আফ্রিকার কোমর ভেঙে দেন। এখন দেখার ৩২৬ রানের লিড নিয়ে বিরাট কোহলি দক্ষিণ আফ্রিকাকে ফলো অন করায় কিনা।প্রথমে বিরাট, রাহানে, জাদেজার ব্যাট হাতে ভেল্কি ও বেলাশেষে উমেশ, শামির গতির আগুন। দুইয়ের মিশেলে দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় দিনের শেষেই জয়ের গন্ধ পেয়ে গেল ভারত। যে পিচে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা কামাল দেখালেন প্রায় দুই দিন ধরে, সেই পিচেই কেমন যেন ভারতীয় বোলিং একেবারে কেসি নাগের জটিল অঙ্ক হয়ে উঠল প্রোটিয়া ব্যাটসম্যানদের কাছে। সেই জটিল প্রশ্নের কোনও উত্তর তৈরিই ছিল ফাফ ডু''প্লেসির দলের। ফলে যা হওয়ার হল তাই। দ্বিতীয় দিনের শেষেই বিপাকে অতিথিরা। তৃতীয় দিন বড় জুটি না গড়তে পারলে হার বাঁচানো বেশ কঠিন হবে প্রোটিয়াদের।প্রথমদিন ৩ উইকেটের বিনিময়ে ২৭৩ রান করার পর দ্বিতীয় দিন সকালে ব্যাট করতে নামেন কোহলি ও অজিঙ্কা। পিচে হালকা ঘাস থাকায় শুরুর দিকে কিছুটা সহায়তা পাচ্ছিলেন রাবাডা, ফিল্যান্ডাররা। বল মোটামুটি কিপার পর্যন্ত ভালই ক্যারি করছিল। সেই কারণে শুরুতে কিছুক্ষণ বেশ বুঝে শুনেই খেলছিলেন দুই ভারতীয় তারকা।কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বল পুরনো হতেই একেবারে নির্বিষ হয়ে যান প্রোটিয়া বোলাররা। রাবাডা একা তাও একটু চেষ্টা করছিলেন ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের বিপাকে ফেলতে। তবে তাতে লাভের লাভ কিছু হয়নি। হাফ সেঞ্চুরি করেন অজিঙ্কা রাহানে। তবে তারপর কেশব মহারাজের বলে আউট হয়ে ফিরে যান তিনি (৫৯)।এরপরেই শুরু হয় কোহলি ও জাদেজার জাদু। পুনেতে দ্বিতীয় দিন প্রথমে ১০০, তারপর ২০০ রান করার পর ২৫০ রানও করেন ভিকে। তাও একেবারে টি২০ মেজাজে। এটাই কোহলির টেস্টে প্রথম ২৫০ রান। একই সঙ্গে শচীনের টেস্টে সর্বোচ্চ ২৪৮ রানের মাইলস্টোনও ছাপিয়ে যান তিনি। ২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্টে শতরান করার দশমাস পর এদিন সকালে ২৬তম টেস্ট শতরান করেন বিরাট। দুরন্ত রাবাডা, চাপ সৃষ্টিকরা আনরিখ বা ফিল্যান্ডারদের সামলে ২৬ তম টেস্ট শতক হাঁকান তিনি। রোহিত ওপেনার হিসেবে প্রথম টেস্টে জোড়া শতক হাঁকালেও, ভাইজ্যাকে সেইভাবে জ্বলে উঠতে পারেননি কিং কোহলি। ফলে কিছুটা চাপেই ছিলেন তিনি। তবে দ্বিতীয় টেস্টে রোহিত ফ্লপ হতেই জ্বলে উঠল তাঁর ব্যাট। গতকাল ধৈর্যশীল ১০৫ বলে ৬৩ রান করে অপরাজিত থাকার পর দ্বিতীয় দিনও বেশ সাবধানী ব্যাটিং করছিলেন কিং কোহলি। তিন অঙ্কের রানে পৌঁছনোর জন্য যে কতটা মরিয়া ছিলেন তিনি, তা তাঁর ব্যাটিং দেখলেই বোঝা যাচ্ছিল। অবশ্য দুইবার স্লিপে প্রায় ক্যাচ দিয়েই দিয়েছিলেন তিনি। ফলে আরও বেশি সাবধানী হয়ে যান। এমনকি শর্ট রানের ক্ষেত্রেও বেশ সাবধানী ছিলেন তিনি। অযথা ঝুঁকি একেবারেই নৈব নৈব চ। অবশেষে ফিল্যান্ডারকে স্ট্রেট ড্রাইভে চার মেরে ১৭৪ বলে শতরান পূর্ণ করেন তিনি।এদিন ১৫০ রানের গণ্ডি পেরনোর পরেই কোহলির সপ্তম দ্বিশতরানের আশায় বুক বাঁধতে শুরু করেছিলেন তাঁর ভক্তরা। সেই লক্ষ্যে খেলেন কোহলি নিজেও। শেষমেশ ১৪৪ তম ওভারে মুথুস্বামীর বলে দুই রান নিয়ে সপ্তম ডবল সেঞ্চুরি করেন ভিকে। একই সঙ্গে টেস্টে মোট রানের ভিত্তিতে টপকে যান ডন ব্র্যাডম্যানের রেকর্ড। পাশাপাশি টেস্টে ১৩৮টি ইনিংসে ৭০০০ রানের মাইলফলকে পৌঁছান তিনি।২০০ রান পূর্ণ করেই গিয়ার শিফট করেন ভারত অধিনায়ক। প্রোটিয়া স্পিনারদের ঠেঙিয়ে খুব অল্প সময়েই ২৫০ রান করে ফেলেন তিনি। একটা সময় ওভার প্রতি ১০ রান করে উঠল। মাঝে মাঝে টেস্ট খেলা না টি২০ খেলা হচ্ছে। কোহলির সঙ্গে সঙ্গে দুরন্ত ব্যাটিং করেন স্যার জাদেজাও। তবে ময়ঙ্ক ধরে রেখেছেন তাঁর ফর্ম।রোহিত আউট হওয়ার পর ময়ঙ্ক ও পূজারার পার্টনারশিপ ভারতকে বড় রানের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

দুই ঘণ্টার কম সময়ে ম্যারাথন শেষ করে ইতিহাসে কিপচোগ

ইতিহাসের পাতায় নাম তুলে ফেললেন কেনিয়ার এলিউড কিপচোগ। দুই ঘণ্টারও কম সময়ে শেষ করলেন ম্যারাথন। শনিবার ভিয়েনা পার্কে ইতিহাস তৈরি করতে কিপচোগের লেগেছে ১ ঘণ্টা ৫৯ মিনিট ৪০.২ সেকেন্ড। দীর্ঘদিন ধরে বিশেষ প্রস্তুতি সেরেছেন কিপচোগ। অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন ৩৪ বছরের কিপচোগ ২০১৮—র ১৬ সেপ্টেম্বর বার্লিন ম্যারাথনে রেকর্ড করেছিলেন। সময় নিয়েছিলেন ২ ঘণ্টা ১ মিনিট ৩৯ সেকেন্ড। ঠিক একবছর পর নিজের সেরা সময় ভাঙলেন। দুই ঘণ্টার কম সময়ে ম্যারাথন শেষ করে ইতিহাস তৈরি করলেন। এই কৃতিত্ব আগে কারও ছিল না। কিপচোগ জানিয়েছেন, 'আমিই প্রথম মানুষ। সবাইকে বলতে চাই, কোনওকিছুই অসাধ্য নয়। আমরাই পারি এই বিশ্বকে সুন্দর ও শান্তিপূর্ণভাবে গড়ে তুলতে। আমার স্ত্রী ও তিন সন্তান ইতিহাসের সাক্ষী থাকতে পারায় আমি সত্যিই গর্বিত।'ইতিহাস তৈরি করতে প্রতি কিলোমিটার ২.৫০ মিনিটে শেষ করেছেন কিপচোগ। ম্যারাথনের মাঝপথে সময়ের চেয়ে ১১ সেকেন্ড এগিয়েছিলেন তিনি। ঠিক এক সপ্তাহ আগে অস্ট্রিয়ার রাজধানীতে পা রেখে কিপচোগ বলেছিলেন, 'রেকর্ড তৈরি করতে এসেছি।' সেটা তিনি করে দেখালেন। ৪২.১৯৫ কিলোমিটারের ম্যারাথনে কিপচোগের সঙ্গে টক্কর দিয়েছেন ১৫০০ মিটারে অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন ম্যাথিউ সেন্টোজ এবং প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বার্নার্ড লাগাট। অতীতে ২ ঘণ্টার কম সময়ে ম্যারাথন শেষ করার চেষ্টা করেছিলেন কিপচোগ। ইতালিতে ২০১৭ সালের মে মাসে দৌড় শেষ করেছিলেন ২ ঘণ্টা ২৫ সেকেন্ডে। অবশেষে স্বপ্ন সফল হল কিপচোগের।

রেকর্ড রান তাড়া করে সিরিজ পকেটে হরমনপ্রীতদের

রেকর্ড রান তাড়া করে, দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচেও জিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজ পকেটে পুরে নিল ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল। শুক্রবারের ম্যাচে তারা জিতল ৫ উইকেটে। তিন ম্যাচের সিরিজে ভারত এগিয়ে ২—০ ব্যবধানে। এর আগে টি২০ সিরিজও জিতেছিল ভারতই। এদিন ভারতের ২৪৭ রান তাড়া করে। একদিনের ক্রিকেটে এত বেশি রান তাড়া করে কখনও জেতেনি ভারত।টসে জিতে ফিল্ডিং নেন ভারতের অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউর। লরা উলভার্ট (৬৯) এবং মিগনন ডুপ্রিজের (৪৪) দাপটে ২৪৭/৬ তোলে দক্ষিণ আফ্রিকা। জবাবে ৬৬ রানে ২ উইকেট হারিয়ে কিছুটা চাপে পড়ে গিয়েছিল ভারত। এখান থেকেই খেলা ধরেন পুনম রাউত (৬৫) এবং মিতালি রাজ (৬৬)। তৃতীয় উইকেটে দুজনে মিলে ১২৯ রানের পার্টনারশিপ গড়েন। যা ভারতের জয়ের ভিত গড়ে দেয়। কিন্তু দুজনেই পরপর আউট হয়ে যাওয়ায়, আবার চাপে পড়ে ভারত। তখন ৫২ বলে দরকার ছিল ৫৯ রান। এই সময় ঠান্ডা মাথায় খেলে ম্যাচ বের করেন হরমনপ্রীত (অপরাজিত ৩৯)। শেষ বল পর্যন্ত ম্যাচ গড়ায় ম্যাচের সেরা পুনম রাউত বলেন, 'ম্যাচ শেষ করে আসতে না পারায় খারাপ লাগছে। তবে অভিষেক ম্যাচ থেকেই মিতালির সঙ্গে খেলাটা উপভোগ করি। ওর থেকে অনেক কিছু শেখার রয়েছে। ওর মতো ম্যাচ শেষ করা শিখতে চাই।'

পদক জিতেই বক্সিং রিং ছাড়লেন মেরি কম

বিশ্বকাপ ফাইনালে পৌঁছতে না পারলেও পদক নিশ্চিত করলেন মেরি কম। আজ শনিবার ৫১ কেজি বিভাগে তুর্কির বক্সার বুসেনাজ চাকিরগলুর কাছে হার মানেন ৩৬ বছর বয়সি মেরি। তাকে ৪-১ পয়েন্টে হারিয়ে দেয় তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী।ফলাফলে সন্তুষ্ট না হওয়ায় বাউট শেষে ভারতের পক্ষ থেকে বিচারকের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আবেদন জানানো হয়। তবে তাতে ফলাফলের বিশেষ কিছুই পরিবর্তন হয়নি। ব্রোঞ্জ জিতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয় মেরিকে। উল্লেখ্য, কোয়ার্টার ফাইনালের ৫১ কেজির বিভাগে রিও অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জ পদক জয়ী ইনগ্রিত ভ্যালেন্সিয়াকে ৫-০ পয়েন্টে হারিয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছোন মেরি।ব্রোঞ্জেই সন্তুষ্ট থাকতে হল মেরি কমকে।

শনিবার মহিলাদের বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালে ৫১ কেজি বিভাগে মেরি কমকে হারতে হল তুরস্কের দ্বিতীয় বাছাই বুসেনেজ কাকিরোগলুর কাছে। ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ন কারিরোগলু জিতলেন ৪---১ ব্যবধানে। রবিবার ফাইনালে কাকিরোগলুর সামনে আয়োজক রাশিয়ার লিলিয়া আতবায়েভা। হারের পর বিচারকের সিদ্ধান্তে খুশি হতে পারেননি মেরি কম। তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন। কিন্তু তা খারিজ হয়ে যায়। বিশ্ব বক্সিং সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী খেলার ব্যবধান ৩—২ কিংবা ৩—১ হলে টেকনিক্যাল কমিটি তা পর্যালোচনা করতে পারে। যদি প্রশ্ন তোলা হয়। কিন্তু মেরি কম হেরেছেন ১—৪ ব্যবধানে। তাই ভারতের কথা শোনা হয়নি।

মেরি অবশ্য সোশ্যাল সাইটে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন। তিনি টুইটারে লিখেছেন, 'কীভাবে এবং কেন? সিদ্ধান্ত কতটা ঠিক। আর কতটা ভুল। তা বিশ্বকে জানানো হোক।' দ্বিতীয় রাউন্ডে মেরি একটু পিছিয়ে পড়েছিলেন। এটাই ম্যাচে পার্থক্য গড়ে দিল। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ছ'বার খেতাব পেয়েছেন মেরি। এবার সেমিফাইনালে ওঠার পথে প্রতিপক্ষকে ৫---০ ব্যবধানে উড়িয়ে দিয়েছিলেন মেরি। শেষ চারে বিতর্কিতভাবে বিদায় নিতে হল তাঁকে। থাইল্যান্ডের চুথামাত রক্ষতকে ৪-১ হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছালেন ভারতের মঞ্জু রানি। নিশ্চিত করলেন রুপো। প্রতিযোগিতার ৪৮ কেজি বিভাগে শীর্ষ বাছাই উত্তর কোরিয়ার কিম ইয়াং মিকে হারিয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছে গিয়েছিলেন মঞ্জু রানি। তাঁর নজর এখন ফাইনালের দিকে। তাইওয়ানের সিয়ো-ওয়েন-হুয়াংয়ের বিরুদ্ধে ফাইনালে খেলবেন তিনি।এদিন কার্যত একতরফা লড়াই হয়। চুথামত রক্ষতকে রিংয়ে দাঁড়াতেই দেননি মঞ্জু। উচ্চতায় বাজি মাত করেন রানি। এর আগে মেরি কম ওয়ার্ল বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে বোঞ্জ নিশ্চিত করেছেন। এবার রুপো নিশ্চিত করলেন মঞ্জু রানি। ফলে এই টুর্নামেন্টে ভারতের এটি দ্বিতীয় পদক হতে চলেছে।শনিবার রাশিয়ায় মেরির স্বপ্ন গুঁড়িয়ে দিলেন তুরস্কের বুসে নাজ কাকিরোগ্লু। এদিন ৫১ কেজি বিভাগে ১-৪ হেরে ব্রোঞ্জ নিয়েই দেশে ফিরবেন ছ''বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন।এদিন প্রথম রাউন্ডে মেরি দাপট দেখিয়েছিলেন। আক্রমণ ও রক্ষণের মিশেল ছিল তাঁর খেলায়। কিন্তু তুরস্কের প্রতিদ্বন্দ্বী দুরন্ত প্রত্যাবর্তন করে মেরিকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাউন্ডে মুখ তুলতে দেননি।

সম্মান বাঁচিয়েও ফলো অন রুখতে পারল না দক্ষিণ আফ্রিকা

দুপুরে যতখানি বেসামাল লাগছিল, দিনের শেষে সামাল দিলেও ফলো অন এড়াতে পারল না দক্ষিণ আফ্রিকা। ৬৩/৩ স্কোর নিয়ে খেলতে নেমে শুরুতেই বিপর্যয়। ৭৫/৫, ১৩৬/৬, ১৬২/৮। সেখান থেকে ইনিংস শেষ হল ২৭৫ রানে। সৌজন্যে অধিনায়ক ডুপ্লেসির (৬৪) নাম অবশ্যই করতে হবে। তবে অভাবনীয়ভাবে ভারতীয় বোলারদের মোকাবিলা করে মুখরক্ষার রান করে গেলেন কেশব মহারাজ ও ফিল্যান্ডার। নবম উইকেটে তাঁরা জুড়লেন ১০৯ রান। ফিল্যান্ডার অপরাজিত রইলেন ৪৪ রানে। ৭২ রানে কেশব আউট হওয়ার পর ছিল নিয়মরক্ষার অপেক্ষা। দিনের শেষে ৩২৬ রানে এগিয়ে কোহলি ব্রিগেড।প্রশ্ন, হাতে দু''দিন থাকায় কাল ফের ঘন্টাখানেক কোহলিরা রান তুলে ক্লান্ত প্রোটিয়দের ব্যাট করতে ডাকবেন? নাকি ফলো অনে ব্যাট করতে নামবে ডুপ্লেসিরা? দ্বিতীয় সম্ভাবনাই প্রবল। তবু কোহলি রোমাঞ্চে সব সম্ভাবনাই খোলা থাকছে। ভারতের বোলারদের মধ্যে একমাত্র ঈশান্তকে ফিরতে হল খালি হাতে। উইকেট ভাগ করে নিলেন অশ্বিন (৪), উমেশ (৩), শামি (২), জাদেজা (১)।

বাংলাদেশ ম্যাচের আগে ধাক্কা, চোটের জন্য ছিটকে গেলেন সন্দেশ ঝিঙ্গান

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: যুবভারতীতে প্রাক বিশ্বকাপে বাংলাদেশ ম্যাচই নয়, হাঁটুর চোটের জন্য ছ''মাস মাঠের বাইরে গেলেন ভারতীয় দলের নির্ভর যোগ্য স্টপার সন্দেশ জিঙ্গান। এই মরশুমে কেরালা ব্লাস্টার্সের হয়ে আইএসএলেও তাঁকে দেখা যাবে না।বাংলাদেশ ম্যাচের প্রস্তুতি হিসাবে বুধবার নর্থ ইস্টের বিরুদ্ধে প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলতে গিয়েই বিপত্তি। বাঁ হাঁটুতে চোট পান তিনি। মাঠ থেকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।। এমআরআই রিপোর্ট চোটের অবস্থা জানা যায়। সন্দেশের চোট বাংলাদেশ ম্যাচের আগে চাপে ফেলল ভারতীয় শিবিরকে। শক্তিশালী কাতারের বিরুদ্ধে ম্যাচ ড্র করার জন্য ডিফেন্সে সন্দেশের অবদান অনেকটাই ছিল। তাই চোট পেয়ে সন্দেশের ছিটকে যাওয়া নিয়ে ভারতীয় দলের কোচ ইগর স্টিমাচ বলছেন, ''সন্দেশ দলের আয়রন ম্যান। যদি দলে কারও চোটের কথা ভাবতে হয়, তাহলে তালিকায় শেষ নামটা আসবে সন্দেশের। সেই ফুটবলারটি চোটের জন্য খেলতে না পারলে সমস্যা তো হবে।''কোচ ইগরের নির্দেশে বৃহস্পতিবার ভারতীয় দল কাতারের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ম্যাচ দেখে। যে ম্যাচের পর ইগরের মনে হয়েছে, কাউন্টার অ্যাটাক নির্ভর ফুটবল খেলে বাংলাদেশ। বৃষ্টির জন্য বাংলাদেশ মাঠের অবস্থা ভাল ছিল না। ফলে বাংলাদেশ ফুটবলাররা বক্সের উপর ভিড় করে দু''গোলের ব্যবধান রাখে। সন্দেশ না খেললে বিকল্প কে? নর্থ ইস্টের বিরুদ্ধে প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলার পর ভারতীয় দল এখন গুয়াহাটিতে। বাংলাদেশ ম্যাচ খেলতে কলকাতা আসবে রবিবার দুপুরে। সেদিন রাতে প্র্যাকটিস। বৃহস্পতি, শুক্রবার গুয়াহাটিতে প্র্যাকটিস করল ভারতীয় দল। সেখানে সন্দেশের বিকল্প হিসাবে কখনও শুভাশিস, কখনও আনাস, কখনও নরিন্দরকে খেলালেন ইগর। এমনিতে আনাস প্রথম পছন্দ। কিন্তু অবসর নিয়ে অনেকদিন জাতীয় দলের বাইরে ছিলেন বলে নব্বই মিনিট খেলার জায়গায় আছেন কি না সন্দেহ। এদিকে, নরিন্দর ভাল হলেও অনভিজ্ঞ। তবে শুভাশিস খেলবেন কি না তা নিয়ে নিশ্চিত করে বলেননি জাতীয় কোচ।

সব বিকল্পই মাথায় রাখছেন।জাতীয় দলে স্টপারে যিনি সন্দেশের পার্টনার, সেই আদিল বলছিলেন, ''দলের যে কোনও ফুটবলার চোটই খারাপ খবর। তার মধ্যে সন্দেশের মতো কেউ চোট পেয়ে বাইরে গেলে তো কথা উঠবে। সন্দেশ দলকে পিছন থেকে উজ্জীবিত করত। ওর চোটের পর সামনে দুটো রাস্তা। সন্দেশের চোট নিয়েই কথা বলে যেতে হবে। আর একটি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে উজ্জীবিত ফুটবল খেলতে হবে। আমরা দ্বিতীয় পথটাই বেছে নেব।'' ভারতীয় দল কলকাতার দর্শকদের অপেক্ষায়। ফেডারেশনের তরফে মোট ৪২ হাজার টিকিট ছাড়া হয়েছিল। তার মধ্যে ৩৫ হাজার টিকিট অন লাইনে বিক্রি হয়ে গিয়েছে। আইএফএ এবং সরকারকে যে টিকিট দেওয়া হয়েছে, তা ঠিকভাবে বন্টন হলে ধরে নেওয়া যায়, মঙ্গলবার যুবভারতী ভরতি থাকবে।

মাঠে ঢুকে পা ছুঁতে গেল ভক্ত, ভারসাম্য হারিয়ে পড়েই গেলেন রোহিত

পুণে: রোহিত শর্মার পা ছুঁয়ে প্রণাম করাই লক্ষ্য। সেই উদ্দেশে ম্যাচ চলাকালীন মাঠে ঢুকে পড়ল এক যুবক। তাকে সামলাতে হিমসিম খেল নিরাপত্তারক্ষীরা। ধরাশায়ী হতে হল রোহিতকেও!পুণের গাহুঞ্জেতে মহারাষ্ট্র ক্রিকেট সংস্থার স্টেডিয়ামে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম ইনিংসে তখন স্লিপ কর্ডনে ফিল্ডিং করছিলেন রোহিত। ভার্নন ফিল্যান্ডার তখন সবে ক্রিজে এসেছেন। দৌড়ে মাঠে ঢুকে রোহিতের পা স্পর্শ করতে যায় এক যুবক। নিরাপত্তারক্ষীদের হতবাক করে দিয়ে। ভক্তকে সামলাতে গিয়ে তখন ভারসাম্য হারিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন রোহিত। পাশেই দাঁড়ানো ভারতীয় দলের অধিনায়ক বিরাট কোহলি-সহ সমস্ত ক্রিকেটারেরা হাসাহাসি করছেন। নিরাপত্তারক্ষীরা দ্রুত মাঠে ঢুকে ওই যুবককে বার করে নিয়ে যান।দক্ষিণ আফ্রিকার চলতি ভারত সফরে এই নিয়ে তৃতীয়বার মাঠে অত্যুতসাহী দর্শক ঢুকে পড়ার ঘটনা ঘটল। যা নিয়ে ক্ষিপ্ত সুনীল গাওস্কর। ধারাভাষ্য দেওয়ার কাজে যিনি এখন মাঠেই রয়েছেন। গাওস্কর বলেন, ''বিনামূল্যে ম্যাচ দেখায় ব্যস্ত ছিল নিরাপত্তারক্ষীরা। ভারতে এটা দীর্ঘদিনের সমস্যা।'' কিংবদন্তি আরও বলেন, ''এটা শুধু মাঠে ক্রিকেটারের সঙ্গে দেখা করতে একজন ভক্তের মাঠে ঢুকে পড়ার ঘটনা নয়। এটা নিরাপত্তার গম্ভীর সমস্যা। কেউ যাতে মাঠে ঢুকে পড়তে না পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে। অনেক কিছুই তো হতে পারে। ঝুঁকি কেন নেওয়া হবে?''মহারাষ্ট্র ক্রিকেট সংস্থার পক্ষ থেকে অবশ্য বলা হয়েছে, নিরাপত্তার কোনও গলদ নেই এবং এটা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একটি ঘটনা।

ডাচ ওপেন: অল-ইন্ডিয়ান কোয়ার্টারে জয় লক্ষ্য''র

আলমেরে: গত মাসে বেলজিয়ামে খেতাব জয়ের পর নেদারল্যান্ডেও খেতাব জয়ের লক্ষ্যে ভালোই এগোচ্ছেন লক্ষ্য সেন। শুক্রবার আলমেরে অনুষ্ঠিত ডাচ ওপেনের অল-ইন্ডিয়ান কোয়ার্টার ফাইনালে রাহুল ভরদ্বাজকে স্ট্রেট গেমে হারিয়ে শেষ চারে পৌঁছলেন ১৮ বছর বয়সী ভারতীয় শাটলার।বিডব্লিউএফ সুপার ১০০ টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালে স্বদেশী রাহুল ভরদ্বাজকে হারাতে এদিন মাত্র ৩৭ মিনিট সময় নেন লক্ষ্য। শেষ আটের লড়াইয়ে যুব অলিম্পিকে রুপোজয়ীর পক্ষে ম্যাচের ফল ২১-৯, ২১-১৬। সেমিফাইনালে সুইডিশ শাটলার ফেলিক্স বুরেসটেডের মুখোমুখি হবেন র‍্যাংকিংয়ে সামান্য এগিয়ে থাকা লক্ষ্য। বিডব্লিউএফ সার্কিটে সুইডিশ প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে এটাই প্রথম সাক্ষাত ভারতের উদীয়মান এই শাটলারের। তাই অচেনা প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে সেমির লড়াইয়ে নামার আগে কোয়ার্টারের ফলাফল অনেকটাই আত্মবিশ্বাস জোগাবে ২০১৮ এশিয়ান জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপে সোনাজয়ীকে।কোয়ার্টার ফাইনাল স্বদেশী প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে শুক্রবার শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ছিলেন লক্ষ্য। ১১-৩ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে প্রথম গেমে বিরতিতে যান গত মাসে বেলজিয়াম ওপেন জয়ী। বিরতির পর টানা ছয় পয়েন্ট সংগ্রহ করে সহজেই প্রথম গেম জয় নিশ্চিত করেন লক্ষ্য। প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিশেষ সুযোগ না দিয়ে ২১-৯ ব্যবধানে প্রথম গেম পকেটে পুরে নেন তিনি।দ্বিতীয় গেমে যদিও প্রাথমিকভাবে ৪-২ ব্যবধানে লিড নেন ভরদ্বাজ। কিন্তু দারুণ প্রত্যাবর্তন করে বিরতিতে ১১-৬ ব্যবধানে এগিয়ে যান লক্ষ্য। বিরতির পর চেষ্টা করলেও ব্যবধান কমিয়ে ম্যাচে ফেরা সম্ভব হয়নি ভরদ্বাজের পক্ষে। প্রতিদ্বন্দ্বীর ম্যাচে ফেরার রাস্তা বন্ধ করে দ্বিতীয় গেম জিতে স্ট্রেট জয় ছিনিয়ে নেন উত্তরাখন্ডের শাটলার। লক্ষ্য''র পক্ষে দ্বিতীয় গেমের ফল ২১-১৬। এখন দেখার টুর্নামেন্টের বাকি দুই ম্যাচ জিতে বেলজিয়ামের পর নেদারল্যান্ডেও লক্ষ্য''র লক্ষ্যপূরণ হয় কীনা।

কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের কোচ হলেন কুম্বলে

কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের হেড কোচ হলেন অনিল কুম্বলে। এই মরসুমে কিংবদন্তি স্পিনারের হাতেই থাকছে আইপিএল-এর পাঞ্জাব ফ্রাঞ্চাইজির ভাগ্য। এই নিয়ে টানা পাঁচ মরসুমে প্রীতি জিন্টার দলের কোচ বদল হল। বর্তমানে কিউই কোচ মাইক হেসন ছিলেন কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের দায়িত্বে। তাঁকে সরিয়েই দায়িত্ব দেওয়া হল কুম্বলেকে। এর আগে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক তথা কিংবদন্তি স্পিনার আইপিএল-এ মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের মেন্টর ছিলেন ২০১৩ সালে।

জাগরণ 13 October, 2019, Sunday আগরতলা, ১৩ অক্টোবর, ২০১৯ ইং, ■ ২৫ আশ্বিন, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, রবিবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

ফের দুর্ঘটনায় দুটি গাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১২ অক্টোবর ।। ফের যান সন্ত্রাস জাতীয় সড়কে। শনিবার সন্ধ্যায় এক পথ দূর্ঘটনা ঘটে তেলিয়ামুড়া থানাধীন হাওয়াইবাড়ি এলাকায়। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ শনিবার সন্ধ্যা আনুমানিক ৭টা ১৫ মিঃ নাগাদ আগরতলা মুখী দাঁড়িয়ে থাকা দূরপাল্লার ট্রাক টিআর০১ওয়াই-১৬১৯ এর পেছনে টাটা এইচ টিআর০১এএইচ-১৬৮৪ গাড়ি সজোরে ধাক্কা দেয়।

এতে এইচ গাড়িতে থাকা রাকেশ মজুমদার (৪০) এবং টুটন দেব (৪৩) গুরুতর আহত হয়। আহত দুজনের ই বাড়ি রাজধানীর বড়দোয়ালী এলাকায় বলে জানা যায়।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের লোক গিয়ে দুজনকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে কতর্ব্যরত চিকিৎসক টুটনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বুঝে তাকে আগরতলার জি.বি হাসপাতালে প্রেরণ করে। জানাযায় টাটা এইচ গাড়িতে থাকা দুজন ই মদমত্ত অবস্থায় ছিল।

মানবাধিকার রক্ষার্থে দারিদ্রতা দূরীকরণ প্রয়োজন অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর (হি.স.) : মানবাধিকার সুরক্ষিত করতে হলে দারিদ্রতা দূরীকরণ একান্ত প্রয়োজন। শনিবার রাজধানী দিল্লিতে এমনই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ২৬তম প্রতিষ্ঠা দিবসে ডিআরডিও ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সেখানে তিনি জানিয়েছেন, দেশে মানবাধিকার এখনও সীমিত পরিসরে থেকে গিয়েছে। সন্ত্রাসবাদ ও মাওবাদের শিকার মানুষদের মানবাধিকার সম্পর্কেও উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত। মানবাধিকার কেবল ''অতিরিক্ত বিচারিক হত্যা'' এবং ''পুলিশ কাস্টোডিতে মৃত্যুর'' মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, আজ দুনিয়া যে আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের কথা বলে তা শতাব্দী পর শতাব্দী ধরে ভারতীয় সমাজে বিদ্যমান। দেশের পরিস্থিতি বিবেচনা করে সমস্যার সমাধানের পথ খোঁজা উচিত। এনএইচআরসি আইন সংশোধন করে বর্তমান সরকার কমিশনের কাজ করার পরিসরকে আরও বেশি বৃদ্ধি করেছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, গোটা বিশ্ব আজ যে মানবাধিকারের কথা বলছে তা বহু শতাব্দী ধরে আমাদের সামাজিক কাঠামোয় উপস্থিত রয়েছে। আমাদের ঐতিহ্যের সঙ্গে মানবাধিকার সমন্বয় করে আমরা বিশ্বে এই ক্ষেত্রে একটি উদাহরণ

ছয়ের পাতায় দেখুন

এসো মা লক্ষ্মী বসো ঘড়ে ...

আগরতলা ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ে উঠছে নানাহ প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ অক্টোবর ।। রাজধানী আগরতলা শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ে আবারও প্রশ্ন উঠলো। ট্রাফিক পুলিশের একাংশ মর্জিমাফিক যানবাহন লক্ করে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। এধরনেরই এক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছে শুক্রবার। ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজের ফ্যাকাল্টি ড. তপন সাহা এবং তাঁর স্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার সীমা সাহা রাস্তার পাশে গাড়ি রেখে কিছু সময়ের জন্য একটি কাজে গিয়েছিলেন। ১০ মিনিটের মধ্যে ফিরে এসেই লক্ষ্য করেন গাড়িটি লক্ করে সেখান থেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে ট্রাফিক পুলিশ। ইঞ্জিনিয়ার সীমা সাহা কর্তব্যরত ট্রাফিক ও পুলিশ অফিসারকে বারবার অনুরোধ জানিয়েছেন আইনানুগ ব্যবস্থা নিয়ে গাড়িটি ছেড়ে দেওয়ার জন্য। প্রয়োজনীয় জরিমানার টাকা তৎক্ষণাৎ তিনি মিটিয়ে দিতেও রাজি বলে জানান। কিন্তু কোনও কথাই শুনতে চাইনি কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশ। তাতে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি। ট্রাফিক পুলিশের এহেন কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে এ বিষয়ে আইনি পথে হাঁটার ইঙ্গিতও দিয়েছেন তিনি। ইঞ্জিনিয়ার সীমা সাহা রাজধানি আগরতলা শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, টিআর০১-বিএফ-০৩৮৬ নম্বরের গাড়িটি তিনি যেখানে রেখেছিলেন সেটি নো পার্কিং জোন নয়। সেখানে এ ধরনের কোনও সাইনবোর্ডও লাগানো ছিল না। অথচ সেখান থেকে ট্রাফিক পুলিশ গাড়িটি তুলে নিয়ে গেছে। রাজধানী আগরতলা শহরে ট্রাফিক ব্যবস্থাকে সাবলীল করার নামে যান চালক ও দ্বিচক্র যান চালকদের নানাভাবে হয়রানি করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। ট্রাফিক দপ্তর ট্রাফিক ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর নামে যেসব ব্যবস্থা নিচ্ছে তাতে জনদুর্ভোগ লাঘবের বদলে দুর্ভোগ আরও বাড়ছে বলেও বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ করা হয়েছে।

অন্ধ্র, কেরল, বাংলায় জেহাদি গতিবিধি চরম পর্যায় পৌঁছিয়েছে : ভিএইচপি

নাগপুর, ১২ অক্টোবর (হি.স.) : দেশের তিন রাজ্যে জেহাদি গতিবিধির বাড়বাড়ন্ত নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিশ্বহিন্দু পরিষদের (ভিএইচপি) মহামন্ত্রী মিলিন্দ পারান্ডে। এমন পরিস্থিতির জন্য কেরল, অন্ধ্রপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গের সরকারকে দায়ী করেছেন তিনি।

নাগপুরের ধংতোলিতে অবস্থিত বিশ্বহিন্দু পরিষদের কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিন্দ পারান্ডে জানিয়েছেন, প্রতিবেশী দেশগুলির থেকে বিপুল পরিমাণে মুসলমান ভারতে অনুপ্রবেশ করছে। এর ফলে দেশের কয়েকটি রাজ্য পরিস্থিতি যথেষ্ট উদ্বেগজনক। অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরল এবং পশ্চিমবঙ্গে ক্রমাগত মুসলমান অনুপ্রবেশ হওয়ার কারণে জনবিন্যাসের ভারসাম্য ব্যাহত হচ্ছে।

এমন পরিস্থিতি পশ্চিমবঙ্গে আগামী দিনে প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে জনজাগরণ অভিযান চালাবে বিশ্বহিন্দু পরিষদ। পাশাপাশি কেরল এবং অন্ধ্রপ্রদেশের পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্র সরকারকে অবগত করানো হবে।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে মিলিন্দ পারান্ডে জানিয়েছেন, ভারতে আসা হিন্দুদের শরণার্থী বলে মনে করে বিশ্বহিন্দু পরিষদ। অবৈধ ভাবে ভারতে প্রবেশ করা মুসলমানরা অনুপ্রবেশকারি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর আচরণ দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো। রাজ্যে এনআরসি কার্যকর করা একান্ত জরুরি।

ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির জন্য এমন আচরণ করছেন মুখ্যমন্ত্রী। যা দেশের নিরাপত্তার জন্য চিন্তার বিষয়। সাংবিধানিক পদে থেকে মমতার বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই আচরণ একেবারে কাম্য নয়।

কেরলের পরিস্থিতি নিয়ে বলতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন, কেরলের সংখ্যালঘু কমিশনের উপাধ্যক্ষ জর্জ কুরিয়র কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন যে রাজ্যে চার হাজার খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী নিখোঁজ। এটি ভয়াবহ পরিস্থিতি এবং অরাজকতার দিকে ইঙ্গিত করে। এই মামলা লাভ জেহাদের সঙ্গে যুক্ত। বিশ্বহিন্দু পরিষদ এর নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানাচ্ছে। অন্ধ্র প্রদেশের জগনমোহন রেড্ডিকে কটাক্ষ করে মিলিন্দ পারান্ডে জানিয়েছেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ক্রমাগত হিন্দু বিরোধী পদক্ষেপ নিয়ে চলেছেন। পাদরি এবং মৌলবীদের মাসিক বেতনের ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। পাদরিরা পাবে ৫ হাজার টাকা, মৌলবীরা পাবে ১০ হাজার এবং আজান দেওয়া ব্যক্তিরা পাবে ৫ হাজার টাকা করে। হিন্দু মন্দিরের জমি মৌলবীদের বাড়ি বানানোর জন্য দেওয়া হচ্ছে।

এদিন মিলিন্দ পারান্ডে আরও জানিয়েছেন, ১৭ নভেম্বর থেকে পয়লা ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশজুড়ে হিত চিন্তক অভিযান চালাবে। ৫১ লক্ষ হিন্দুদের এই অভিযানের মাধ্যমে বিশ্বহিন্দু পরিষদের সঙ্গে জোড়া হবে। মহারাষ্ট্রে বিদর্ভে দুই লক্ষ হিন্দুদের জোড়া হবে।

যাত্রীবোঝাই বাস খাদে পড়ে ১১ জনের মৃত্যু, তদন্তে পুলিশ

কাঠমান্ডু, ১২ অক্টোবর (হি.স.) : নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুর কাছে একটি যাত্রীবোঝাই বাস পাহাড় থেকে খাদে পড়ে অন্তত ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আরও ১০৮ জন যাত্রী আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

শনিবার দুপুরে এই দুর্ঘটনা ঘটে। বাসটি অতিসিন্ধুপাল চক নামক এলাকা থেকে রাজধানী কাঠমান্ডুর দিকে যাচ্ছিল। বাসটিতে যেসব যাত্রী ছিলেন তারা সবাই হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের উৎসব দশাইন পালনের জন্য কাঠমাণ্ডুতে যাচ্ছিলেন। অতিরিক্ত যাত্রীবোঝাই করার কারণে এ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে এক বিবৃতি দিয়েছে নেপালের প্রশাসনিক কর্তারা।

পাহাড়ি রাস্তায় মোড় নিতে গিয়ে বাসটি ৫০ মিটার নিচু একটি খাদে পড়ে গেলে এই দুর্ঘটনা ঘটে। আহত ১০৮ জনের মধ্যে এখন পর্যন্ত মাত্র ৩৯ জনকে উদ্ধার করে বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠানো

ছয়ের পাতায় দেখুন

অযোধ্যায় মামলা : কোন আপসে যাবে না অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড

লখনউ, ১২ অক্টোবর (হি.স.) : অযোধ্যা মামলায় অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড কোনও রকমের আপসের রাস্তায় হাঁটবে না। বোর্ড আশা করে যে সুপ্রিম কোর্ট অযোধ্যা মামলায় মুসলমানদের পক্ষে রায় দেবে।

শনিবার উত্তরপ্রদেশের রাজধানী শহর লখনউয়ের নাদওয়া কলেজে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের কার্যনির্বাহী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে অযোধ্যা ইস্যু ছাড়াও ইউনিফর্ম সিভিল কোড এবং তিন তালাক আইন নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সভায় বোর্ডের সদস্যরা অযোধ্যা বিষয়ে কোনও রকমের আপসে যেতে অস্বীকার করেছে। আসলে, সম্প্রতি মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা অযোধ্যা মামলার প্রসঙ্গে লখনউতে একটি সভা করেছিলেন এবং দাবি উঠেছিল যে অযোধ্যা মামলার রায় মুসলমানদের পক্ষে গেলেও সামাজিক সম্প্রীতির রক্ষার জন্য বিতর্কিত জমি হিন্দুদের দেওয়া উচিত। কিন্তু শনিবার অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড আজকের সভায় মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের এই দাবিকে খারিজ করে দিয়েছে।

বোর্ডের কার্যনির্বাহী সভাটি সভাপতিত্ব করেন মাওলানা সৈয়দ রাবে হাসানী নদভী। এতে সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ওয়াল রহমানী, সহ-রাষ্ট্রপতি ফখরুদ্দীন আশরাফ কিছভী, জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের রাষ্ট্রপতি মাওলানা আরশাদ মাদনী, মাওলানা মাহমুদ মাদানী, জাফরিয়াব জিলানী, মাওলানা খালিদ সাইফুল্লাহ রাহমানী এবং মাওলানা খালিদ রশিদ ফারঙ্গী মাহলি সহ বেশ কয়েকজন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সংবাদমাধ্যমকে এই সভা থেকে দূরে রাখা হয়েছিল।

অন্যদিকে, ইউপি সরকারের সংখ্যালঘু কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মহসিন রাজা অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের এই বৈঠক নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেছেন, যখন দেশের শীর্ষ আদালত অযোধ্যা মামলায় রায় দিতে চলেছে, তখন কেন এই সময়ে এই সভার আয়োজন করা হল? তিনি মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডকে একটি অসাংবিধানিক এনজিও বলেছেন। মন্ত্রীর অভিযোগ, বোর্ডটি একটি এনজিও যা সর্বদা দেশের বিরুদ্ধে কাজ করে চলেছে।

লক্ষণীয় বিষয়, সুপ্রিম কোর্টে অযোধ্যা মামলার শুনানি চলছে। আদালতের তরফে জানানো হয়েছে ১৭ অক্টোবর মামলা শুনানি শেষ হবে। প্রধান বিচারপতি বিচারপতি রঞ্জন গগৈ ১৭ নভেম্বর অবসর গ্রহণ করবেন। এমন পরিস্থিতিতে বিচারপতি রঞ্জন গগৈ অবসর নেওয়ার আগে অযোধ্যা মামলার রায় ঘোষণা করবে সুপ্রিম কোর্ট বলে আশা করা হচ্ছে।

বীরচন্দ্র মনুতে নিহত পার্টি কর্মীদের স্মরণ করল সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১২ অক্টোবর ।। ১৯৮৮ সালে কংগ্রেস টিইউজিএস সরকারের সময়ে বিলোনিয়া মহকুমার বীরচন্দ্র মনুতে সিপিআইএম পার্টি অফিস খুলতে গিয়ে এমনই একটি দিনে দুষ্কৃতিদের হাতে ১৩জন সিপিআইএম কর্মী নিহত হয়। শনিবার মেলারমাঠস্থিত সিপিআইএম পার্টি অফিসে নিহতদের স্মরণে শহিদান দিবস পালন করা হয়। শহীদের স্মৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে। সিপিআএিম রাজ্য কমিটির সম্পাদক গৌতম দাস জানান, ১৯৮৮ সালে কংগ্রেস, টিইউজেএস সরকার যেভাবে রাজ্যে নারকীয় হত্যাকাণ্ড গুলি সংগঠিত করেছিল। বর্তমানেও রাজ্যে গঠিত হওয়া বিজেপি সরকার ফ্যাসিস্টসুলভ কায়দায় সিপিএমের পার্টি অফিসগুলি ভেঙে দেওয়া সহ কর্মীদের উপর তাদের হামলা অব্যাহত রেখেছে। তিনি গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বানও জানান।

১৯৮৮ সালের ১২ অক্টোবর ঠিক আজকের দিনে শান্তিরবাজার মহকুমার বীরচন্দ্রনগর এলাকায় সিপিঅআইএম এর দলীয় পতাকা উত্তোলন করতে গিয়ে তৎকালীন জোট সরকারের কর্মীদের দ্বারা শহীদ হন সিপিআইএম এর এমডিসি শ্রীদাম পাল ও উনার দুই দেহরক্ষী সহ মোট ১৩জন। সিপিআইএম এর মর্যাদা রাখতে গিয়ে এই ১৩জন বীর শহীদ মৃত্যু বরণ করেন। এই হত্যাকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ও বীর শীহদের আত্মার সৎগতি কামনার্থে সিপিআইএম সমর্থিত কর্মীরা শহীদ দান দিবস পালন করে থাকেন। অন্যান্য বছরের ন্যায় এবছরও কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে এই শহীদদান দিবস পালন করে সিপিআইএম। শনিবার সকালে দক্ষিণ ত্রিপুরার শান্তিরবাজার মহকুমার বীরচন্দ্রনগর শহীদ বেদী প্রাঙ্গণে দিবসটি পালন করা হয়। বামেদের শাসন ক্ষমতা চলে যাবার পর এই শহীদবেদীটি জঙ্গলে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। আজকের দিনে সিপিআইএম কর্মীরা এসে সকলে একত্রিত হয়ে শহীদবেদীটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেন। পরবর্তী সময় বেদীর সামনে দলীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে এই দিবসটি পালন করা হয়। এই শহীদ দান দিবসে সভাপতিত্ব করেন দপীক রিয়াং। শহীদান দিবসে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার।

প্রধান বক্তার পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী বাদল চৌধুরী, বিধায়ক সুধন দাস, প্রাক্তন মুখ্য সচেতক বাসুদেব মজুমদার, টিটিএডিসির ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী পরীক্ষিত মুড়াসিং, তাপস দত্ত, নারায়ণ কর ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সিপিআইএম কর্তৃক আয়োজিত এই শীহদান দিবসে উপস্থিত নেতৃত্বরা শহীদবেদীতে পুষ্প ও মাল্যদান করে বীর শহীদদের আত্মার সৎগতি কামনার্থে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন।

পরবর্তী সময় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বীর শহিদের আত্মকাহিনী সকলের সামনে তুলে ধরেন। তার পাশাপাশি বর্তমান রাজ্য সরকারের বিভিন্ন কাজের তীব্র সমালোচনা করেন। অনুষ্ঠানে লোকজনের উপস্থিতির হার ছিলো লক্ষ্যণীয়। এর মধ্যে লোকগুঞ্জনে শোনা যাচ্ছে বর্তমানে তিন তারিখের পর যে সকল লোকজন নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে সিপিআইএম ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেছে তার অধিকাংশ পুনরায় সিপিআইএম-এ চলে যাচ্ছে। এককথায় বলা চলে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরছে।

কপিলি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ট্রেজেডি অন্তর্ঘাত না নিপকো কর্তৃপক্ষের অবহেলা, উঠেছে প্রশ্ন

হাফলং (অসম), ১২ অক্টোবর (হি.স.) : কপিলি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ট্রেজেডি অন্তর্ঘাত না নিপকো কর্তৃপক্ষের অবহেলা? ইতিমধ্যে এই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে বিভিন্ন মহলে। এদিকে জল বিস্ফোরণের ফলে কর্তব্যরত চার কর্মচারীকে উদ্ধারের জন্য ঘটনার ছয়দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরও অভিযানে নামতে পারেনি এনডিআরএফ এবং এসডিআরএফ। কেননা এখনও জলপ্রলয়ের কবলে এলাকা। জল না কমা পর্যন্ত উদ্ধার অভিযান চালানো সম্ভব হচ্ছে না, জানালেন এনডিআরএফ কর্তৃপক্ষ।

এদিকে ডিফুর সাংসদ হরেন সিং বে কপিলি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ধ্বংসলীলা স্থল পরিদর্শন করেছেন। প্রকল্পস্থল পরিদর্শন করে তিনি বলেন, গত ৪৩ বছর ধরে ক্রমাগত কপিলি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ড্যাম ও জল পরিবাহী পাইপ লাইন বিনা মেরামতি ছাড়াই চলছে। গত পাঁচ বছর আগে ড্যাম ও জল পরিবাহী পাইপ লাইন মেরামতি করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সময়মতো নর্থ-ইস্টার্ন ইলেকট্রিক পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেড (নিপকো) কর্তৃপক্ষ মেরামত করতে ব্যর্থ হওয়ায় গত ৭ অক্টোবর কপিলি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে পাইপ লাইন ফেটে জল বিস্ফোরণ ঘটে।

সমস্ত প্রকল্প ও পাওয়ার হাউস তছনছ করে ফেলে পাইপ লাইনের ফুটো দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে প্রবাহিত ১২,৫০০ লিটার জলের ফোয়ারা। একমাত্র নিপকো-র অবহেলার দরুনই এমন ভয়ানক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বলে ডিমাসা স্টুডেন্টসইউনিয়ন এবং কারবি স্টুডেন্টসঅ্যাসোসিয়েশন-সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের অভিযোগ। গত ৭ অক্টোবর ভোরে কপিলি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে সংঘটিত এই ঘটনার উচ্চস্তরের তদন্ত দাবি জানিয়েছে বিভিন্ন দল সংগঠন। তাদের দাবি, ২০১০ সাল থেকেই পর্যাপ্ত কর্মী নেই নিপকোয়। তাই গত ৭ অক্টোবর এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার প্রেমপাল বাল্মিকী নামের বছর ৬০-এর সাফাই কর্মীকে কাজে নিয়োগ করার অভিযোগ উঠেছে।

সেদিন ভোর পাঁচটা নাগাদ যখন জলপরিবাহী পাইপ লাইনের ফুটো দিয়ে জলের ফোয়ার ওঠে এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটে, তখন টারবাইন হাউসে কর্মরত ছিলেন জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার রবার্ট জন নামলাই (৩৪), জয় সিং টিসো (৫৪), প্রেমপাল বাল্মিকী (৬০) এবং দক্ষিণ ভারতের এক প্রতিষ্ঠানের কর্মী রাজু রেড্ডিকে জলের স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আজ এই ঘটনার ৬ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরও ওই চার কর্মীর উদ্ধার অভিযানে নামতে পারেনি এনডিআরএফ এসডিআরএফ।

ইতিমধ্যে এই চারকর্মীর মৃত্যু হয়েছে বলেই আশঙ্কা করা হচ্ছে। তবে আজ থেকে জলের তীব্রতা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। আগামী এক-দুদিনের মধ্যে জলের তীব্রতা আরও কিছুটা কমলে সন্ধানহীন ওই চারকর্মীর উদ্ধার অভিযানে নামবে উদ্ধারকারী দল।

এদিকে এই জল বিস্ফোরণের জন্য নিপকো কর্তৃপক্ষ কপিলি নদীর জলে অতিরিক্ত সালফিউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে যাওয়াকেই দায়ী করেছেন। তবে ঠিক কী কারণে এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সঠিকভাবে উচ্চস্তরের তদন্ত হলেই সব কিছু বেরিয়ে আসবে বলে মনে করছেন অনেকে।

এনআরসির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বিনপুরে মিছিল করল তৃণমূল

ঝাড়গ্রাম, ১২ অক্টোবর (হি.স.): নাগরিকপঞ্জিকরনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ঝাড়গ্রামের বিনপুরে মিছিল করল তৃণমূল উ শনিবার বিকেলে বিনপুর দুই ব্লকের তৃণমুল কংগ্রেসের নেতা কর্মী ও সাধারন মানুষ বেলপাহাড়ীর চাকাডোবা এলাকায় মিছিল করেন।

এদিনের মিছিলে নাগরিকপঞ্জিকরনের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করে ক্ষোভ উগরে দেন ব্লক স্তরের নেতাকর্মীরা। পাশাপাশি সাধারন মানুষজনদের উদ্দেশ্যে বার্তা দেন অযথা এনআরসি নিয়ে আতঙ্কিত না হওয়ার জন্য। এদিন এই মিছিলে প্রতিবাদ জানানো হয়, কোনও মতেই কেন্দ্রের এই নাগরিক পঞ্জিকরণ রাজ্যে বাধ্যতামূলক করা যাবে না। এখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই বাংলার নাগরিক। বাংলার বাইরে কেউ নয়। তাই কেন্দ্রের নাগরিক পঞ্জিকরন এর বিরুদ্ধে সবাইকে সোচ্চার হতে হবে। পরে মিছিল শেষে তৃণমুলের নেতা কর্মীদের নিয়ে চাকাডোবা এলাকায় একটি বৈঠকে করেন বিনপুর দুই ব্লকের ব্লক সভাপতি বুবাই মাহাত।

এদিনের এই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন বিনপুরের বিধায়ক খগেন্দ্রনাথ হেম্ব্রম, বিনপুর দুই ব্লকের ব্লক সভাপতি বুবাই মাহাত, এসটিএসসি সেলের সভাপতি বিমল মুর্মু সহ ব্লকের একাধিক নেতা নেত্রীরা।

ব্লক সভাপতি বুবাই মাহাত বলেন, 'নাগরিক পঞ্জি নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। বাংলায় নাগরিক পঞ্জি হবে না। পাশাপাশি তিনি প্রত্যেক অঞ্চলে অঞ্চলে মিছিল করে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দেন।'

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।